





The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK.ORG**

## সেবা প্রকাশনী

আরও ক'টি ওয়েবসাইট

কাজি মাহবুব হোসেন : আলোয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার,  
জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র-১,২, আর কতদূর, বাঁধন,  
রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি,  
বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস।

খোন্দকার আলী আশরাফ : কঁাটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।  
রওশন জামিল : কেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি,  
স্বর্ণভূষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাধান-১,২,  
নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা।

শওকত হোসেন : প্রতিপক্ষ, দখল, এহরী, ঘেরাও, সংঘাত,  
অস্থির সীমান্ত, আজ্ঞাস্ত শহর, অবরোধ।

আলীমুল্লাহমান : যুদ্ধসৈনিক।

রকিব হাসান : ভূগর্ভস্থ।

হিফজুর রহমান : শিকারী।

আহিদ হাসান : স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুল্লাহমান : হর্বাত।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK.ORG**



ওয়েস্টার্ন-৪৯

লুটেরাজ

---

একদশে সমাজ রোমাঞ্চোপন্যাস

---

কাজি মাহবুব হোসেন

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG



---

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক ।  
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে  
এর কোনও সম্পর্ক নেই ।

॥ লেখক ॥

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.org

### এক

চেরোকী ট্রেইল নামটা একদল চেরোকী ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেই এসেছে, ওরা ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে ওই পথে ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত যত রিপোর্ট পাওয়া গেছে, সেই অনুযায়ী বোঝা যায়, ওরা ঠিক সোনার লোভে নয়, বরং নিজেদের জন্য একটা বাস করার ভাল জায়গার খোঁজেই ওদিকে গেছিল। সোনা খোঁজার ঘণিঝড় যখন পার হল, তখন ওরা মোটামুটি একই ট্রেইলে ফিরে এল।

সিভিল ওয়ার শেষ হবার পর, বেশিরভাগ সৈনিককেই ‘ওভারল্যান্ড স্টেজ’ পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োগ করা হল। লারামি থেকে জোহ্যানেসবার্গ এলাকাটা বিশেষত বারবার ইন্ডিয়ান আক্রমণের জন্যে ত্যাগ করা হল। স্টেজ কোচ লারামি থেকে দক্ষিণে ডেনভার, এবং পরে চেরোকী ট্রেইল ধরেই লারামি আসা শুরু করল।

এই গল্পের শুরুই হচ্ছে ডেনভারের উত্তরে লাপোর্টের মাঝ দিয়ে ডেনভার যাওয়া নিয়ে। লাপোর্টের উত্তরে বেশিরভাগই খোলামেলা এলাকা। পুরনো স্টেজ-স্টেশন ‘ভার্জিনিয়া ডেল’ এখনও

টিকে আছে।

অ'উটলরা পাহাড়ের মাঝে একটা প্রাকৃতিক দুর্গ প্রায়ই ব্যবহার করে, ওটা 'আউল ক্যানিয়ন'-এর পশ্চিমে।

চেরোকীরা ক্রীক ধরে কয়েক জায়গাতেই সোনা পেয়েছে—এতেই কলোরাডোতে সোনার খোঁজে সাদা মানুষের এত ভিড়।

লম্বা চড়াই-এ ওঠার জন্য স্টেজ কোচটা ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। একমাত্র টিরেসা গুলিত জেমস জেগে আছে—অস্বস্ত সে তাই ভাবছে। কালো হ্যাট চোখের ওপর টেনে দিয়ে যে লোকটা ঘুমিয়ে আছে মনে হচ্ছে, সে যে আসলেই ঘুমাচ্ছে, কিন্তু সে বিষয়ে টিরেসার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ঘুমের মধ্যেও যে রকম নড়াচড়া করেছে ওটা ঘুমন্ত মানুষের নড়াচড়া নয়।

উঁচুনিচু পাহাড়গুলো এখন দূর থেকে আকার নিতে শুরু করেছে। অন্ধকারে জমিটা রুক্ষ আর কর্কশ বলেই মনে হচ্ছে। ফলনশীলও দেখাচ্ছে না। তার নতুন বাসস্থান এরকমই হবে বলে ধারণা হচ্ছে মেয়েটার। কিছু গালু-পাথরও দেখা যাচ্ছে। মাঝেসাঝে নিচু টিলা-গুলোর ওপর দিয়ে 'রকি রেঞ্জ'-ও দেখা যায়। সামনে রকি রেঞ্জের কাছেই কোথাও তাকে নামতে হবে।

টিরেসা আর তার মেয়ে টুইনি ছাড়াও আরও প্যাসেঞ্জার আছে কোচে। টিরেসা দেখল বাকি সবাই বসে বসেই ঘুমানের চেষ্টা করছে। ওদের পাশেই বসে আছে চোখের ওপর টানা কালো হ্যাটওয়ালা লোকটা। ওকে কোচে ওঠার সময়েই দেখেছে টিরেসা। টিলের মত তীক্ষ্ণ মুখ—চাহনিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাতে হাসির কোন আভাস নেই। একটা গাঢ় রঙের পুরনো কোট ওর পরনে।

একটা ধূসর ট্রাউজার্স আর একটা নীল শার্ট পরেছে। ওর পিস্তলের নীচের অংশ ফিতে দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা। লোকটা আবার নড়লে টিরেসা লক্ষ্য করল ওর বেণ্টের তলাতেও আরেকটা পিস্তল গোঁজা রয়েছে। একটা নতুন হেনরি রাইফেল ওর হাতের কাছে দাঁড় করান।

রাইফেলট সে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। রাইফেল সম্পর্কে বেশি না জানলেও জানে তার স্বামী প্রথম হেনরি রাইফেল কেনার পর কত খুশি হয়েছিল। ওটা স্টেজের মাথায় তার বিছানার ভিতর মোড়া রয়েছে।

ওর উল্টো দিকেই বসে আছে চেক গেন্জি পরা একজন লোক। ঘুম ভাঙার পর থেকেই লোকটা টিরেসার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। চোখাচোখি হোক এটাই চাইছে। এমনভাবে চেয়ে আছে যে এড়ান মুশকিল। টিরেসা যখনই চোখ তুলে চায় তখনই দেখে লোকটা ওর দিকেই চেয়ে আছে।

আড়চোখে আবার লোকটার দিকে চাইল টিরেসা। দেখল মাল্লুষটা এখনও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। চেক গেন্জি পরা লোক লোকটার পাশেই বসে আছে একজন শক্ত গড়নের হুঁপুঠ লোক। মুখে দেড় ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, তার পরনে দোকানে তৈরি শ্রুটি। ওর কাছে একটা পিস্তলও রয়েছে, বায়ে ঝুলছে—বাঁট সাননের দিকে। লোকটা নিশ্চয় ক্রম দ্রুত অস্তিত্ব। স্টেজে আর একজন যাত্রী রয়েছে। মেয়েটা আইরিশ। বয়স টিরেসার থেকে ছ’তিন বছর কমই হবে।

নিজের ওপর টিরেসার নজর আঁচ করেই যেন মেয়েটা চোখ খুলল। আড়চোখে টুইনির দিকে চাইল সে। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সাত বছরের মেয়েটা ঘুমাচ্ছে।

‘বাচ্চাটা দেখতে খুব মিষ্টি,’ মস্তবা করল আইরিশ মেয়েটা।

‘কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।’

‘তাহলে তোমরা অনেক দূর থেকে আসছ?’

‘ভার্জিনিয়া থেকে।’

‘তাই?’ ওখানেই না স্টেটসের ভিতর যুদ্ধ চলছিল শুনলাম?’

‘হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। যুদ্ধের কিছুটা আমরাও দেখেছি।’

টুইনি চোখ ডলতে ডলতে জেগে মিথে হয়ে বসল। ‘মা, আর কতদূর?’

‘আর বেশি থাকি নেই। আমরা আর পৌঁছে গেছি।’

মোটাসোটা লোকটা আড়চোখে চেয়ে বলল, ‘চেরোকী স্টেশনে তেমন কিছু আশা করো না, ম্যাম। এই কটে ওটাই সবথেকে খারাপভাবে চালান হয়। স্টাড পেলির মত লোক এটা যে বেশিদিন চলতে দেবে তা আশাই করা যায় না।’ জানালা দিয়ে উকি দিল লোকটা। তারপর আবার বলল, ‘ওখানকার খাবার সাধারণত মুখে দেয়ার যোগ্যই হয় না। নিকি ওয়ালটন নামে যে লোকটা ওটা চালায় সে একটা নীচ, নির্ভর মানুষ। অর্ধেক সময়েই সে মাতাল থাকে। তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়ের ওখানে স্টেজ থেকে নামাই উচিত হবে না।’

চেক গেল্লি পরা লোকটা টিরেনার দিকে ঝুঁকল। ‘তোমাকে আমার চেনাচেনা লাগছে। কোথায় আমাদের পরিচয়—’

‘না।’ টিরেনার কণ্ঠ স্বরে দৃঢ়তা। ‘তুমি আমাকে চেন না। এর আগে তোমার সাথে আমার কোথাও দেখা হয়নি।’

‘কিন্তু আমি—’

হ্যাটের তলা থেকে ধূসর ট্রাউজার্স পরা লোকটার অন অধৈর্য



আর রুট শোনাও। ‘ভদ্রমহিলা যা বলেছে তা তুমি শুনেছ, মিস্টার।  
ম্যাম বলেছে তোমাদের আগে দেখা হয়নি। ব্যাস, কথা শেষ।’

রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। ‘আমি ভাবিনি—’

‘ঠিক বলেছ, মিস্টার, তুমি ভাবনি। এখন ভাবতে শুরু কর—  
ধীরে আর সাবধানে চিন্তা কর। এই দেশে কোন মহিলা যদি বলে  
সে তোমাকে চেনে না, সে তোমাকে চেনে না—এবং সম্ভবত  
তোমাকে চিনতে চায়ও না।’

কড়া জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল লোকটা। চোখ মিছ  
করে কালো হ্যাটের তলা দিয়ে একটা মাত্র চোখ দেখতে পেয়ে  
ওর মনে হল একটা পিস্তলের নলই যেন তার দিকে চেয়ে আছে।  
রাগে মুখটা আড়ষ্ট হল, কিন্তু আবিছা একটা বিপদের আশঙ্কা ওকে  
চুপ করে থাকতে বাধ্য করল।

মোট লোকটার দিকে টিরেসার চোখ পড়ল। ঘটনাটা যে সে  
উপভোগ করছে তার হালকা আভাস রয়েছে ওর চোখে। ‘নিকি  
ওয়ালটন এই রুটের সবথেকে দ্রাক স্টেশনটা চালায়, ম্যাম। ওঁরা  
প্রকৃতির কিছু লোককে সে কাজে নিচ্ছে। ওরা সারাদিন মদ  
খায় আর মারপিট করে।’

‘ভিভিশন বস মাইকেল থর্প-এর কাছে গুনলাম, নিকিকে স্যাক  
করা হচ্ছে। বদলি লোকটার অপেক্ষায় আছে ওরা।’

‘ওর বদলে কাকে নেয়া হচ্ছে তা বলেছে?’

‘হ্যাঁ, ম্যাম, বলেছে। একজন প্রাক্তন সৈনিককে কাজটা দেয়া  
হয়েছে। মেজর টি. ও. জেমস—ইউ এস ক্যাভেলরি ছেড়ে এই  
কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল।’

মেয়েটার চোখ ওর সাথে মিলল। ‘আমি মিসেস জেমস।

আমার নামও টি. ও. জেমস। কয়েক হুগ্গাহ আগে মেজর গেরিলা-  
দের দ্বারা মারা গড়েছে, এখন তার জায়গায় আমিই কাজটা  
নিচ্ছি।’

এক মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হয়ে সবাই নীরব থাকল। তারপর আইরিশ  
মেয়েটা মুখ খুলল। ‘তোমার কাছে আগেই আমি ক্ষমা চেয়ে  
নিচ্ছি; কি বলছ তা তুমি নিজেই ঠিক মত বুঝতে পারছ না। তুমি  
আর মিস্ত্রি মেয়েটা এমন একটা স্বাধীন। এটা ভাবাই যায় না।  
তুমি নিরীহ হতেই পার না, মাম।’

‘নিশ্চয়। আমি পুরোপুরি নিরীহ। এছাড়া আমার কোন  
বিকল্প পথ নেই। “ব্যাটল অব বুল রান”-এর কিছুটা আমাদের  
প্রানটেশনের ওপরই হয়েছে। আমাদের দালান-কোঠা সব পুড়িয়ে  
দিয়ে গুরু-ঘোড়াগুলো ওরা নিয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা  
ফিরে যাব, কিন্তু ততদিন আমাদের নিজেই রোজগার করে থেতে  
হবে।’

‘নিকি ওয়ালটন,’ ভারি গড়নের লোকটা সাবধান করল, ‘এক-  
জন জসহ্য রকয়ের বেয়াড়া লোক। প্রায় সবাই আমরা মেয়েদের  
সম্মান করি, কিন্তু ওয়ালটন অর্ধেক সময়েই মাতাল থাকে।’

‘আমি ওকে বরখাস্ত করার পর তার ওখানে থাকার কোন  
কারণই থাকবে না। আমি শিওর কোন ঝামেলা হবে না।’

‘শিগগিরই তোমার ভুল ভাঙবে, মাম,’ মন্তব্য করল স্বাস্থ্য-  
বান লোকটা। ‘ওই যে, সামনেই দেখা যাচ্ছে!’

টেরেসা জেমস একটু ভাল করে দেখার জন্য সুঁকল। রাস্তা  
ধরে স্টেজ ছোট একটা সবুজ আর সুন্দর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে  
ছুটছে। মধ্যমধ্যে পাছ ছড়িয়ে আছে। সামনেই দেখা যাচ্ছে

কালে ক্ষয়ে ধূসর হওয়া কয়েকটা বাড়ি ; একটা করাল, এবং আরও গাছ ।

স্টেজ কোচটা গড়িয়ে থেমে দাঁড়াতেই সশব্দে স্টেশনের একটা দরজা খুলে গেল । অগোছাল নোংরা পোশাক পরা বিশাল একজন লোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল । ‘হাওডি, স্টেসি ! নেমে এসে এক গ্রাস লুইসি খাও । যাত্রীদেরও ভিতরে আসতে বল ।’

‘আমরা নময়ের অনেক পিছনে চলছি, নিকি । বদলি ঘোড়াগুলো কোথায় ?’

অস্থির হয়ো না ! ওদের ধীরেস্থলে আনা হবে । ভিতরে এসো, টেবিলে খাবার বাড়া হয়েছে ।’

স্টেজের মাথা থেকে নামল স্টেসি । ‘নিকি ! আমাদের হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই । ঘোড়াগুলো আমার চাই, এবং এখনই ।’

ধীরেধীরে চুপে দাঁড়াল ওয়ালটন । ‘ভাল কথা । তোমার যদি এতই তাড়া থাকে তবে ওগুলো তুমি নিজেই নিয়ে এসো ।’

দু’তিনজন রুক্ষ চেহারার লোককে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে । ওদের একজনের হাতে মদের বোতল । লোকটা হেসে উঠল ।

সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে টিরেন্স জোনস কোচ থেকে নামল । ওর হাতে একটা খোলা চিঠি । ওটা সে স্টেসির কাছে তুলে দিল ।

‘মিস্টার স্টেসি, দয়া করে তুমি এটা পড় । জোরেই পড় যেন সবাই শুনতে পায় ।’

চিঠিটার দিকে দেখে, চারপাশে একবার টাইল সে । তারপর খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ।

পরিচয় পত্র :

এই চিঠিতে টি.ও. জেনসকে চেরোকী স্টেশনে পৌঁছে সেখানে-  
কার চার্জ বুঝে নেয়ার অধিকার দেয়া হল। এতে তাকে নিকি  
ওয়ালটন ছাড়াও দরকার মত আরও কর্মচারীকে বরখাস্ত  
করার অধিকারও দেয়া গেল।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.org

মাইকেল থর্প  
ডিভিশন এজেন্ট।

হতভম্ব হয়ে কেউ কোন কথা বলল না। নীরবতার ফাঁকে  
টিরেন্সা বলল, ‘মিস্টার ওয়ালটন, তোমাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত  
করা হল। তুমি এখনই স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে। তোমার নিগম  
জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেবে না।’

হ্যাঁ করে তাকিয়ে রইল ওয়ালটন, তারপর হাসল। ‘ম্যাম,  
তুমি নিজেকে নিছক বোকা বলে প্রমাণ করছ। কোন মেয়ের পক্ষে  
এই ট্রেইলে স্টেশন চালানো সম্ভব না। চেরোকী হচ্ছে সবথেকে  
কঠিন আর বুনো ট্রেইল।’

‘ওনেছি আমি।’

‘ওনেছ এখানে ইণ্ডিয়ানরা রয়েছে, আউটলও আছে?’ ম্যাম,  
তুমি এখানে ছ’দিনও টিকতে পারবে না।’ এপাশ ওপাশ মাথা  
ঝাকালো ওয়ালটন।

‘এখানে আমার যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ন, মিস্টার  
ওয়ালটন। আমি আদেশ করছি, তোমার বা কিছু আছে, সব  
নিয়ে বিদায় হও। আর হ্যাঁ,’ যারা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল  
তাদের দিকে ইঙ্গিত করল সে, ‘যাওয়ার সময়ে ওদেরও সাথে  
নিয়ে যেও!’

মুহূর্তের জন্য টিরেসা ভেবেছিল লোকটা বুঝি তাকে আঘাত করবে। এক পা সামনে এগিয়ে ডাইনে-বায়ে তাকাল নিকি। তারি লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছে। নোয়া স্টেসিও।

এবার যেন প্রথমবারের মত কালো হ্যাট পরা লোকটাকে দেখতে পেল নিকি। একা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ভাব-ভঙ্গি ওকে সাবধান হওয়ার সঙ্কেত দিল। লোকটাকে আবার দেখল নিকি। ওর দাড়ানর ভঙ্গিটাই মনে কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। কিন্তু নিকির জিদেরই জয় হল। পিছু হেঁটে সিঁড়ির ওপর দরজা আগলে বসল সে।

ঠিক আছে, ম্যাম, আমার সহকারী যারা আছে আর স্টেজে যারা এসেছে তারা এর বাইরে থাকবে। ওরা যদি নাক গলায় তবে ঝগলাগুলি হবে, এবং কেউ মারাত্মক পড়তে পারে। চিঠি ফিঠি মানি না, তোমাকে বা আর কাউকে আমার অনুমতি ছাড়া ভিতরে ঢুকতে দেয়া হবে না। এবং আমি—’

মহিলা এত ক্রত অ্যাকশনে যাবে কেউই তা আশা করেনি। এক পা বাড়িয়েই স্টেসির হাত থেকে সে চাবুকটা ছিনিয়ে নিল। সাড়ে-চার ফুট লম্বা হাতল, আর আট ফুট বেনী পাকান পাতলা চামড়ার দড়ি চাবুকের। যে মুহূর্তে মেয়েটা চাবুক হাতে নিল, বোঝা গেল সে ওটার ব্যবহারও ভালোই জানে।

ক্রত আঘাত হানল টিরেসা। নিখুঁত চাবুকের আঘাত ওয়াল-টনের ঘাড় থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিল। আবার চাবুক চালান মেয়েটা, পিস্তলের গুলির মতোই শব্দ করে ফুটল চাবুক। ওটা ওর কাঁধে আঘাত করল। এবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠে

দাঁড়ালো সে—কিন্তু ছেদের বসেই পালান না, দাঁড়িয়েই রইল।  
তৃতীয় আঘাতটা পড়ল ওর পায়ে।

একটা গাল বকে লাফিয়ে মেয়েটার দিকে এগোল নিকি। কিন্তু  
দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে আবার চাবুক চালানল টিরেসা। মার খেয়ে  
ঘুরে টলতে-টলতে দৌড় দিল ওয়ালটন। কয়েক পা এগিয়েই  
হৌচট খেয়ে পড়ে গেল। চাবুকটা পেঁচিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে মেয়েটা  
বলল, ‘মিস্টার নিকি ওয়ালটন তুমি বরখাস্ত হলে।’

কালো হ্যাট পরা লোকটা আর একটু সরে দাঁড়াল। এখন সে  
নিকি আর তার সঙ্গীদের সবাইকেই কাভার করতে পারবে।

ধীরে উঠে দাঁড়াল নিকি, বলল, ‘বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আমি  
আবার ফিরে আসব—আমি যে কখন আসব সেটা তুমি আন্দাজও  
করতে পারবে না।’

ওর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আর সবাইকে বলল টিরেসা,  
‘তোমরা যদি একটু অপেক্ষা করতে রাজি থাক, তবে তোমাদের  
জন্যে স্টেশনে কি খাবার আছে সেটা আমি দেখাতে পারি।’

নিকির সহচরদের একজন বলল, ‘আমি কাজ করতে চাই, ম্যাম,  
তুমি কি বল?’ ঘোড়াগুলোর যত্ন আমিই নিয়ে থাকি। বরখাস্ত  
হলে আমি বিপদে পড়বো।’

‘ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যেই ঘোড়া-  
গুলোকে এখানে নিয়ে আসতে হবে—না পারলে তুমিও আউট।’

কিছুক্ষণ ঠেংঠেং চোখে চোখে নানিয়ে নিয়ে আস্তাবলের  
দিকে রওনা হল সে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল—‘কিন্তু না  
মানলে তুমি কি করবে?’

‘আমি নিজেই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসব। তবে সেই সাথে

স্টাড পেলির কাছে তোমার নামেও একটা বিরূপ রিপোর্ট যাবে। এতে সেইন্ট জে। থেকে স্যাকরামেন্টো পর্যন্ত কোথাও তোমার কোন চাকরি মিলবে না।’

কিছুক্ষণ টিরেনার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তাবলের দিকে রওনা হল লোকটা।

মেয়েটা স্টেশনে ঢুকে এক মুহূর্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

টেবিলের ওপর উঁচু হয়ে জমে আছে অনেক নোংরা ডিশ আর প্লেট। অন্যপাশে কতগুলো খালি প্লেট সাজান রয়েছে। একটা ডিশে কয়েক টুকরো স্টেক (steak—আধইঞ্চি মত পুরু কাটা মাংসের বড় চাক) ওগুলো সবকটাই চব্বিতে ভুলে আছে।

আরও নোংরা ডিশ রান্নাঘরে জমা রয়েছে। কোনায় একজোড়া কাদামাথা বুট। কয়েকটা ধুলোময় কোট ঝুলছে দেয়ালে ঝাঁটা পেরেক থেকে। জানালায় ভাঙা রডের সাথে একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে।

জ্যাকেট খুলে জামার হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেল টিরেনা। প্রথমে সব জানালা খুলে ঘরে আলো ঢোকার সুযোগ করে দিল সে। তারপর ফুটানর জন্য পানি বসিয়ে ঝাঁট দিয়ে ঘর কিছুটা পরিষ্কার করল।

পানি গরম হলে স্টেজের ড্রাইভার আর অন্যান্য লোকজনের জন্য কয়টা প্লেট ধুয়ে টেবিলে সাজাল।

কালো হাট পরা লোকটা দরজায় এসে দাঁড়াল। ‘আমার জন্যে ভেব না, আমি পরে একসময়ে খেয়ে নেব।’

‘তুমি স্টেজে যাচ্ছ না?’

‘না, ম্যাম। আমার জন্য একটা লোকের এখানে ঘোড়া রেখে

যাওয়ার কথা। আমি এখান থেকে ঘোড়ার পিঠেই যাওয়ার প্লান করেছি।’ একটু থামল সে। ‘লম্বা যাত্রার জন্য বেলা অনেক বেড়ে গেছে, তাই আজকের রাতটা আমি গাছের তলায় বিছানা পেতেই কাটাতে বলে ভাবছি,’ বলে সে বেরিয়ে গেল।

‘মাস ?’ আইরিশ মেয়েটা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ‘আমার নাম নোরা ওনিল। তুমি চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এসব কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে।’

‘নিশ্চয়। আমি তাহলে খুব খুশি হব।’

কাজ করতে করতে টিরেসা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি অনেক দূর যাচ্ছ ?’

‘লারামিতে কাজ না পেলে রকস্প্রিঙস স্টেশনে যাব।’

‘তুমি কাজই যখন খুঁজছ তবে এখানে আমার হয়ে কাজ করলেই তো পারো ?’

‘আমাকে সুযোগ দিলে খুশি মনেই আমি তা করব।’

‘খুব ভাল কথা, রান্নার কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে আমার লোক দরকার হবে।’

‘আমি কাজটা নিলাম, মাস। আমাকে কাজে নেয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।’

ছজনে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করে অলক্ষণের মধ্যেই টেবিল আর বেঞ্চ মুছে জায়গামত পরিষ্কার ভিশ সাজাল। নিকি ওয়ালটন যে মাংস তৈরি করেছে সেগুলো আরও কিছুক্ষণ ভাজা দরকার ছিল—কিন্তু পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ওগুলো খেতেও নেহাত খারাপ লাগবে না।

যাত্রীদের খেতে ডাকার জন্য দরজার সামনে গিয়েই ছোলেটাকে



দেখতে পেল টিরেসা।

নিঃসঙ্গভাবে গুদাম ঘরের কাছে ছেলেটা একাই দাঁড়িয়ে আছে।  
ওকে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। পরনে নোংরা পোশাক, আর  
খালি পা। ওর গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা একজোড়া পরিণত বয়স্ক  
লোকের পালিশ করা বুট ঝুলছে। হাতে সেলাই করা চমৎকার  
বুট।

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.ORG

দুই

‘মনে হচ্ছে তোমার একজন অভিধি এসেছে,’ মন্তব্য করল কালো  
হাট পরা লোকটা। ‘ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।’

‘হ্যালো, ইয়াং ম্যান ?’ ডাকল মেয়েটা।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। ছেলেটা ওখানেই  
দাঁড়িয়ে টিরেসাকে লক্ষ্য করছে ছেলেটা কে ? নিকির সঙ্গীদের  
কারণে ছেলে, নাকি নিকিরই ?

ছোট ছেলেদের সম্পর্কে অল্পই জানে টিরেসা। ‘কি হলো ?’  
প্রশ্ন করল সে। ‘আমাকে ভয় পাচ্ছ ?’

ছেলেটা এবার এগিয়ে এলো। ‘আমি কাউকে ভয় করি না।

‘তোমাকে ভয় পাব কেন?’

‘ওর মাথার কোন হ্যাট নেই—জামা-কাপড় মে এত পুরনো আর  
ক্ষয়ে গেছে, তা দূর থেকে বোকা যায়নি।’

কালো হ্যাট পরা লোকটা বলল, ‘ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই  
বলছ? তাহলে তোমার আরও কয়েক মিনিট আগে এখানে আসা  
উচিত ছিল।’

‘যা ঘটেছে আমি তা দেখেছি। তোমরা না থাকলে নিকি  
ওয়ালটন ওকে ঠিকই মেরে ফেলত।’

‘ওয়ালটনকে চেনো তুমি?’

‘ওর কথা আমি জানি, খুব নীচ প্রকৃতির লোক।’

টিরেন্স ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ‘আমি টিরেন্স জেমস।  
তুমি কি কাছেই কোথাও থাক?’

‘না।’

‘আমার নাম তোমাকে আমি জানিয়েছি।’

‘আমি ওয়াট,’ বলল সে। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল,  
‘ওয়াট সার্জিস।’

‘আমরা যাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তুমিও যোগ দিলে  
আমি খুশি হব।’

‘আমার আপত্তি নেই।’ নিজের হাত ছোটোর দিকে তাকাল সে।  
‘তবে তার আগে আমাকে হাত-মুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হতে হবে।’

মেয়েটা স্টেজ স্টেশনের দরজার পাশে দেয়ালে বসান ভাকটার  
দিকে ইঙ্গিত করল। ‘দরজার পাশেই টিনের বেসিন, এক বালতি  
পানি আর সাবান রয়েছে। একটা রোলার তোয়ালেও আছে। কাজ  
সেয়ে ভিতরে এসো।’

এবার কালো হাট পরা লোকটার দিকে ফিরল টিরেসা।  
তোমারও কিছু খেয়ে নেয়া দরকার।’

আড়চোখে একবার টিরেসার দিকে চেয়েই সে চোখ সরিয়ে  
নিল। ‘পরে, আমি কতকণ এখানেই বসব বলে ভাবছি।’

মেয়েটা ভিতরে ঢুকল ; প্রায় পিছন-পিছনই ঢুকল ওয়াট।  
স্টেজ-ডাইভার এগিয়ে এসে ওদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল।  
ছেলেটাকে এই প্রথম দেখল সে। ‘হাওডি, সান।’

উদ্ধতভাবে ওয়াট জবাব দিল, ‘আমি তোমার ছেলে নই।’

নোয়া স্টেসি ঠাঁটু গোড়ে বসে পড়ল। ওর মুখটা গম্ভীর। সে  
হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে ওর চেহারাটা ভাল করে দেখল।  
‘আসলেই তুমি আমার ছেলে না। নিশ্চয় না। কিন্তু তুমি কারও  
ছেলে তো বটে?’

ছেলেটা সোজা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ‘মিস্টার, তুমি এক-  
টা—’ আড়চোখে চেয়ে দেখল টিরেসা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।  
‘আমার বিশ্বাস হয় না তোমার কোন ছেলে আছে।’

‘ওকে দেখলে তুমি ঠিকই চিনতে পারবে,’ জবাব দিল স্টেসি। ‘সে  
গ্রিনলি ভালুকের গিঠে চেপেই আসলে। মেক্সিকান স্পার্স পরে,  
আর হাটও থাকে ওর মাথায়।’ বেরিয়ে স্টেজের কাছে গিয়ে স্টেসি  
ঘোড়াগুলোকে ঠিকমত জোড়া হয়েছে কিনা চেক করল।

সোটা লোকটা স্টেজ-স্টেশনের টেবিল ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে  
দিল। ‘আমার নাম জিম বোপান, ম্যাম। চাবুক হাতে এমন সুন্দর  
দৃশ্য আমি আর দেখিনি।’

একটু লাল হল টিরেসার গাল। ‘আমি—’

‘তুমি ঠিকই করেছ। তবে তোমার এখন খুব সতর্ক থাকতে

হবে। আমি এই পথে প্রায়ই বাওয়া-আসা করি; ওয়ালটন খুব খারাপ প্রকৃতির লোক। ঘটনা এখানেই শেষ হবে বলে আমার মনে হয় না।’

খাওয়া সেরে যাত্রীরা স্টেজে ফিরে গেল। স্টেলি অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে চাবুক ঝঠাল। ‘সকালেই আর একটা স্টেজ আসবে,’ বলে সে চাবুক ফুটিয়ে রওনা হয়ে গেল। এক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে স্টেজ-কোচ চলার ধুলো ওড়া দেখল টিরেসা। তাহলে এই জীবনই সে বেছে নিল? এখন যা ঘটবে, সব তার কারণেই।

কালো হাট পরা মানুষটা উঠে দাঁড়াল। ‘তোমার অনুমতি পেলে আমি এখন যেতে পারি,’ বলল সে।

‘নিশ্চয়, এতে অনুমতি নেয়ার কি আছে?’

দরজা বন্ধ করে আবার ওয়াট সগার্সের জন্যে খুলতে হল।

‘মিস্টার সগার্স, তোমার কি খিদে মিটেছে?’

টকটক করে কিছুক্ষণ টিরেসার দিকে চেয়ে থেকে ছেলেটা বলল, ‘ম্যাম, আমরা বন্ধু, আমাদের মিস্টার বলার দরকার নেই—আমাকে ওয়াট বলেই ডেকে।’

‘ধন্যবাদ, ওয়াট। আমি এখন থেকে তাই ডাকব।’

কাঁধের ওপর দিয়ে আড়চোখে কালো হাট পরা লোকটার দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘ও কি তোমার বন্ধু?’

‘স্টেজে সামান্য একটু পরিচয় পেয়েছি। ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।’

‘ম্যাম, তোমার কপাল ভাল! তুমি জান ও কে? টেড বুন!’

‘ওর কথা আগে শুনিনি আমি।’

ছেলেটা অবাক হল। ‘মাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ ? টেড বনের নামও তুমি শোনোনি ? তুমি যে কোন লোককে জিজ্ঞেস কর — ডেনভার, জুলসবার্গ থেকে লারামি পর্যন্ত সবাই ওকে চেনে। আমার জন্য স্বাউটিঙ করেছে। সোনা আনা নেয়ার কাজও করেছে। কিছুদিন ইণ্ডিয়ানদের সাথেও বাস করেছে। আমার ধারণা সে ডজন খানেক পাখি লোককে গুলি করে হত্যাও করেছে।’

‘পশ্চিম সম্পর্কে শেখার আমার এখনও অনেক বাকি। তবে শিগগিরই শিখে নেব। তুমি আমাকে সাহায্য করবে ?’

‘তোমার চাবুক চালান দেখেই বুঝেছি শিখতে তোমার দেরি হবে না। যে নিকিকে ওভাবে চাবুক পিটিয়ে শায়েস্তা করতে পারে, তার শিখতে বেশি সময় লাগতে পারে না। তুমি আসার আগে ওর সামনে দাঁড়াতেই কেউ সাহস পায়নি।’

‘ওয়াট, বেলা পড়ে আসছে। আত্মীয়-স্বজন তোমার জন্যে চিন্তা করবে না।’

অনেকক্ষণ নীরবতার পর জবাব এল। ‘আমার কেউ নেই। আমার জন্যে কেউ চিন্তা করবে না। আমার কাউকে দরকারও নেই।’

‘সবারই কাউকে না কাউকে দরকার। ওয়াট, আমার টুইনি রয়েছে—তবু তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে পেতে চাই।’

‘কাউকে আমার দরকার নেই।’

‘সেটা আমি জানি, কিন্তু টুইনি আর আমি তোমাকে চাই। আমরা বড় একা। তোমার মত শক্ত নই। যাওয়ার জায়গা না থাকলে আমাদের সাথে এখানেই থেকে যাও না কেন ? অন্তত দু’তিন তুমি অন্য জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নেও ততদিন স্টারাত

থাকো ?’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কিছু টাকা উপার্জন করা দরকার। অন্তত একটা ঘোড়া আর জিন কেনার মত টাকা আমার চাই। ঘোড়া না থাকলে পুরুষের কোন দায় নেই।’

ছায়াগুলো লম্বা হচ্ছে। সূর্য প্রায় ডুবতে চলেছে। মৃদু বাতাস পাতাগুলোকে হালকাভাবে নাড়া দিচ্ছে। চারপাশে চেয়ে মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল টিরেসা। পূর্বে ভার্জিনিয়ার বাড়িটার কথা তার খুব মনে পড়ছে। বিশাল মাদা দালান আর পিলারগুলোর কথা ওর মনে একেবারে গেঁথে রয়েছে। ঘোড়ার বাড়িগুলো সদর দরজার সামনে এসে থামত। তার বাবা নিজে নিম্নস্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানাত। কিন্তু এখন আর সেসব কিছু নেই, সবই কেবল স্মৃতি।

ভিতর থেকে প্লেট ধোয়ার আওয়াজ আগছে। একটা লঠন স্থলানয় ঘরটা আলোকিত হল।

রাতের বাতাসটা ঠাণ্ডা। উপত্যকার দিকে চেয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল টিরেসা। ওদাম ঘরে রাপা খড়ের গন্ধ ওর নাকে আসছে। ঘোড়ার নড়াচড়ার আওয়াজও সে পাচ্ছে।...এটাই কি এখন তার জগত? বাকি সবই কি হারিয়ে গেছে? নাকি সে একদিন সত্যিই ভার্জিনিয়ার ফিরতে পারবে?

The Online Library of Bangla Books  
BANGLA BOOK .org

হঠাৎ বলল টিরেসা, ‘ওই লোকটা বলেছিল সে ফিরে আসবে। সত্যিই কি ফিরবে?’

‘হ্যাঁ, মাম। সে ঠিক ভাই করবে। নিকিকে আসতেই হবে... নইলে দেশ ছাড়তে হবে। সে যাবে না—ওর কিছু লোকজনও আছে।’

‘তুমি কি বোঝাতে চাইছ, ওয়াট?’

‘ওহ, কিছুই না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এখানে সে এতদিন ছিল—  
‘তাই আমার মনে হয় না সহজে সে দেশ ছাড়বে।’

কিন্তু আসলে সে ভিন্ন চিন্তা করছে। এমন সুন্দরী মেয়েকে  
চেখে না দেখে সে কিহুতেই যাবে না।

‘ওয়াট, তুমি ভিতরে গিয়ে ওই মেয়েদের একটু সাহায্য করলেও  
তাঁরা পার?’

‘না, ম্যাম।’

‘না? কিন্তু কেন ওয়াট? আমি ভেবেছিলাম—’

‘না, ম্যাম। আমি কাজ ঠিকই করব—কাঠ আনব, পানি আনব,  
ঘোড়ারও দেখাশোনা করব, কিন্তু মেয়েলী কাজ আমি করব না।  
কিছু যে করিনি তা নয়। নিজেটা আমাকেই ধুতে হয়েছে। রান্নাও  
নিজেই করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা আলাদা কথা।’

‘তুমি তাহলে পুরুষের পক্ষ নিচ্ছ?’

‘হ্যাঁ, ম্যাম। ওরা বলে পুরুষ নিজেরটা নিজেই সামলায়।  
অন্তত তারা যতদিন বিয়ে না করে সেই পর্যন্ত।’

‘বুঝলাম, আমার এখনও অনেক কিছু শেখা বাকি আছে,  
ওয়াট।’

‘কিন্তু কাজ আমি ঠিকই করব, ম্যাম। এত বড় ভায়গায় আমি  
আগে কখনও কাজ করিনি এটা ঠিক—কিন্তু ঘোড়া আমি সামলানতে  
পারব। পুরুষের কাজ সবই আমি করব।’

টেড বুন এখনও কফিতে চুমুক দিচ্ছে। দিগ্বরে ঢুকে দেখল  
টিরেনা। সে টিরেনার দিক থেকে ছেলোটান দিকে চোখ ফেরাল।  
‘মনে হচ্ছে তোমার জন্যে একটা সমর্থ পুরুষই তুমি পেয়েছ।’

হাসল মেয়েটা। ‘হ্যাঁ, তাই। ও এখানে থেকে আনাকে সাহায্য

কপালে !’

আপাতত টিরেসার প্রধান চিন্তা হচ্ছে টুইনি, আর কে কোন্ নির্ধারিত জায়গায় কিভাবে ঘুমাবে । যতই ভাবছে ততই ওর চিন্তা বাড়ছে । এর মানে নোরাকে স্টেশনে একা থাকতে হবে । সবাই একসাথে থাকলেই ভাল হত । স্বামীর রাইফেলটা লোড করাই রয়েছে । ভেলেবেলায় নদীর ধারে অনেক হাঁস সে শিকার করেছে । এতে ওর হাত খারাপ নয় । জায়গামত গুলি সে বেঁধাতে পারে ।’

‘তোমার জন্যেও একটা গান থাকলে আমি খুশি হতাম, নোরা ।’

‘তা ঠিক । কিন্তু পশ্চিমে কোন বাড়িই অস্ত্র ছাড়া থাকে না । ওদিকে একটা বড় মাংস কাটার ছুরি রয়েছে—আগুন জ্বালানর জন্যে লাকড়িও আছে । কিছু গুঁড়ো গোলমরিচও আছে । আর কিছু পানি গরম করে রাখলে, তাতে অনেক পুরুষই মত পান্টাতে বাধ্য হবে । আমাদের যা আছে তাই দিয়েই আমাদের চলতে হবে, মাম ।’

কোমরে হাত রেখে চারপাশটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখান টিরেসা । ‘তুমি কিছু কাপড় শুকানর দড়ি হাঁটু সমান উঁচু করে দর-জায় বেঁধে রাখতে পার । কেউ যদি ঢুকতে চেষ্টা করে তবে হোঁচট খেয়ে পড়বে । তখন ছলন্ত কাঠ বা আগুন খোঁচানর লোহার শিক দিয়ে ওদের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে ।’

‘এতে কেউ মারা পড়তে পারে !’

‘তা ঠিক, কিন্তু কেউ যদি রাতের বেলা তোমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্য ভাল নয় ।’

‘ঠিকই বলেছ । গুড লাকের জন্য কিছু পানি আমরা গরম রাখব । শত্রুর মোকাবিলা ঠিকই করা যাবে । আমি দেখেছি ফুটন্ত



পানি চট করে পুরুষের মত পান্টিতে সাহায্য করে।

টেড বুন মীরনে বলে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। এতক্ষণে সে খুব খুলল। ‘মনে হচ্ছে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন নেই।’

‘আমরা জানতাম না তুমি সাহায্য করতে ইচ্ছুক।’

‘আমার সেরকমই ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু এখন ভাবছি হয়ত কাছাকাছি থেকে তোমাশা দেখাটাই বেশি আনন্দের হবে। তবে মুশকিল হচ্ছে তুমি হয়ত ভুল বাছুরের গলায় দড়ি পরিয়েছ।’

‘তার মানে?’

‘হর নিকি ওয়ালটন তোমাদের কোন পাতাই দিল না। বাবসা থেকে তোমাদের সরাতে কাছে আসার কোন দরকারই নেই ওর। এই স্টেজ-স্টেশন দেখাশোনার দায়িত্ব তোমার। সুতরাং তোমার ঘোড়াগুলোকে সে যদি ভাড়িয়ে নিয়ে যায়, তাহলে কি করবে? কিংবা খড়ে আগুন ধরিয়ে দিলে?’

‘ওয়ালটন বোকা নয়। কোন মেয়েকে বিরক্ত করলে যে তাকে কাসিতে ঝুলতে হবে, এটা সে ভাল করেই জানে। অবশ্য তাও সে করতে পারে, তবে আশপাশে যখন কেউ থাকবে না, কোন সাক্ষী থাকবে না, তখনই সে আসবে। এবং এমনভাবে কাজ সারবে যে মনে হবে এটা ইন্ডিগনদের ব্যাপার।’

টেড বুনের কথার মুক্তি আছে। টিননার ধারণা ছিল নিকি খুব শিগগির নিজেই তার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। কিন্তু সে যদি আক্রমণের ভয়ে ঘাস বসে থাকে, তবে বাইরে সে যা খুশি করতে পারবে।

‘ঘনাদা, মিস্টার বুন, তোমার কথাই ঠিক। আমাদের এখানে অস্ত্রের কমান্ড আছে, কিন্তু—’

‘মাথ ! আমার কাছে একটা পিস্তল আছে । আকারে বড় না হলেও ওটা সাথে থাকলে মানুষ কিছুটা সস্তি পেতে পারে,’ বলল নোরা ।

‘তুমি আমার ওপর করাল আর গুদামের ভার ছেড়ে দিতে পার । কিছুদিন আমি এখানেই থাকব—আর আমার একটা ঘোড়াও রয়েছে এখানে কোথাও ।’

‘আমি তোমাকে আমার জন্য এতটা করতে বলতে পারি না, মিস্টার বুন । তুমি মারা পড়তে পার ।’

‘মিসিসিপি়র পশ্চিমে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না, ম্যাম । ঘাঁড়ের গুঁতোয় আমি মানুষ মরতে দেখেছি—স্ট্যামপিডে মরতে দেখেছি—বাকস্বিন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পাদানির সাথে একটা পা আটকে ছেঁচড়ে যেতে দেখেছি । স্ক্রিক থেকেও একটা মানুষ পড়ে যেতে পারে । কিংবা তার মাথায় পাথর বা গাছ পড়তে পারে । অথবা মাইনের টানেলে ধস নেমে মানুষকে আটকে ফেলতে পারে । এখানে একশোরও বেশি উপায়ে মানুষ মারা যেতে পারে—পিস্তল, আউটল আর ইন্ডিয়ানদের কণা বাদই দিলাম ।

‘কিন্তু এটা তো আমার সমস্যা ।’

‘আমারও । আমি ওখানে গাছের তলায় ঘুমাব—রাতের বেলায় চুপিসারে কেউ নড়েচড়ে বেড়ালে, সেটা আমার ভাল ঠেকে না ।’

‘তোমার শত্রু বাড়বে ।’

‘এখানে ওখানে কিছু শত্রু আমার আগে থেকেই আছে । শত্রু থাকা মানুষের জন্যে ভাল । এতে মানুষ সতর্ক হতে শেখে ।’

বুন বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে ছড়কো লাগিয়ে দিল টিরেসা । টেবিলে গিয়ে বসল সে । নোরা ওকে কিছু খাবার এনে দিল, সাথে

কফি। ‘কিছু খেয়ে নাও, মাম। আজকের রাতটা মনে হচ্ছে বেশ লম্বা হবে।’

‘হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। টুইনি কোথায়?’

‘মেয়েটা ক্লান্ত ছিল, স্টেজে তুমি যসব জিনিষ এনেছ তাই দিয়েই ওকে বিছানা করে দিয়েছি। এখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।’

‘লোকটা কে নোরা?’

- ‘টেড বুন? মাম, তুমি ওর কথা আর ভেব না। দেখবে ঠিকই সে একদিন নিজের পথ ধরবে। ওর আর দেখা পাবে না তুমি।’

‘লোকটা আশ্চর্য।’

‘তা ঠিক।’

টিরসা অত্যন্ত ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত হলেও খেতে তার কষ্ট হচ্ছে। বাতির সলতেটা নানিয়ে কেবল মাত্র অল্প শিখা জ্বলে রেখে সে টুইনির কামরায় গেল। তারও এখানেই ঘুমাতে হবে। টুইনির পাশেই শুয়ে পড়লো সে।

আগামীকাল অনেক কাজ করতে হবে। প্রথমেই নিকি যেসব আবর্জনা রেখে গেছে সেগুলো পরিষ্কার করা লাগবে। তারপর স্টেশন-স্টেজ ভালমত চালানর জন্যে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। যাত্রীদের ভাল মত খাওয়ানর ব্যবস্থাও করা দরকার। ওর ইচ্ছা চেরোকী ট্রেইলে আর যেসব স্টেজ-স্টেশন আছে সেগুলোও দেখে সে ঘোড়ার চেষ্টা করবে ওরা কিভাবে স্টেশন চালায়।

বাইরে অন্ধকারে ওদাম বরের ছায়ায় মিশে আছে বুন। একমাত্র শব্দ ঘোড়াগুলোর কাছ থেকেই আসছে। কিন্তু ঘোড়ার আর অন্য শব্দ সঠিকভাবে চেনার ক্ষমতা টেড বুনের আছে। করালের

পারে, সেখানে ছায়া সবথেকে কালো, সেখানেই ও বসেছে। রাইফেলটা কোলের ওপর।

কিন্তু কেবল নীরবতা। হাঁকা মুছ বাতাস বইছে। এত মুছ যে কেউ হেঁটে এগোলে সেই শব্দটা আলাদা করে চেনা যাবে।

বাড়ির ভিতর কেবল ফায়ার প্লেস থেকে প্রায় নিভে যাওয়া আগুনের একটু ফিকে লালচে আলো দেখা যাচ্ছে। সলতে নামিয়ে রাখা মুছ আলোও কিছুটা চোখে পড়ছে।

হঠাৎ টিরেন্সার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চোখ খুলে সে চূপচাপ শুয়ে রইল। প্রথমে ছেলোর ওপর কেতলির কিসকিসানি ছাড়া আর কোন শব্দ ওর কানে এল না। নামিয়ে রাখা মুছ আলোয়-সে দেখতে পেল, কেউ তার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু দরজাটা খুলল না, বন্ধই রইল।

কম্বল সরিয়ে টিরেন্সা জেমস পা ঝুলিয়ে মেঝেতে নামল। পা দিয়ে অমুভব করে সে তার সাঙেল খুঁজে পেল। গরম জামাটাও পরে নিল। দেখল, দরজার ল্যাচটা ঘুরছে, কেউ দরজা খোলার জন্যে ঠেলাও দিল—কিন্তু ছড়কে লাগান থাকায় দরজা খুলল না।

নোরা কি যেন বলেছিল? ব্যবহার করতে পারলে অনেক কিছুই অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করা যায়। কেতলির অর্ধেক পানি যদি বাষ্প হয়েও উড়ে গিয়ে থাকে, তবু ওখানে অর্ধেক গরম পানি থাকবে।

কেউ ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ওটা কি নিকি ওয়ালটন, না আর কেউ? টেড ব্লু? ওর ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানে না টিরেন্সা। সে কেন থেকে গেল? সে কি শুধু সাহায্য করতেই চেয়েছিল, নাকি—

কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করছে মেয়েটা। নিজের মনেই হানল টিরেসা। এত অবিশ্বাস কেন তার মধ্যে? লোকটা কি সত্যিই সাহায্য করতে চায়, নাকি অন্য মতলব আছে? কেন সে থেকে গেল?

হয়ত খামোকাই সে ভয় পাচ্ছে, এমনও হতে পারে বুন এক কাপ কফি চায়।

বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, আর বেচারী ঠাণ্ডার মধ্যে গুথানে পাহারায় রয়েছে। কেউ যদি স্টেজ-স্টেশনে আসে তা সে নিশ্চয় জানবে। জানালার দিকে চাইল সে—শটার বন্ধ। কেতলিতে আরও কিছু পানি ঢালল। তারপর কেতলির ঢাকনা খুলল।

রাইফেলের কথাও ওর মনে পড়েছে, কিন্তু ওটার নল অনেক বড়। সামলান কঠিন। এই মুহূর্তে ওর একটা পিস্তলের দরকার ছিল। যেটা ওর হাত থেকে কারও কেড়ে নেয়া সহজ হবে না। আর সে দ্রুত গুলি চালাতে পারলে রক্ষা পাবে। ওটা দিয়ে সহজেই লক্ষ্যের দিকে গুলি বেরোবে।

তার স্বামী বলেছিল, কিছু লোক আছে যারা কোমরের নেভেল থেকেই রাইফেল ছুঁড়তে পারে। কিন্তু সে কি তা পারবে? এবং ঠিক জায়গা মত লাগাতে পারবে? অবশ্য এত কাছে থেকে—

টেবিলে বসে কফির কাপে চুমুক দিল টিরেসা। টের পেল সে যা যাচ্ছে সেটা ঠাণ্ডা কফি। কাপটাও ঠাণ্ডা। আশ্চর্য! কফির কাপে গরম পানি মেশাতে ভুলে গেছে সে।

আবার ঘুমাতে গেলে কেমন হয়? হয়ত ওটা বুনই ছিল। যাক, কিছুই যখন ঘটল না হয়ত এটা ওর মনের ভুল। কিন্তু তা কি করে হয়? সে নিজের চোখে হাতলটা ঘুরতে দেখেছে।

টিরেসা ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত । ওই ছড়কো মতকণ আছে, কেউ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারবে না । সুতরাং ঘুমাত্তে গেলেও কোন ক্ষতি নেই ।

বেডরুমে গিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল । যেখানে শুয়েছে সেখান থেকে দরজাটা দেখা যায় । চোখ বুজল টিরেসা ।

বাইরে অন্ধকারে একটু বাতাস বইল—শক্ত উঠানে শুকনো পাতা গড়াচ্ছে ।

বুন চোখ খুলল । ঘুমায়নি সে—কেবল চোখ বুজে পড়েছিল । কিন্তু স্নায়ুগুলো সব সতর্কই ছিল । কোন শব্দ শোনেনি সে, তবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে । এইসব অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে ও । হয়ত ওর অবচেতন মন কোন সঙ্কেত পেয়েছে, যা সচেতন মনে ধরা পড়েনি । নিকি ওয়ালটন একটা জঘন্য ধরনের অমানুষ । এভাবে যাত্রা খেয়ে অপদস্থ হয়ে হজম করার লোক সে নয় । সতর্কভাবে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল টেড বুন—কোন শব্দ হল না ।

বাড়িটার দিকে তাকাল সে । এখন এক কাশি কফি পেলে ওর ভাল লাগত । কিন্তু এতরাতে ওখানে গেলে মেয়েরা হয়ত ভয় পাবে । তার ওই আইরিশ মেয়েটার কাছে একটা পিস্তল রয়েছে—ভয় পেলে সে কি করবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই । কোমরে নিস্তুলের বেষ্টটা একটু নড়াচড়া করে পছন্দমত বসাল সে । কোটটাও একটু টেনে ভাল করে জড়িয়ে নিল । শীত পড়েছে—দারুণ ঠাণ্ডা । এর মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে গেল কেন ? এতে তার কি লাভ ? একটা মেয়ে যদি এভাবে এখানে এসে এমন একটা কাজ নিতে চায়, তাতে তার কি ? এতে কতটা ঝুঁকি আছে, নিশ্চয়

তা জেনেই সে এসেছে।

তবে, মহিলা খুব সুন্দরী—এক কথায় অপূর্ব। ওর সব কিছু কাছেই আভিজাত্যের একটা ছাপ রয়েছে।

একটা ঘোড়া নাক ঝাড়ার শব্দ করল। বিপদ সংকেত। রাই-ফেলটাকে ভাল করে আঁকড়ে ধরে চারপাশে সতর্কভাবে তাকাল বুন। প্রত্যেকটা ছায়াই সে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখছে।

কোন শব্দই ওর কানে এল না...কিন্তু না—

খুব হালকা কাঁপড়ের ঘষা খাওয়ার শব্দ ওর কানে এলো।  
করালে ?...হয়ত।

মনেমনে নিজেকেই সে গাল দিল। ক্ষত নড়াচড়া করার কোন সুযোগ তার নেই। ওসব করতে গেলেই শব্দ হবে। ওটা যদি নিকি ওয়ালটন হয় তবে সে একা আসেনি।

হঠাৎ খুব কাছে থেকে ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজে সে চমকে উঠল। ‘মেয়েটা নিশ্চয়ই দরজায় ছড়কা লাগিয়ে রেখেছে।’

‘আমার মতে ঘোড়াগুলো নিয়ে সরে পড়াই ভাল। ওগুলো বেশ ভাল ঘোড়া।’

‘রাখো তোমার ঘোড়া! তাহলে এই চাবুকটা আমি কেন এনেছি? আগরী ভিতরেই ঢুকব। ছড়কো এঁটে ও আমাদের ঠেকাতে পারবে না। আমি বাইরে থেকেও ওটা খোলার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওখানে এতদিন কি আমি খানেকাঠি কাটিয়েছি? বন যখন মাতাল হয়ে ওখানে পড়েছিল, তখন আমি ভিতরে ঢুকিনি?’

‘এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না—বুনকে কে সামলাবে?’

‘আরে সে অনেক আগেই চলে গেছে। এখানে কেন থাকতে যাবে সে?’

‘হয়ত মেয়েটাকে পছন্দ করে লোকটা। ওকে সাহায্য করার জন্যেই দূরে একা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই না?’

ওরা সরে গেল। টেড বুনের গুলি করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু বাড়িটাও একই লাইনে রয়েছে। আর কয়েক ইঞ্চি পাইন কাঠ ছেদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ওর গুলি। এতে মেয়েরা কেউ আহত হতে পারে। কেবল গুলি ছুঁড়লেই হয় না, মানুষকে আরও অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। মিস করলে বুলেট এক মাইল পর্যন্ত যেতে পারে।

যদি সে করাল থেকে ঘুরে ওদের পাশাপাশি আসতে পারে – করালের দ্বিতীয় ধারে পা রেখে টেড লাফিয়ে ওপাশে নরম মাটির উপর পড়ল। বুটের থেকে সামান্য শব্দ হল।

নুড়ির ওপর বুনের বুটের শব্দ হচ্ছে – ছুটছে সে। একজন প্রশ্ন করল, ‘ওটা কিসের আওয়াজ?’

অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে নিকি। ‘যোড়া – মাটিতে পা ঠুকেছে।’

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বুন - ওরা এতক্ষণে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। নিকি বলেছিল বাইরে থেকেও সে হুড়কা খুলতে পারবে – কিন্তু কিভাবে?

হয়ত দরজায় কিছুটা ফাঁক রয়েছে, বেধান দিয়ে সরু কাঠি বা ছুরি দিয়ে ওটা খোলা সম্ভব। ওটা খুলে মাটিতে পড়লে শব্দ হবে বটে, কিন্তু ভিতরের কেউ সাবধান হওয়ার আগেই ওরা ঢুকে পড়বে।

একটু ইতস্তত করল বুন। ওর কি করাল পেরিয়ে আরও এগোন ঠিক হবে? নাকি করালের সামান্য আড়াল থেকেই গুলি করবে? কিন্তু বারের উন্টোপাশে গেলে ওর সুবিধামত নড়াচড়ার ক্ষমতা



অনেক বাড়বে। তবে একজন পায়ের শব্দ পেয়েছে। এখন ওরা আরও সতর্ক থাকবে সন্দেহ নেই।

ঘরের ভিতরে, টিরেসা জেমস আধো ঘুমের মধ্যেও নড়ে উঠল। হাউস-কোটটা তার গায়ে পরাই ছিল। ওটা পায়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়াতেই অস্বস্তিতে সে জেগে উঠল। দরজায় আঁচড়ের শব্দ ওর কানে আসছে।

মুহূর্তে উঠে বসে হাউস-কোটটা ভালোভাবে জড়িয়ে নিল সে। শব্দটা দরজা থেকেই আসছে।

চট করে উঠে দাঁড়াল সে। হাউস-কোটটা আরও একটু শক্ত করে এঁটে নিয়ে খাবার কামরায় ঢুকল সে।

ভয় সে ঠিকই পেয়েছে। কি করবে ও? কি করবে?

ইঠাৎ দরজার বার অবিস্থান্যভাবে একটু উঁচু হয়ে আপনা-আপনি সশব্দে মাটিতে পড়ল। হাতলটা ঘুরছে। ছটো লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। ক্ষত ঘুরে ফুটন্ত কফির পটটা তুলে আড়াআড়িভাবে ওদের মুখের দিকে ঘুরাল টিরেসা।

চিৎকার করে একটা লোক ত্বহাতে চোখ খামচাচ্ছে – ফুটন্ত গরম পানি ওর চোখের ওপর গিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন চোখ তটোকে সে উপড়েই ফেলবে। দ্বিতীয় লোকটা ঘুরে ভাড়াভাড়ি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চোকাঠে পা বেধে হাত-পা ছড়িয়ে বাইরে পড়ল। নিকি ওয়ালটন ওর ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। খালি কফি পটটা ফেলে লম্বা কাঠের হাতলওয়ালা ঝাড়ুটা তুলে নিল টিরেসা – কিন্তু আঘাত করার জন্যে ওটা ঘুরাল না। ওটা হাতে নিয়েই ওর মনে পড়ল মেজর অনেকদিন আগে তাকে কি বলেছিল। নিকি ওকে পরতে আসার জন্যে লাক দিতেই সে ঝাড়ুর লম্বা লাঠি

দিয়ে জোরে খোঁচা মারল। খোঁচাটা ওর পেঁটে লাগল—থেকে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেয়ার জন্যে হাঁপাচ্ছে লোকটা। এবার মাথা লক্ষ্য করে বাড়ি মারল টিরেসা। লাঠিটা ধরে ফেলার চেষ্টা করেছিল নিকি, কিন্তু দম না থাকায় সক্ষম হল না। আঘাতে ওর চোখের নিচে গালের চামড়া ফেটে গেল।

বাইরে থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, তারপর আরেকটা। টলতে টলতে দরজার দিকে রওনা হল ওয়ালটন। আবার ওকে আঘাত করল টিরেসা। নোরা স্টেশনের দরজা খুলে পিস্তল হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টিরেসা জেমস দাঁড়িয়ে ওদের পালান দেখছে। ভয়ে ওর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে।

‘ওরা চলে গেছে, মাম,’ বলল নোরা। ‘তুমি একাই ওদের শায়েস্তা করে দিয়েছ।’

বাইরে থেকে দৌড়ানর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—তারপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অন্ধকারে দূরে মিলিয়ে গেল। টেড বুন রাইফেল হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এল। খালি কফি পট্টা হাতে তুলে সে বলল, ‘আমার কপালই খারাপ। এখনই আমার এক কাপ গরম কফি খেতে মন চাইছিল।’

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## তিন

সকালে পূর্ব আকাশে ধূসর আলো কোটার সাথেসাথেই টিরেসার ঘুম ভাঙল। ছাদের দিকে চেয়ে সে থির হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল। ভাবছে, তাকে এই নতুন কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

সে চার্জ নিয়েছে যটে, কিন্তু এই লাইনে উচ্চপদস্থ বস্ মাইকেল থর্পের কাছে খবরটা শিগগিরই পৌঁছে যাবে যে সে ক্যাভেলারি মেজর নয়—বরং একটা মেয়ে—তার স্ত্রী। ওর কাছে খবর পৌঁছলে, সে এটা কিভাবে নেবে তা টিরেসা জানে না। কোন তরুণী যে এই এলাকার স্টেজ স্টেশন চালাতে পারবে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। এটাই হবে তার প্রথম চিন্তা। কিন্তু সে চার্জ নিয়েছে—এবং নিকি ওয়ালটনকে বরখাস্ত করেছে। কোন পুরুষও এটা এত সূচুভাবে করতে পারত না।

শীঘ্রই লোকটা আসবে, এবং সে যেন একটা উন্নত মানের স্টেজ স্টেশন দেখতে পায় এটা টিরেসার চাকরি রাখার জন্য একান্ত জরুরী। না, শুধু ভাল হলেই চলবে না, সবথেকে ভাল হতে হবে। পত্রিকার পরিচয় রাখতে হবে। আর, স্টেজ এলে যাত্রীদের জন্য

সুস্বাদু ভাল খাবার তৈরি থাকতে হবে।

ক্রম ঘোড়া বদলানির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। নিকি গুদামে যেসব আবির্জনা রেখে গেছে তাও পরিষ্কার করে ফেলা দরকার।

কিন্তু কতটা সময় পাবে সে? একদিন? দু'দিন? হয়ত এক সপ্তাহ সময়ও সে পেতে পারে। আরও অনেক স্টেজ স্টেশন রয়েছে, তাছাড়া ব্যস্ত মানুষ থর্প।

স্টেশনটার দিকেই প্রথম নজর দিতে হবে, কারণ এখানেই যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করবে। চিঠিপত্র আর পাঠানো মালামালও ঠিক মত সামলাতে হবে। ওটাই থর্প প্রথমে চেক করবে। সবথেকে বড় কথা, যাত্রীদের পেটে ভাল গরম খাবার পড়লে ওরা প্রশংসা করবেই।

ওরা দু'জনে মিলে ঘর পরিষ্কার করার কাজে যেটুকু করতে পেরেছে, তা মোটেও যথেষ্ট নয়। সামনে অনেক কাজ রয়েছে।

এরপর হাতে কি কি রসদ আছে সেটাও জরিপ করে দেখা দরকার। কি কি লাগবে সেটাও দেখতে হবে। আস্তাবলটাও চেক করতে হবে, ওখানেও হয়ত অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে বাবার কথাই টিরেসার বেশি করে মনে পড়ছে।

বিছানায় উঠে বসে পা নামিয়ে স্যাণ্ডেল কোথায় আছে তা অনুভব করার চেষ্টা করল সে। সেই সাথে মনেমনে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাবা, তোমার কোন ছেলে হয়নি!'

টিরেসার বাবা কথাটা শুনলে হয়ত দুঃখ পেত, কিন্তু ছেলে থাকলে মেয়েটাকে ছেলের মত করে মানুষ করত না সে। বাবার কাছ থেকে এত কিছু শেখার সুযোগও সে পেত না। কিন্তু এখন

সে বাবার থেকে অনেক কিছুই শিখেছে। বাবা শুকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নাইরে যেতে খুব পছন্দ করত। ছেলের অভাব পূরণ করতে টিরেসাকে সে ছেলের মত করেই মানুষ করেছে। রাইফেল চালানো, ঘোড়ার যত্ন নেয়া, চাবুক চালানো, এসব অনেক কিছুই শিখেছে সে।

‘এসব সবই একদিন তোমার হবে,’ বাবা বলেছিল শুকে। ‘তাই এসব কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, এটা তোমার শিখে নেয়া দরকার। হারা এখানে সচরাচর আসে, তাদের থেকে তোমার স্বামী যদি আরও বেশি উপযুক্ত না হয়, তবে এসব তোমার শিখে রাখা প্রয়োজন।’

‘আর, মা, তোমার নিজেরটা তোমাকে নিজেই সামলাতে হবে। টাকা-পয়সাও। যে যা-ই বলুক না কেন, নিজের টাকা, আর হার্ষ তোমার নিজেই দেখতে হবে।’

কপাল ভাল, গুর স্বামী বিয়ের আগেই এটা মেনে নিয়েছিল। সে শুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বলেছিল, ‘তোমারটা তোমারই থাকবে, আমি শুতে নাক গলাতে আসব না। আমাদের সন্তানরা এতে সুন্দরভাবে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ পাবে। তবে তোমাকে দেখাশোনার ভার আমার।’

যুদ্ধের জন্য আগে থেকে গুরা কোন প্ল্যান নেয়নি। আশাই করতে পারেনি ওদের প্ল্যানটেশন এতে এভাবে নষ্ট হতে পারে। বাড়ি পুড়ে ছারখার হল, বেড়া ভেঙে ওদের ঠিক তাড়িয়ে নিয়ে গেল গেরিলারা।

স্টেশনে কি কি আছে ; কতগুলো ঘোড়া, ঘোড়ার সাজ, আর খাবার কি পরিমাণ রয়েছে এটা প্রথমেই চেক করে দেখা দরকার।

রান্নাঘরে বসে কি কি করা দরকার, তার একটা লিস্ট তৈরি করার পর সে গোসল করে জামা পরল।

রান্নাঘরে ফিরে দেখল নোরা এর মধ্যেই কফি চাপিয়ে নাস্তা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ‘আমি কিছু বেকন খুঁজে পেয়েছি মাম – কিছু ডিমও আছে।’

‘নোরা ? আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, পিস্তলটা তুমি হাতের কাছে রাখলেই ভাল করবে।’

‘নিশ্চয়, মাম। তবে, আমি সহজে ভয় পাই না। আমি চারজন ভাইয়ের সাথে বড় হয়েছি। লড়াই করেই ওদের শ্রদ্ধা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে।’ টিরেসার কফি কাপটা ভরে দিল নোরা।

দরজায় ঢোকান শব্দ শুনে নোরাই দরজা খুলল। ওয়াট দাঁড়িয়ে আছে ওখানে – গুরু পিহনে টেড বুন।

নিজের কফি কাপের দিকে চেয়ে ইতস্তত করেছে টিরেসা। কিন্তু লজ্জা করে লাভ নেই, ওদের সাহায্য তাকে চাইতেই হবে – তার পক্ষে একা স্টেজ স্টেশন চালানো মোটেও সম্ভব হবে না।

‘ওয়াট ? তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে ? এখানে ?’

‘করব, মাম, তবে সেটা পুরুষের কাজ হতে হবে।’

‘তাই হবে – তোমার প্রথম কাজ হবে আস্তাবলটা পরিষ্কার করা।’

‘একজনের জন্য ওটা বিরাট-কাজ, মাম,’ প্রতিবাদ করল বুন। ‘অর্থাৎ আমি বলতে চাই নিকি ওয়ালটন ওটাকে খুব খারাপ অবস্থায় ফেলে গেছে।’

‘আমি পারব।’ উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ তুলে চাইল ওয়াট। ‘আমাকে খাওয়া সহ মাসে পাঁচ ডলার দিতে হবে।’

‘ভাল কাজ করলে তোমাকে মাসে দশ ডলার করেই আমি দেব।’ টেড বুনের দিকে চাইল টিরেসা। ‘তোমার কি খবর? তুমি কি কাজ খুঁজছ?’

‘না।’ শান্ত স্বরে জবাব দিল টেড। টিরেসার মনটা কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। বাইরের এত কাজ তার পক্ষে সামলান সম্ভব নয়। ‘কিন্তু মনেমনে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাকে এখানে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখার পরই আমি এখান থেকে যাব। তবে তুমি চাইলে আমি ইরাককে খবর দিতে পারি। শুনেছি সে কাজ খুঁজছে—লোকটা ভাল।’

‘আমার মনে কি প্ল্যান আছে তা জানলে হয়ত তোমরা দুজনের কেউই আমাকে সাহায্য করতে রাজি হবে না।’ একটু থেমে টিরেসা আবার বলল, ‘এই চাকরিটা আমার দরকার। মাইকেল থর্প এখানে পৌছানর আগেই আমি এই স্টেশনটাকে এমন করে তুলতে চাই যেন মেয়ে বলে সে আমাকে বরখাস্ত করার কোন কারণ খুঁজে না পায়।’

‘লোকটা যুক্তি মেনে চলে।’

‘তুমি তাকে চেনো?’

‘হ্যাঁ, বউ মারা যাওয়ার পর থেকে ও সম্পূর্ণ একা—কোন ছেলেমেয়েও নেই। কেবল খায়, ঘুমায়, আর কাজ করে। বলতে গেলে সে-ই এই স্টেজ লাইভিসটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।’

‘সে কি তরুণ?’

‘সেটা নির্ভর করে কোথা থেকে তুমি গোনা শুরু কর। আমার দারপা ওর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু তুমি যে দারুণ সুন্দরী, এটা উপলব্ধি করার মত তরুণ সে এখনও আছে।’

কজ্জায় রাঙা হল মেয়েটার মুখ। চোপ তুলে সরাসরি টেডের

দিকে চাইল সে। ‘আমি ওই কথা ভাবছিলাম না। যাহোক, আমি যেমনই দেখতে হই না কেন, এই কঠিন কাজে চেহারা আমাকে সাহায্য করবে না। আমি কতটা করতে পারি, আর সেটা কত ভাল পারি সেটাই বড়।’

‘তোমার কথাটা খাটি সত্যি। থর্প দেখবে তুমি সুন্দরী, কিন্তু কাজটা যদি ভালভাবে করতে না পারো তবে তুমি স্কিওপেট্রা হলেও সে তোমাকে রাখবে না। আগেই বলেছি এই স্টেজ লাইনই এখন ওর প্রাণ।’

‘তার জায়গায় থাকলে আমিও একই কাজ করতাম, মিস্টার বুন। তাই সে এসে পৌছানর আগেই আমি এই স্টেশনকে ঝকঝকে পরিষ্কার, আর সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা হচ্ছে, এমন দেখাতে চাই।’

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বাকিটা শেষ করল টিরেসা। ‘নোরা! ওর জন্যে নাস্তা তৈরি করে দাও – কাজে যেতে হবে না?’

কি যেন বলতে গিয়েও শেষে টেবিলের দিকে এগোল বুন। ভদ্রমহিলার হুকুম তুমি শুনেছ, নোরা। নাস্তা দিয়ে দাও।’

বাইরে উজ্জল রোদ উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত টিরেসা চারপাশটা দেখল। গুপাশে একটা কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে, ওখানেই তাকে থাকতে হবে। কিন্তু সেটা পরে করলেও চলবে। করালটা অন্তত ভালভাবে তৈরি। হেঁটে বার্নের কাছে গেল সে, এবং দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ভিতরটা একেবারে নোংরা।

মাটির মেঝেতে পুরনো ঘোড়ার-লাদা, আর খুবের তলায় মাড়ান খড়ে বোকাই হয়ে রয়েছে। স্টলে কোন ঘোড়া নেই। হয়ত কয়েক মাস ভিতরটা পরিষ্কার করা হয়নি। নাক সিটকে করালের



দিকে এগোল সে ।

ছয়টা ঘোড়া রয়েছে ওখ'নে... এই দলটাই গতকাল তাকে স্টেজ স্টেশনে এনেছিল । আজ আর একটা স্টেজ আসবে, কিন্তু এই ঘোড়াগুলোর আরও বিশ্বাসের দরকার ।

‘এই সারগুলো কি করব, ম্যাম ?’

ওয়াট এসে দাঁড়িয়েছে টিরেসার পাশে । হাতে ওর চেয়ে লম্বা হাতলওয়ালা একটা বেলচা ।

‘ওগুলো আপাতত বার্নের পিছনে নিয়ে রাখ । পরে হয়ত বাগান করার জন্য আমি এর কিছু অংশ ব্যবহার করতে পারি ।’

সে মেয়েটার দিকে তাকাল । ‘একটা বাগান ?’

‘হ্যাঁ, ওয়াট ! আমাদের এখানে অনেক মানুষ বাগানতে হবে, তাহলে নিজেদের সজ্জি বাগান করতে পোষ কোথায় ? অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি ?’

টেড বুন টিরেসার দিকে এগিয়ে এলো । ‘আমি ছেলেটাকে সাহায্য করতে পারি,’ প্রস্তাব দিল সে ।

‘মিস্টার বুন ? আমাদের কি আরও ঘোড়া প্রয়োজন নয় ? ওই দলটাই গত বিকেলে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল । হয়ত ওরা আজ আর একটা স্টেজ নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের আরও বিশ্বাস দরকার ছিল । ওদের একটা যদি পথে কোন চোট পেরে থাকে তবে ঝামেলা হবে না ?’

ওর কথা শুনে হাসল বুন, কিন্তু করালের দিকে চেয়ে সে চিন্তিত হল । ‘হ্যাঁ, এখানে আরও ঘোড়া থাকা দরকার, ম্যাম । তবে আমার ঘোড়াটা নিশ্চয় এখানে হাজির হয়ে গেছে ।’

কথা খামাল টেড, টিরেসা দেখল এখন আর সেই আগের

হাসিটা গুর মুখে নেই। ‘এটার ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, ম্যাম। কিন্তু তোমার কথাই ঠিক, আমারটা ছাড়াও এখানে অন্তত আরও ছয়টা ঘোড়া থাকা উচিত। নিকি অনেক খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু সেইসাথে সে যে একজন ঘোড়া চোর, এটা আমার জানা ছিল না।’

‘কারও বিরুদ্ধে এটা একটা নিরিয়্যাস অভিযোগ।’

‘তা ঠিক, কিন্তু এদেশে কেউ কারও ঘোড়া চুরি করলে আসল মালিককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ারই সাক্ষ্য। এদেশে আমরা ঘোড়া চোরকে মোটেও ভাল চোখে দেখি না।’

‘কিন্তু আইন -’

‘ম্যাম, আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওটা আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে নিজেকে নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। আইনের প্রতিনিধি একশো মাইলের মধ্যে একজনও নেই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পরে ওদের কাজে নাগার সুযোগ ঘটে। ঘোড়া চুরি গিয়ে কেউ মারা পড়লে, তারা ট্র্যাক করে অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ মারা যাওয়ার পর আসামীর শাস্তি হল কিনা, তাতে তার কি আসে যায়? সে তো মৃত। মনে হয় যেন দেশে কোন আইনই নেই। আমার ঘোড়া কেউ চুরি করলে সে নরকে যাওয়ার টিকিট কিনবে।’

কপাল কুঁচকে চিন্তা করছে টিরেসা। ‘মিস্টার বুন, তোমার কি মনে হয় স্টাড পেলির ঘোড়া চুরি করার সাহস পাবে নিক?’

‘তাকে সাবধান হতে হবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে কাজ সারবে ওকে সহজে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না। খুঁকি নিয়ে কোন কাজে হাত দেয় না ও।’

কাঁধ ঝাঁকাল টিরেসা। ‘আচ্ছা, মনে কর খুঁকি না নিয়েই ঘোড়াগুলো চুরি করতে চায় – তাহলে সে কি করবে? ছয়টা ঘোড়া চুরি গেছে, তোমারটা নিয়ে সাতটা। তুমি বলেছ নিকি বোকা নয়, তাহলে ঘোড়াগুলো কোথায়?’

হাটটি একটু পিছন দিকে ঠেলে দিল বুন। ‘আমার ধারণা ওগুলো কাছেই কোথাও রেখেছে সে – দরকার হলে যেন ওগুলো হাজির করতে পারে। তারপর অপেক্ষা করে দেখতে চাইবে যে কি ঘটে।’

উপত্যকার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল বুন। তারপর বলল, ‘এদিকটা প্রায় খোলামেলা এলাকা। তবে আমার ধারণা “স্ট্রীম-বোট রক”-এই ওদের নিয়ে গেছে। ওটা বেশ কিছুটা দূরে।’

‘ওগুলোর কি কোন ট্র্যাক থাকবে না?’

একটু ইতস্তত করল বুন। ‘থাকতে পারে, কারণ ইদানীং বিশেষ বৃষ্টি হয়নি।’

‘তুমি কি ভাল ট্র্যাক করতে পার, মিস্টার বুন? শুনেছি তুমি নাকি আগির ছনোও কিছু ট্র্যাকিং করেছ?’

‘এক মিনিট। তুমি কিসের কথা ভাবছ?’

‘আমি ওই ঘোড়াগুলোকে ফেরত আনতে চাই, মিস্টার বুন। আমি এই স্টেশনের চার্জ আছি, সুতরাং এটা আমারই দায়িত্ব।’

‘মাম, তোমার মাথায় দোষ আছে! ওইসব পাহাড়ে তোমাকে একা পেলে নিকি তোমাকে কবুতরের মত গুলি করে মারবে। তুমি কোন চিন্তা করো না – এই কাজের ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।’

কথায় কোন জবাব না দিয়ে টিরেসা ঘুরে স্টেজ বাড়ির দিকে

এগিয়ে গেল। ঢুকে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে; আগামী স্টেজটার প্যাসেঞ্জারদের জন্যে খাবার তৈরি করায় নোরা কে সাহায্য করার কাছে মন দিল।

‘নোরা! আমি জানি না পরের স্টেজে কে আসছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা ওরা এই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের খাবারের প্রশংসা করতে করতে যাক।’ নোরার দিকে চাইল সে। ‘তুমি কি জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে?’

‘আমি আইরিশ, মাম। সারা জীবন যুদ্ধ করেই আমরা বড় হয়েছি।’

‘ঠিক আছে, তুমি আর আমি দুজনেই আমাদের চাকরি রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করছি – আমাদের জিততেই হবে।’

স্টেজটা যখন থেমে দাঁড়াল তখন টেবিলে ওদের সবার জন্যে খাবার তৈরি। গরম খাবার। সাপ্লাই না থাকার দরুণ বাছার বেশি সুযোগ না থাকলেও – হ্যাম, বীন, আর ছোটো আপেলের পাই রয়েছে টেবিলে। ওগুলো শুকনো আপেল থেকে তৈরি।

ইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করার জন্যে রাখা কিছু কাপড় ওখানে ছিল – টিরেসা ওটারই একটা অংশ কেটে টেরিল-ক্লথ বানিয়েছে। রঙটা উজ্জল লাল, কিন্তু আকর্ষণীয়।

ছয়জন বাতী ছিল স্টেজে। একজন মহিলা, এবং বাকি সবার মধ্যে একজন আমি অফিসার, আর বাকি সবাই সিভিলিয়ন। ওরা সবাই আপাতত ফোর্ট লারাগিতে যাচ্ছে।

একজন শহুরে মানুষ, লম্বা, আর গম্ভীর চেহারা—লোকটার কিছু কাঁচা দাঁড়িও রয়েছে। লোকটা যাওয়ার আগে, হ্যাট হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করল। সে বলল, ‘মন্যবাদ, ম্যাম, স্টেজ লাইনে

এখানেই সবথেকে ভাল খাবার খেলাম আমি।’

‘ধন্যবাদ, স্যার। সামনের সপ্তাহে ফিরে এলে, আমরা তখন নতুন সাপ্লাই আনার সুযোগ পাব। হয়ত খাবারে আরও বৈচিত্র্য, আর স্বাদ আমরা তখন দিতে পারব।’

‘আমি তাই করব, ম্যাম। সত্যিই তাই করব,’ হেসে বলল সে।

স্টেজটা চলে যাওয়ার পর টিরেসা নিজের এপ্রন খুলে রেখে বলল, ‘নোরা, এখন থেকে তুমিই ইনচার্জ; আমি ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।’

‘কয়েক ঘণ্টা?’

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.org

‘হ্যাঁ, নোরা। আমার একটা কাজ পড়ে আছে। আমাদের কিছু ঘোড়া খোয়া গেছে—ওগুলোকে আমার ফিরিয়ে আনতে হবে।’

‘কী—?’

ওয়াট নোরার কথার বাধা দিল। ‘ম্যাম, আমি এদিকেই বড় হয়েছি। গরু আর চোরাই বাছুর ঠিকই ট্রাক করতে পারব। আমি হাঁটতে শেখার আগেই ওই কাজ শিখেছি। তাছাড়া আমার মনে হয় আমি জানি ওগুলোকে কোথায় রাখা হয়েছে।’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। ‘ঠিক আছে, তোমার ঘোড়া নিয়ে এসো—আরে, আমি ভুলেই গেছিলাম! তোমার কোন ঘোড়া নেই, আমারও নেই। আছে কেবল স্টেজ চালাবার ওই ক্লান্ত ছয়টা ঘোড়া।’

‘তুমি কি মাইল ছয়েক হাঁটতে পারবে?’ প্রশ্ন করল ওয়াট।

‘দায়গাটা এরচেয়ে দূরে হবে না।’

‘ঠিক আছে, ওয়াট। চল, রওনা হই।’

একটু ইতস্তত করল ওয়াট। ‘এখানে কেউ থাকতে পারে—তাই

আমাদের ওখানে যেতে হলে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া দরকার ।’

‘আমি রাইফেলটা সাথে নিচ্ছি ।’

‘না, ম্যাম । ওখানে একটা শটগান রয়েছে । ওটা এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারের বাড়তি একটা অস্ত্র । আমি নিজের চোখে দেখেছি । ওটার জন্যে কিছু গুলিও আছে । একটা রাইফেল নিয়ে গেলে ওরা তোমাকে পাত্তাই দেবে না । কিন্তু কাছে পৌঁছতে পারলে ওরা শটগানের দাম ঠিকই দেবে । তোমাদের কথাও শুনবে ।’

এক মুহূর্ত খনকাল নে । হয়ত সে ভুল করছে, তার গাইড হচ্ছে একটা ছোট্ট বাচ্চা । ওকে নিয়ে ঘোড়া উদ্ধার করতে যাওয়া কি তার ঠিক হচ্ছে ? যাহোক এটা কোন বড় প্রশ্ন নয় । কিন্তু তাই কি ?

একটু ইতস্তত করছে টিরেসা । সে কি বোকামি করছে ? হয়ত বুনের কথাই ঠিক ছিল । সে ঘোড়াগুলো আনতে যাচ্ছে, লাহায্য করবে একটা ছোট বাচ্চা । যা-ই হোক—

টিরেসার চোয়ালের পেশী শক্ত হল । সে যাবে । একজন পুরুষ যদি এটা করতে পারে তবে সে কেন পারবে না ?

ওয়াট পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল । সরু একটা ধূলোময় পথ দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল সে । গাছের তলা দিয়ে এগোল ওরা । প্রায় এক মাইল পথ যাওয়ার পর ওয়াট আবার টিরেসার পাশাপাশি এসে নিচু স্বরে বলল, ‘এখন থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে ফিসফিস করে বলতে হবে । জোরে কথা বললে ওরা শুনতে পাবে ।’

‘ওদিকে কি আছে, ওয়াট ? তুমি জান ?’

‘হ্যাঁ, ম্যাম । ওদিকে কেবল একটা ছোট্ট করাল আছে । গাছের তলায় । ওখানে প্রায়ই চোরাই ঘোড়া রাখা হয় । পানিও আছে ।’

চারদিক নিস্তরঙ্গ। একটা মাছি প্রায় টিরেসার গাল ছুঁয়ে উড়ে গেল। ওর গাল বেয়ে এক কৌটা ঘাম গড়াচ্ছে—টের পাচ্ছে। ওটা মুছে ফেলে সে শটগানটাকে বাগিয়ে ধরল। গানটা ভারি—যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও বেশি ওজন।

থেকে, আঙুল তুলে ওয়াট নির্দেশ করল। ওদের দেখতে পেল টিরেসা। অন্তত নয়টা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে ছোট্ট করালে। একটা ছোট দড়ির করালের ভিতর ওদের রাখা হয়েছে। ওপাশে গাছের তলায় একজন কবল মুড়ে ঘুমাচ্ছে। কাছেই কিছু ছাই আর আগুনে চাপান একটা কফি পট দেখা যাচ্ছে। টিরেসা এগোতে যাচ্ছে, এই সময়ে ওয়াট হাত তুলে ওকে থামার ইঙ্গিত দিল।

আর একজন লোক গাছ থেকে নেমে বিছানার কাছে গিয়ে ‘নিজের গানবেস্টটা তুলে নেয়ার জন্যে খুঁকল। দ্রুত এগিয়ে থোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল টিরেসা। ‘খামো, ওটা ধরতে চেষ্টা কর না।’

চমকে পিছন ফিরে তাকাল সে। কেবল একটা মেয়ে আর একজন ছোট বাচ্চাকে দেখতে পেল লোকটা। সে ডাকল, ‘রব ?’

‘বিরক্ত করো না। আমি ঘুমাচ্ছি।’

‘রব, কারা যেন এসেছে।’

লোকটা বিছানার ওপর উঠে বসল। ‘অ্যা ? কি—’ আবার ভাল করে চেয়ে দেখল সে। ‘আরে ! এটা তো সেই স্টেজ স্টেশনের মেয়েটা—নিকিকে চাবুক পোটা করেছিল।’

ঠিকই ধরেছ, জেন্টলমেন। আমি স্টেজ কোম্পানির ঘোড়াগুলো ক্ষিরিয়ে নিতে এসেছি। আর, ওই ন্যাভল হর্সটাও আমি নিয়ে যাব। ওটা টেড ব্লুনের ঘোড়া।’

‘কার ঘোড়া?’ বিহানায় বসা লোকটা দ্রুত উঠে দাঁড়াল।  
‘পাইক! তুমি আমাকে জানাওনি ওটা টেড বুনের!’

‘ভাঙে কি হয়েছে? বুন কোন ছার?’

‘সে যদি জানতে পারে আমরা গুর ঘোড়া নিয়েছি, তাহলে শিগগিরই তুমি টের পাবে ও কে!’ এককণে টিরেসা আরও এগিয়ে গেছে। পাইক আর রবকে কাঁড়র করে শটগান ধরে আছে সে।

‘লেডি,’ লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু বাধা দিয়ে টিরেসা বলল, ‘আর কোন কথা নয়, পিছিয়ে গিয়ে বসে থাকো। পাইক, তুমিও।’

‘শোন, ম্যাম,’ বলতে শুরু করল পাইক। ‘আমি—’

‘তুমি শোন, পাইক, আমার হাতে এক্সপ্রেস কোচের একটা শটগান রয়েছে। এক এটা লোডেড। আর আমি খুব নার্ভাস মানুষ, একটু ভয় পেলেই ট্রিয়ার টিপে দিতে পারি। শুটিঙে আমার হাত খারাপ নয়, ছেনেবেলায় অনেক হাঁস আমি রাইফেল দিয়ে শিকার করেছি। ওদের তুলনায় তোমরা অনেক বড় টার্গেট। তাছাড়া শটগান দিয়ে তোমাদের শেষ করা আমার পক্ষে মোটেও কঠিন হবে না। এর ব্যবহারও আমার ভালই জানা আছে। তবে, ভয় না পেলে, বা দরকার না হলে আমি তোমাদের গুলি করে মারতে চাই না।’

মাথা হেলিয়ে সে ওয়াটকে নির্দেশ দিল, ‘আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো ওয়াট।’

‘অস্পর্ধা!’ পাইক এক পা আগে বাড়ল। শটগান কক করার শকটটা পরিকল্পে শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল সে।

‘দোহাই, পাইক!’ উৎকণ্ঠার সাথে বলল রব। ‘মেয়েটা সত্যিই



গুলি করবে – মিথ্যা হুমকি দেয়নি।’

স্টেজ কোচের একটা ঘোড়ার কুঁটি ধরে ওর পিঠে চেপে বসল ওয়াট। বাকিগুলোকে সে সমর্থ আর বয়স্ক পুরুষের মতই একেএকে ল্যাসোর ফাঁসে আটকে দড়ি দিয়ে বাঁধল।

‘বাছা,’ চিংকার করে উঠল পাইক, ‘ভাল চাও তো ওদের ছেড়ে দাও, নইলে তোমার চামড়া আমি তুলে নেব।’

‘তার আগে তোমাকে আমার নাগাল পেতে হবে!’ চৌচায়ে পার্টা জবাব দিল ওয়াট। ‘মাম! ওদের জন্যে অন্তত একটা ব্যাটেল খালি কর।’

‘এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি।’ মেয়েটার কণ্ঠস্বর শাস্ত। ‘কিন্তু চেরোকী স্টেশনের আশপাশে তোমাদের কাউকে আমি দেখতে চাই না,’ চাণ্ডা স্বরেই বলল সে। এত শক্ত তার শাস্ত্র-কিভাবে রইল উপলব্ধি করে টিরেসার নিজেরই অবাক লাগছে। ‘আমি আবার মানুষ খুন করতে চাই না।’

গাছের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত শটগান দিয়ে ওদের কাভারে রাখল টিরেসা। ঘোরার পর সে পিছন থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে রবের মন্তব্য শুনতে পেল। ‘শুনেছ কি বলল? আবার মানুষ মারতে সে চায় না!’

ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচের দিকে চাইল ওয়াট। ‘ঝাকে মেরেছ তুমি, মাম। তোমার প্ল্যানটেশন দ্বারা ধ্বংস করেছে, তাদের কাউকে?’

‘কাউকেই আমি মারিনি, ওয়াট, “আবার” কথাটা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।’

‘ওদের জন্যে কথাটা উপযুক্ত হয়েছে—ভয় পেয়েছে ওরা।’  
শব্দ তুলে হেসে উঠল ওয়াট। ‘নিকি ওয়ালটনের কথাটা শুনে  
অবস্থা কি হয় দেখতে পারলে হত।’

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.ORG

### চার

টিরেসার স্পষ্ট মনে আছে তার বাবা কি বলেছিল। ‘পতকাল কি  
ঘটেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। প্রত্যেকটা দিন নতুন করে শুরু  
করতে হয়।’

ছোটকাল থেকেই সে এটা অভ্যাস করেছে। রাতে ঘুমাতে  
যাওয়ার আগে সে তাই আগামী দিনে কি কি অবশ্য করণীয় তা  
নিয়ে কিছুটা চিন্তা করে।

ওয়াট তার ডবল সাইজের পুরুষের কাজ একাই করছে। এর  
মধ্যেই আস্তাবলটা পরিষ্কার করে ফেলেছে সে। টিরেসা নিজে  
দাঁড়িয়ে থেকে ওর কাজ দেখেছে। কাজ শেষ হলে সে বলল,  
‘ওয়াট, তুমি আমার সাথে স্টেশনে এসো।’

স্টেশনে চুকে সে বলল, ‘মোরী ? এক টুকরো আপেল পাই  
ছিল। ওটা কি এখনও আছে ?’

‘হ্যাঁ, মাম।’

‘ওটা ওয়াটকে দাও। ছেলেটা পুরস্কার পাওয়ার মত একটা কাজ করেছে।’

স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে সে থেমে ওয়াটের দিকে ফিরে তাকান। ‘আচ্ছা, তুমি কি ছুরি দিয়ে টাঁচার কাজ কিছু জানো?’

‘ছুরির কাজ? মাম, দারাই জ্যাকনাইফ আছে, সে-ই ওটার ব্যবহার জানিতে বাধ্য। মায়ের পেট থেকে পড়েই আমি ওই কাজ করে আসছি।’

‘ঠিক আছে, তাহলে তোমার অবসর সময়ে তোমাকে আমি একফুট লম্বা, আর এক ইঞ্চি চওড়া, পেন তৈরি করতে অনুরোধ করব।’

‘কয়টা?’

‘মনে হয় দুই ডজন হলেই আমাদের চলবে।’ ওর অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে সে আবার বলল, ‘আমি ঘোড়ার সাজ ঝোলাবার জন্যে কিছু খুঁটি দেয়ালে গাঁথতে চাই।’

‘ঠিক আছে, মাম। আমি বানিয়ে দেব।’ আবার টেবিলের ওপর পাই খাওয়ার দিকে নজর দিল সে।

নোয়া স্টেশি মখন তার স্টেজ লাপোর্ট স্টেশনের সামনে থামাল। দেখল মাইকেল খর্গ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

‘নোয়া? এ-কি শুনছি? একটা মেয়ে নাকি চেরোকী স্টেজ স্টেশন চালাচ্ছে?’ ওর চোখে একটু বিজ্ঞপের আভাস। ‘স্টেশন কে চালাচ্ছে?’

স্টেশির চেহারা নির্বিকার। কেবল চোখে সামান্য কৌতুক।

‘তুমি টি. ও. জেমসকে কাজে নিরেছ। ওটাই মেয়েটার নাম।’

‘একজন মহিলা? চেরোকীতে?’

‘নিকিকে বরখাস্ত করেছে সে,’ বলল নোয়া। ‘নিকি যেতে অস্বীকার করায় ওকে সে চাবুক পেটা করে তাড়িয়েছে।’

‘নিকিকে? আমি বিশ্বাস করি না!’

‘অনিশ্চয়্য হলেও মহিলা আমার হাত থেকেই চাবুক ছিনিয়ে নিয়ে কাজটা করেছে। শুধু তাই নয়, কেউ—আমি বলছি না নিকি—স্টেশনের ছয়টা ঘোড়া আর টেড বুনের গেন্ডিও চুরি করেছিল। মেয়েটা দু’মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে ওগুলো ফিরিয়ে এনেছে। ওর হাতে ছিল একটা এক্সপ্রেস শটগান। ওয়াটের কাছে শুনলাম লোকগুলো মহিলার সাথে তর্ক করারও সাহস পায়নি।’

‘ওয়াট কে!’

‘দশ-এগার বছর বয়সের একটা ছেলে। মহিলা ওকে কাজে নিয়োগ করেছে—একজন আইরিশ মেয়েকেও সে রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্যে রেখেছে।’

‘ওই ব্যাপারে আমাদের দেখতে হবে। কাজে নিয়োগ করার অনুমতি আমি কাউকে দিইনি। আর, একটা মেয়ে? চেরোকীতে?’

‘মিস্টার থর্প, তোমার জায়গায় থাকলে আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই ওখানে যেতাম। গুরুত্ব হয়ে কথা বললে হয়ত তুমি ওকে হারাবে।’

‘তুমি যখন ক্যানসাস সিটিতে যাও ওই সময়ে মেয়েটা চার্জ নেয়। এবং এই দুই সপ্তাহের মধ্যে সে স্টেশনের চেহারাই বদলে ফেলেছে। ওখানে গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু ভাল করে দেখে

তারপর দরকার হলে ব্যবস্থা নিও ।’

আপন মনেই বিড়বিড় করে একটা গাল দিল থর্প । চিন্তা করছে সে । নোয়া স্টেশি বিশেষ কঠিন একটা চরিত্র এতে কোন সন্দেহ নেই । তবে সে স্টেজ লাইনের সবথেকে ভাল ড্রাইভারও বটে । এবং লোকটা বোকা নয় ।

নিকি ওয়ালটনকে বরখাস্ত করেছে ? অসম্ভব ! তবু স্টেজ স্টেশন চালানো, সে যত শক্তই হোক না কেন, কোন মেয়ের কাজ নয় ।

চোরাই ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছে ? নিকি যে একটা চোর তা সবাই জানে, কিন্তু সেটা বলার সাহস সহজে কারও হতে না । সম্ভবত নিকির সাথে মার্ট করেই ওই লোক ছটো ঘোড়া ছুঁড়ি করেছিল ।

অফিসের সামনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল থর্প । টেড বুনের ঘোড়াও উদ্ধার করেছে মেয়েটা । বুন ওখানে কি করেছে ?

টেডকে থর্প চেনে—কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই । লোকটা একাই ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসেছে । সম্ভবত সে টেক্সাসের মানুষ । তবে পশ্চিমের অনেকের মত তার অতীত সম্পর্কে সে কখনও কথা বলে না । ফাঁদ পেতে শিকার, প্রসপেক্ট করা, বুনা ঘোড়া ধরে পোষ মানানো, এমনকি অন্য স্টেজ লাইনে শটগান গার্ডের কাজও বুন করেছে । শোনা যায় পিস্তলে নাকি ওর হাত ঢালু ।

কিন্তু চেরোকী স্টেশনে সে কি করেছে ?

স্টেজ স্টেশন থেকে নেয়া স্টেশি ধরিয়ে এলে থর্প ওকে ডাকল । ‘নোয়া ? বুন চেরোকীতে কি করেছে ? সে কি ওয়ালটনের সাথে জড়িত ?’

‘আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। বলেই মনে হয়েছে।  
মিসেস জেমস যে স্টেজে আসে, সেও ওই স্টেজেই ছিল। চূপচাপ  
বসেছিল সে।’

‘টেড বুন একপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটার নিকিকে স্যাক করা  
দেখেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু চেয়ে থাকলেও আমার ধারণা সাহা-  
য্যের দরকার হলে সে জুত এগিয়ে আসত।’ নশকে হাসল স্টেসি।  
‘কিন্তু মেয়েটার কোন সাহায্যের দরকার পড়েনি। একটুও না।’

‘ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, নোয়া। তোমার কি মনে  
হয় ওদের মধ্যে আগে থেকে কোন যোগসাহস ছিল?’

সরু সিগার বের করে দাঁত দিয়ে ওটার একটা প্রান্ত কাটল  
নোয়া। ‘আমার মতে এমন ছশ্চিত্তা না করে তোমার ওখানে গিয়ে  
নিজের চোখে সব দেখে আসাই ভাল। কোন সাধারণ মেয়ে-মানুষ  
নয় ও। সে একজন মহিলা।’

নাক টেনে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল থর্প। কি কামেলা! ওয়াল-  
টনের বিদায় হওয়ায় সে খুশিই হয়েছে, কিন্তু একজন মহিলা?  
তাও আবার চেরোকীরা মত জায়গায়?

রাস্তার মোড়ে পৌঁছে একটু থামল থর্প। ওখানে দাঁড়ানো  
একটা বিশাল লোক ওর দিকে ফিরল। লোকটার শার্টে একটা  
বাজ রয়েছে। ‘হাওডি, মাইকেল! শুনছি তুমি নাকি চেরোকী  
স্টেশন চালানোর জন্যে একজন মহিলাকে নিয়োগ করেছ?’

‘বেশিদিন থাকবে না সে। ওটা মেয়েদের উপযুক্ত কোন জায়গা  
নয়। সে যত শক্ত মেয়েই হোক।’ একটু থামল থর্প। ‘মার্শাল?  
উইলবার স্টোন আউটফিট সম্পর্কে নতুন কিছু তুমি শুনেছ?’

রাস্তা ধরে যে আরোহী আসছে তার দিকে মার্শালের নজর।

জবাব দিতে সে কিছুটা সময় নিল। ‘না, নতুন কোন কথা আমার কানে আসেনি।’ থর্পের দিকে চোখ ফেরাল সে। ‘কিন্তু তুমি যদি মূল্যবান কিছু স্টেজে পাঠাতে চাও, তবে সতর্ক থেক। ওরা আশে-পাশেই আছে। পাহাড়ের মাথো কোথাও আস্তানা গেড়েছে।’

‘তুমি স্কটের কি খবর?’

‘সেলুনে কিছু লোক বলাবলি করছিল লোকটা যারা গেছে। উইলবার স্টোন তাকে গুলি করে মেরেছে।’

‘উন্টোটা হলেই আমি খুশি হতাম। বদ লোকের ভিড়ে সে-ই ছিল সবথেকে ভাল।’

‘কিন্তু লোকটা নিজের ইচ্ছে মত চলতে ভালবাসত। আর স্টোন চায় তার চারপাশে যারা আছে, সবাই তাকে মেনে চলবে। কারও নিজস্ব চিন্তাধারা থাকুক এটা সে পছন্দ করে না।’

‘তুমি জান ওদের আস্তানা কোথায়?’

‘জানি না, আর তা খুঁজে বের করার চেষ্টাও আমি করছি না। এদিকে লাপোর্ট শহর, আর এখান থেকে ডেনভার, এটুকু সামলাতেই আমি ঘেমে উঠছি। এর উত্তরে কি ঘটে—আমার ধারণা, নিকি ওয়ালটন আর স্টোনের মধ্যে যোগাযোগ আছে। আমি নিকির ওপর এই কারণে নজরও রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার ঐ মহিলা স্টেজ ইনচার্জ ওকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বের করে দেয়ায় সেই সুযোগ আর থাকল না।’

‘নিকি আর উইলবার? এই সিদ্ধান্তে তুমি কিভাবে পৌঁছলে?’

‘উইলবার ফোর্ট গ্রিফিনের কাছেই ছিল, তখন নিকি ওখানে টাউটদের জন্তে একটা সেলুন চালাত। উইলবার ওখানে প্রায়ই আস খেলতে যেত।’

স্বপ্ন দেখা বা অতীতকে অরণ করার মত কোন সময়ই টিরেয়ার নেই। কেবল রাতের বেলা শুয়ে অতীত দিনের কথা সে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু এখন ওর কাছে সেটা কেবল স্মৃতিই—যেন ওসব কখনও ঘটেইনি। বিশাল সাদা বাড়ি আর বিরাট সবুজ মাঠ, এবং কর্মচারীদের নিয়ে বাবার প্লানটেশন দেখতে যাওয়া, সবই অলীক।

সব শেষ হয়ে গেছে, আছে কেবল জমিটা। বাড়ি, বার্ন আর বেড়া তার নিজেকেই তৈরি করতে হবে। আগের মত সুন্দর হবে না বটে, কারণ তার কাছে এত টাকা নেই, কিন্তু সে আবার সব নতুন করে শুরু করবে।

কিন্তু এখন ভবিষ্যতের কথা। হয়ত ততদিনে টুইনি যুবতী হয়ে উঠবে। তারও বয়স বাড়বে।

‘একদিন,’ ওকে বলেছিল তার বাবা, ‘এসব তোমারই হবে। এগুলোর কিভাবে দেখাশোনা করতে হয় সেটা তোমার শিখে নিতে হবে। তুমি কোন ফোরম্যান বা সুপারভাইজার নিয়োগ করলেও কাউকে বিশ্বাস করো না। কোথায় কি ঘটছে তা তোমাকে জানতে হবে। তুমি ওদের ছকুম দেবে, এবং নিজে চেক করে দেখবে ভটা ঠিকমত পালন করা হল কি না।’

পুরনো দিনগুলো অনেক দূরে হলেও শিক্ষাটা তার মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু এখানেও তার একই সমস্যা—তবে এখানে সমস্যা আরও বেশি, কারণ পশ্চিমের লোক কোন মহিলার কাছ থেকে আদেশ নিতে পছন্দ করে না।

তার প্রতিটি পেশী ব্যথা করছে। নোয়ার সাথে কাজ করে আজ সে স্লেট আর কাপড় ধুয়েছে, ঝাঁট দিয়েছে, ধর মুছেছে আর ধুলো ঝেড়েছে। কি কি সাপ্লাই তার প্রয়োজন তার একটা তালি-



কাও তৈরি করেছে।

তবে একটা ভাল কাজ আজ শেষ হয়েছে। যেখানে তার থাকার কথা সেটা ঝেড়ে মুছে ওখানেই বিছানা পেতেছে সে। শেলকের ওপর তার যা কিছু বই আছে সেগুলো মাজিয়ে, উপরে খামীর ছবিটা রেখেছে।

স্টেজ পৌঁছানর অল্প আগে, টেবিলে খাবার বাড়ার সময়ে হঠাৎ টিপসার একটা কথা মনে পড়ল।

‘নোরা ? আগে তুমি আমাকে জানাওনি যে তোমার কাছে একটা পিস্তল আছে !’

‘না, মাম। প্রথমে বলিনি। মেয়েদের কাছে ওসব থাকা একটা নিন্দার কথা।’

‘কিন্তু ওটা তোমার কাছে সবসময়েই ছিল ?’

‘হ্যাঁ, মাম, ওটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমারও তাই করা উচিত। ওরা যদি জানে তোমার কাছে অস্ত্র আছে, তবে সেটা নিয়ে নেয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করবে। ওরা জানার আগে দরকারের সময়ে তুমি যদি তা বের করতে পার, তবে তাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ হবে।’

উপদেশটা ভাল। তারও একটা পিস্তল দরকার, সেটা সে সহজেই কাছে লাগাতে পারবে। এবং ওটা ছোট বলে অনায়াসেই হাতের কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। নিকি ওয়ালটনের চোখের দিকে চেয়ে সে কি দেখেছিল তা ওর স্পষ্ট মনে আছে। লোকটার চোখে ছিল নীচতা আর প্রতিহিংসা। সে এমন লোক, যে কোন কিছুতেই পিছ-পা হবে না। সে যে একটা মেয়ের হাতে ঘোড়ার চাবুক ধরে স্টেশন ছেড়েছে, এই গল্প এতদিনে নিশ্চয় ডেনভার

থেকে লারামি ছড়িয়ে জুল্‌সার্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

পায়েজাদাররা স্টেজে ওঠার সময়ে নোয়া স্টেসি মেয়েটার পাশে থেমে দাঁড়াল। ‘ম্যাম ? মাইকেল ওপ হুত আগামী স্টেজেই এসে হাজির হবে। কিংবা তার পরের স্টেজে। কিন্তু সে আসবে, এটা ঠিক। তার ধারণা কোন মহিলার পক্ষে চেরোকীর মত স্টেশন চালানো সম্ভব নয়।’

‘ধন্যবাদ, নোয়া। আমরা ওর জন্য প্রস্তুত।’

‘তোমাকে হারাতে হলে আমি সত্যিই দুঃখ পাব, ম্যাম। সবাই বলাবলি করছে তোমার খাবার খুব ভাল। ডেলের এপাশে এমন চমৎকার খাবার আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি যা খেয়েছি তাতে আমিও ওদের সাথে একমত।’ একটু থামল সে। ‘ভার্জিনিয়ার এপাশে ডেলের কাছে কিছু ইন্ডিয়ানকে আমি দেখেছি, ম্যাম। বন্ধু-সুলভ বলেই মনে হল, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কোন বিশ্বাস নেই। তুমি সাবধান থেকে। মনে রেখো, ইন্ডিয়ানরা সাহস ছাড়া আর কিছুকেই শ্রদ্ধা করে না। ওরা কেবল শক্তি আর সত্যতাকেই বিশ্বাস করে।’

‘আমি শুনেছি ওরা কথা দিলে তা ভাঙে না।’

‘ম্যাম,’ বৈর্য সহকারে বলল সে, ‘ইন্ডিয়ানরাও মানুষ। ওরা তোমার, আমার আর নিকি ওয়ালটনের মতই মানুষ। ওদের ভিতরেও খারাপ আর ভাল হটোই রয়েছে। কেউ মাইকেল থর্পের মত ভাল, কেউবা নিকি ওয়ালটনের মতই খল। আমাদের সাদা-কালো লোকের মধ্যে যেমন ঠগ আর দুর্বৃত্ত রয়েছে, ওদের মাঝেও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু কে যে কেমন তা বোঝার কোন উপায় নেই। এক এক করে সবাইকে তোমার বিচার করতে হবে।’

‘ধন্যবাদ, নোয়া !’

ওখানে দাঁড়িয়েই সে স্টেজটাকে অদৃশ্য হতে দেখে স্টেশনের দিকে ফিরল। ওয়াট স্টেশনের দেয়ালের পাশে বেসিনে হাত ধুচ্ছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিরেসা।

‘ওয়াট, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখানে আমার মাই ঘটুক না কেন, তারপরেও তোমার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকবে, একজন পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষও তোমার চেয়ে ভাল কাজ করতে পারত না।’

একটু লাল হয়ে সে অন্যদিকে ফিরল। ‘ধন্যবাদ, ম্যাম, তবে এটা স্বীকার করতে হবে, স্টেশনটা নিকি ছেড়ে যাওয়ার পর খুব খারাপ অবস্থায় ছিল।’

‘ওয়াট ? তুমি কি স্কুলে গেছ কখনও ?’

‘না, ম্যাম। স্কুলে গেছি তা ঠিক বলা যায় না। তবে একবার আমরা কিছুদিন ধর্মপ্রচারক “কাদার”-এর সান্নিধ্যে আমার স্থযোগ পেয়েছিলাম। তিনিই আমাকে পড়তে আর লিখতে শিপিয়েছেন। খমাস আমাকে মাঝে মাঝে বই এনে দিত। তিন-চারবারের বেশি ওর সাথে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু প্রতিবারই সে আমার জন্যে একটা-দু’টো বই নিয়ে আসত। ওগুলো আমি পড়েছি।’

‘কি ধরনের বই, ওয়াট ?’

‘একটার নাম ছিল আইভানহো, একটা রবিনসন ক্রুসো। ওই বই দুটো আমার খুব ভাল লেগেছে। পড়তে আমি’র অনেক সময় লেগেছে, এটা ঠিক, কিন্তু সত্যিই উপভোগ করেছি।’

‘খমাস কে ?’

খুশির ভাবটা ওর চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। ‘এমনি একজন

লোক, ওকে আমরা চিনতাম--ঘোড়ার পিঠে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। মাঝেমধ্যে আমাদের ওখানে আসত।’

‘তোমরা কি ব্যাংকে বাস করতে?’

‘ওটাকে ঠিক ব্যাংক বলা যায় না। বেশি গুরু কেনার মত টাকা বাবার ছিল না। তার সাধ্য মত সে চেপ্টা করেছে।’

‘কোথায় ছিল সেটা?’

‘পাহাড়ের ধারে--ওটাই শেষ পাহাড়। আমরা দু’তিন জায়গায় থেকেছি। একটা কাননাসে কোথাও। ইন্ডিয়ানরা বাড়ি পুড়িয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে। সব লুট করে নিয়ে যায়। বাবা একটা দোকানে কিছুদিন কাজ করে। ওই কাজ শেষ হলে উইচিটায় এক সেলুনে বারটেণ্ডারের কাজ নেয়।’

‘তোমরা তাহলে অনেক ঘুরেছ।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম। বাবা ঘুরে-ঘুরে অনেক চেপ্টা করেছে। নিজস্ব একটা জায়গা চেয়েছিল সে। কিন্তু পাণ্ডয়ার পরেও এতে তার কোন লাভ হয়নি।’

‘সেটা কোথায়?’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK.org**

‘পাহাড়ের কিনারে, ম্যাম।’ ভোয়ালেতে হাত মুছল ওয়াট। ‘তোমার আর কোন কাজ না থাকলে এখন আমি খেয়ে নিতে চাই।’

‘হ্যাঁ, খেয়ে নাও।’

সম্মতি পেয়ে ক্ষত এপিয়ে স্টেজ স্টেশনে ঢুকল সে। নিজের প্রতি একটু বিরক্তই হল টিরেসা। ছেলেটা আইভানহো আর রবিনসন ক্রুসো পড়েছে, এছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারেনি সে।

পরে একসময়ে টিরেনা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের বাসায় কি অনেক বই ছিল?’

‘না, ম্যাম।’ অপ্রতিভ লজ্জা নিয়ে আড়চোখে তাকাল ওয়াট। ‘বাবা পড়তে শেখেনি।’ তারপর কৈফিয়ত হিসেবেই সে বলল, ‘তবে আমাদের বাসায় বিশাল একটা বাইবেল ছিল। বাবার কাছে শুনেছি, ওটা নাকি আমাদের পরিবারে একশো বছরেরও বেশি আছে।’

‘ওর পিছনে অনেক লেখাও ছিল। নাম, তারিখ, এইসব। বইটা বাবা কখনও হাতছাড়া করত না, বলত ওতে আমাদের পরিবারের সবার জন্ম-মৃত্যু লেখা আছে।’

‘ওই বাইবেলটা তোমার রক্ষা করা উচিত, ওয়াট। সম্ভবত ওর পিছনে তোমার পরিবারের পরিচিতি লেখা আছে।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম।’

‘এখন ওটা কোথায়?’

‘ওদিকে, শেষ পাহাড়ের কোণায়—আমার বিশ্বাস।’

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। টিরেনা বাইরে বেরিয়ে দেখল, টেড বুন আসছে।

‘ম্যাম,’ সাবধান করল সে। ‘পরবর্তী গেষ্টে আসছে মাইকেল থর্প। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছেবে!’

# The Online Library of Bangla Books

# BANGLA BOOK.ORG

## গাঁচ

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। এই মুহূর্তেরই ভয়ে সে কঁকড়ে ছিল। থর্প এটা শুনেই চমকে গেছে, যে একজন মহিলা চেলোকী স্টেশন চালাচ্ছে। সে তৈরি হয়েই এসেছে—মহিলাকে বরাবাস্ত করে আর যেকোন পুরুষকে ওই পদে বসাতে সে রাজি।

‘ম্যাম, আমরা ফাইটার, কিন্তু আবার ধোঁকা দিতেও জানি। সে একজন মহিলাকে দেখবে আশা করছে, ওকে তাই দেখিয়ে দাও।’

‘তার মানে ?’ বুঝতে না পেরে নোরার দিকে চাইল সে।

‘তুমি একজন সাধারণ মহিলা নও, মাম, তুমি রীতিমত ভদ্র-মহিলা। এবং সুন্দরীও। সে আশা করছে একটা মেয়েকে দেখবে—ঈশ্বর জানেন কি রকম মেয়ে দেখবে বলে আশা করছে—কিন্তু তোমাকে নয়।

‘জলদি যাও, জামা বদলে এসো! তোমার নীল পোষাকটা পড়ো—কোনো পুরুষ ওটার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারবে না! সে আশা করছে একটা সাধারণ মেয়ে; ওকে দেখিয়ে দাও তুমি তা

নখ। তুমি একজন ভদ্রমহিল—অভিজ্ঞাত মহিলা। ওই চমৎকার গাউনে তোমাকে দেখলে ওর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোবে না, মাম।’

‘আমরা যখন লড়তেই নেমেছি, আমি বলি, আমাদের সবথেকে উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়েই নামা উচিত। আমার বুড়ো দাধা বলত, “ওদের এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে দিও না। খাঁসিয়ে দিয়ে ওভাবেই রাখ।” এটা তোমার করতেই হবে, মাম। তুমি যেমন সুন্দরী মহিল’, সেই রূপটাই তোমাকে দান করবে। তোমাকে বরখাস্ত করার মত মনের জোরেই সে পাবে না। ঘোর কাটার আগেই সে আবার গেটছে চেপে বিদায় নেবে।’

কয়েক মুহূর্ত নোরার মুখের দিকে চেয়ে থাকল টিরেসা। নিশ্চয়। নোরা ঠিকই বলেছে—আমলেই ঠিক।

‘ঠিক আছে! কিন্তু তোমারও তাই করতে হবে। তুমি বলেছিলে তোমার সুন্দর একটা কালো ড্রেস আর এপ্রোন আছে। কিন্তু ওটার দরকার নেই, পরিচ্ছন্ন একটা জামা আর এপ্রোন হলেই চলবে। জলদি কর! আর তুমিও টুইনি! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই!’

নিজের কুটীরে, দৌড়ে পিছনের কামরায় গিয়ে টিরেসা জামা বদলে নিল। আয়নায় দেখল তার চুল এসেবারে এলোমেলো হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে এক মুহূর্ত আয়নায় চেয়ে থাকল। তারপর হাতের ছোঁয়ায় এখানে-ওখানে ঠিক করে নিল।

ওর গাউনটা খুব সুন্দর। কপাল ভাল, মাত্র কয়েকদিন আগেই সে ওটা ইস্তিরি করিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

নিজের বাসা ছেড়ে স্টেশনে পৌঁছানোর ঘোড়ার খুঁড়ের আঙুল গাছ গুলিতে পেল টিরেসা। ধুলো উড়িয়ে স্টেজটা এসে থামল—

ক্রান্ত যাত্রীরা একেএকে নামছে।

বাইরে গিয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে টিরেসা। যাত্রীরা সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে চোখ তুলে চেয়ে দাঁড়ান। ‘সবাইকে আমি চেরোকী স্টেশনে স্বাগত জানাচ্ছি!’ কমনীয় ভঙ্গিতে সে পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়ান। ‘ভিতরে এসো, হীজ।’

অবাক চোখে চেয়ে একেএকে ওকে পেরিয়ে লাইন করে সবাই ভিতরে ঢুকল। এবং শেষ লোকটাকে দেখেই ওকে মাইকেল থর্প বলে চিনতে পারল টিরেসা।

লোকটা লম্বা, পেটা শরীর, দেখতে সুদর্শনই বলা যায়। স্টেজ থেকে নেমে মেয়েটার দিকে না চেয়েই ঘুরে স্টেজ ড্রাইভারের সাথে কথা বলল সে। এই সময়ে উঁচু বুন তাজা ঘোড়ার দলটাকে নিয়ে ওর পাশদিয়েই ওখানে হাজির হল। অবাক হয়ে থর্প ওকে দেখল। এবার চোখ তুলে টিরেসা ওলিভ জেমসকে দেখতে পেল সে।

থর্পকে দাঁড়ান থর্প, ওর মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। দ্রুত একটা চোক গিলে মুখ বন্ধ করল হতবুদ্ধি হয়ে এগোল লোকটা। সে আশা করেছিল পুরুষের মতই শক্তিশালী, বিশাল আর রণযুধী মেয়েমানুষ দেখতে পাবে। মাইনিঙ ক্যাম্পে প্রায়ই ওরকম মেয়ে দেখা যায়। কিন্তু তার বদলে থর্পের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অপকৃপা যুবতী মহিলা।

একটা লেডি, বলেছিল ওরা, এবং আসলেও দেখল তাই। কি বলবে তা মনেমনে সাবধানে গুছিয়ে রেখেছিল থর্প কিন্তু সব ওপটপালট হয়ে গেল।

মেয়েটা সুন্দর, মিষ্টি, একটা হাসি দিল। ‘মিস্টার মাইকেল’



খর্প, তাই না? চেরোকী স্টেশনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। দয়া করে ভিতরে এসো। নইলে তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

‘টুইনি, তুমি কি মিস্টার খর্পকে তার আসন দেখিয়ে দেবে? স্নীজ?’

টলমল পায়ে নিজের সিটে গিয়ে বসল মাইকেল খর্প। টেবিলটাকে হুন্দর একটা লাল “ক্যালিকো” কাপড়ে ঢাকা হয়েছে। একই কাপড় দিয়ে জানালাগুলোতে পর্দাও ঝুলান হয়েছে। যেনেটা ঝকঝকে পরিষ্কার—খাবারের স্মৃগন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওগুলো সুস্বাদু। চারপাশে চেয়ে দেখল সে।

সেই আগের চেরোকী স্টেশনকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। কেবল ফায়ারপ্লেস এবং স্টোভটাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। জানালাগুলোও আগের জায়গাতেই আছে। কিন্তু ঘরটা...ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না।

খর্পের মুখোমুখি বসে কুপ করা স্টেকের প্লেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল টিরেন্স। ‘এটা মোষের মাংস, এবং অনেকেই গরুর মাংসের চেয়ে এটা বেশি পছন্দ করে। হয়ত তুমি এর সাথে পরিচিত, মিস্টার খর্প?’

‘আমি একজন মোষ শিকারী ছিলাম,’ ব্যাখ্যা করল সে, ‘কিন্তু এত সুস্বাদু মোষের স্টেক উপভোগ করার সুযোগ্য এর আগে আর আমার হয়নি।’

‘এটা চেরোকী স্টেশনের বিশেষত্ব, মিস্টার খর্প। এদেশেরই মাংস।’

মাইকেল খর্প একটু দ্বিধা বোধ করছে। একটু রাগও হচ্ছে ওর। তার মনে হচ্ছে যেন ঠকান হল, কিন্তু কোন্ কৌশলে তা পুটুগরাজ

সে ধরতে পারছে না। তার লাইনে বা অন্য কোন স্টেজ লাইনেও এমন খাবার পাওয়া যায় না, আর ইঞ্জিনালে মুক্ত করা এমন সুন্দরী স্টেশন ম্যানেজারও নেই। এমন কিছু সে মোটেও আশা করেনি, এবং এখন সে বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে।

‘আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস—?’ চিকন লোকটার মুখে দাঁড়ি রয়েছে।

‘মিসেস জেমস, স্যার। অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আমি বিধবা।’

‘আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে, কোন স্টেজ লাইনেই আমি এত চমৎকার খাবার খাইনি। এত সুন্দরভাবে গুছান স্টেজ স্টেশনও কোথাও দেখিনি। এখানে কয়েকটা রাত বিশ্রাম নিয়ে কাটাতে আমার ইচ্ছা করছে।’

‘আমাদের এখানে ওই সার্ভিস নেই, স্যার, কিন্তু আশা করি একদিন হবে। যখন হয়, আশা করি তুমি এই পথে আবার আসবে।’

স্টেজ ড্রাইভার দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। ‘আর পাঁচ মিনিট পরেই আমরা রওনা হচ্ছি!’ এবার সে ধর্পের দিকে কিরল। ‘তুমি কি আমাদের সাথেই ...’

‘আমি পরের কোচে যাব। এখানে আমার কিছু কাজ আছে।’ লোকটা ভাড়াহুড়া করে টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল।

ড্রাইভার কোচের ছাদে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতে যাচ্ছিল। ধর্পকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে মন্তব্য করল, ‘মহিলা দেখতে দারুণ, তাই না, বস্?’

‘দেখতে সুন্দর, কিন্তু এই বিপজ্জনক স্টেশন সে চালাতে পারবে

কিনা সেটা আমার দেখতে হবে।’

‘ওর বার্নটা দেখলেই তুমি বুঝবে। পুথের যে কোন সুন্দর গোছালো বার্নের মতই সে ওটা বদলে নিয়েছে। যা কিছু দরকার সব ওখানে হাতের কাছেই রয়েছে। মনে হয় কিছুই তার অজানা নেই।’

কোমরে হাত রেখে স্টেজটাকে অদৃশ্য হতে দেখল থর্প। তারপর অসুস্থাবলের দিকে এগোল সে।

দেখল, দেয়াল থেকে অনেকগুলো কাঠের পেগ বেরিয়ে আছে। বাড়তি বাথার সাজ, কলার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ওখানে সুন্দর ভাবে ঝাড়ি দিয়ে ঝোলান রয়েছে। স্টল আর পিছনের “ট্যাক” কমটাণ্ড পরিষ্কার পরিছন্ন—কোন ধুলো নেই ওখানে। ট্যাক রুমে, ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম মেরামত করার সব যন্ত্রপাতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা আছে।

মেয়েটা কি জানত সে আসছে? নিশ্চয় জানত। আঙুর গাছের লতাপাতার মত এসব খবর ছড়িয়েই পড়ে। আর এমন সুবাহু খাবার লোকজনকে যে খাওয়ায়, চেরোকী স্টেজ ট্রেইলে তার অনেক বন্ধু ছুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু, তা হলেও, এমন পরিছন্ন আর সুন্দরভাবে গোছান স্টেজ স্টেশন সে আর দেখেনি। এত সুষ্ঠু পরিচালনা—অথচ মেয়েটা এখানে আসার তিন সপ্তাহও পূরো হয়নি। থর্পের আসার সংবাদ পেয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে কারও পক্ষে এত কিছু করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

স্টেশনের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। ঘাত্রীটা কি বলেছিল? এই সুন্দর পরিবেশে রাত কাটাতে পারলে সে সুখী হত?

স্টেজ স্টেশন, করাল, বার্ন, ছোট্ট বাড়িটা, সব মিলিয়ে একটা

সুন্দর সময়র আছে। চারপাশে চেয়ে দেখল সে; সত্যিই সুন্দর। কিন্তু নিকি স্টেশন ঢালানোর সময় এটা কখনও তার চোখে পড়েনি। মেয়ে হয়েছে সে স্টেশনের অনেক উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু নিকি ওয়ালটনকে কিভাবে স্যাক করল?

মেজর জেমস না পারলে তার নিজেকেই কাণ্ডটা করতে হত, কিন্তু সেটা সহজসাধ্য হত না। মারপিট একটা হতই।

আরেকটা চিন্তা তার মনে এল—বুন এখানে কি করছে? সে ঘোড়ার দলটাকে এগিয়ে এনেছিল, তারপরই অদৃশ্য হয়েছে। আর সেই ছেলেটা? কি যেন ওর নাম?

এখন আর খপ্পর মনে সংশয় নেই। মহিলা এই স্টেশন ঠিকই ঢালাতে পারবে। ওর মনে একটাই সন্দেহ, মহিলা যাদের কাজের জন্য নিয়োগ করে, তারা মেয়েটার আদেশ মেনে চলেবে তো? আর, আউটল? ওদেরই না সে কিভাবে সামলাবে?

আর একটা কথা, উইলবার স্টোন এখন কোথায়? এই এলাকার কাছে যদি সে থাকে, তবে নিশ্চয় একটা সেক্স ডাকাতির প্লান আঁটছে। শিপথিরই ঢালান করার জন্য পাহাড় থেকে সোনা আসতে আরম্ভ করবে। এবং টেড বুনই বা এখানে কি করছে?

আড়চোখে স্টেশনের দিকে চাইল খপ্প। মুহূর্তের জন্য একটা নীল পোশাকের ঝিলিক দেখা গেল জানালায়। হঠাৎ তার মন হিংসায় ঝলে উঠল।

অবশ্যই! অন্ধ সে; তাই বুনের এখানে থাকার কারণ এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। টিরেসা জেমসের আকর্ষণই ওকে ধরে রেখেছে। মহিলাকে সে এখানে রাখলে, এখন আরও বেকার আর ভবঘুরে লোক এখানে এসে জড় হবে। চিন্তাবিভ ভাবে স্টেশনে ঢুকল খপ্প।

‘এক কাপ কফি দেব, মিস্টার থর্প?’

মেয়েটার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। ‘ভাল কথা, তোমার কি লিঙ্কন আপটেনের সাথে পরিচয় হয়েছে?’

‘আপটেন? না, মনে হয় না পরিচয় হয়েছে। কে সে?’

‘একজন ব্যাংকার—এই এলাকায় সবচেয়ে বড়। পাহাড়ের স্তপাশে কয়েক মাইল দূরেই ওদের একটা সুন্দর বাড়ি রয়েছে। ওর বেশ কিছু ভাল ঘোড়াও আছে। মানেমানে ওর কাছ থেকে আমরা কিছু ঘোড়াও কিনেছি। লোকটা পুঁবের। ভাল লোক, সম্ভবত নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে।’

কফিতে চুমুক দিল থর্প। ‘হয়ত তুমি জান না মিসেস জেমস, আমি তোমার স্বামী টি. ও. জেমসকে চাকরিটা অফার করেছিলাম, তোমাকে নয়।’

‘আমার স্বামী’ পশ্চিমে আসার পথে মারা পড়েছে। আমাদের নামের পঞ্চম অক্ষর ছাটে’ একই ছিল। সে ছিল টিম ওলিভার, আর আমি হচ্ছি টিরেসা ওলিভিয়া। কাজটা আমার খুব দরকার ছিল, এবং আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমি পারব। এখন আমি নিশ্চিত।’

‘দেখা যাচ্ছে, তুমি শক্ত হাতেই হাল ধরেছ। কিন্তু তোমার অতীত সম্পর্কে কিছু বলবে কি?’

‘আমার বাবার মোটামুটি বড় একটা র‍্যানটেশন ছিল। অনেক ঘোড়া আর সেইসাথে বিভিন্ন প্রকার গাড়িও ছিল। এবং আমাদের বাসায় প্রায়ই পাটি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। বাবার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই আমাকেই সে ছেলের মত করে সব শিখিয়ে মানুষ করেছে।’

‘বুদ্ধিমান। তুমি জান এটা ইন্ডিয়ান এলাকা?’

জানি।’

‘এখানে আউটলদের সংখ্যাও কম না।’

‘ওই রকমই শুনেছি।’

‘আক্রমণ এলে তুমি কি করবে?’

‘আমার আগে যারা ছিল, তারা কি করেছে?’

‘ওরা নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, কেউমা মরেছে।’

‘তোমাদের কিছু ঘোড়াও চুরি হয়েছে?’

‘ইণ্ডিয়ানদের কাছে ওটাই সবথেকে মূল্যবান জিনিস।’

‘আমার কাছে একটা হেনরি রাইফেল আছে, মিস্টার থর্প।

আমি এখানে পৌঁছানর আগেই কিছু ঘোড়া চুরি গেছিল—সেগুলো আমি উদ্ধার করেছি। আমার মনে হয় না তোমার এমন কোন লোক আছে, যে কাজটা আমার চেয়ে ভাল করতে পারত।’

‘সম্ভবত নেই। কিন্তু তোমার মত গুণী একজন—’

‘আমি এমন একজন মহিলা যার চাকরিদরকার, মিস্টার থর্প।

তবে আমি যা বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে গুণ কিংবা আমি যে নারী এটা এখানে বড় সমস্যা নয়—তোমার মনে যেটা প্রধান প্রশ্ন সেটা হচ্ছে? কাজটা কি আমি পারব?’

‘আমার মনে হয় আমি পারব। আমি যাত্রা শুরু করেছি, সারা।

তোমার কাছে আমি কেবল কিছুটা সময় চাই। ইণ্ডিয়ান আর আউটলদের কথা’ তুমি বলেছ—তোমার কিছু লোকও যারা গেছে, কিছু আহত হয়েছে। কিন্তু আমি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।’

কক্ষির দিকে চেয়ে রইল থর্প। এ কি ধরনের স্বপ্নেলা হল? ভেবেছিল এখানে এসে মেয়েটাকে জানিয়ে দেবে এটা অসম্ভব, তারপর আর কাউকে ওই জায়গায় বসাবে। কিন্তু স্টেশনটাকে

এমন সুন্দর অবস্থায় দেখবে তা সে ভাবতেও পারেনি। এমন একজন মহিলা চার্জে আছে, তাও সে আশা করেনি।

সে কিছু বলার আগেই মেয়েটা আবার বলল, 'আমার মনে হয় তুমি এখনও আমার সাপ্লাই লিস্ট চেক করে দেখার সময় পাওনি। ওখানে কয়েকটা অস্বাভাবিক সামগ্রীর কথা লেখা আছে।

'আমি সজির বীচি আর আলুর বীজ বোনার অনুরোধ জানিয়েছি। আমাদের যদি এখানের মানুষকে খাওয়াতে হয়, তবে তা কিনে আনার কোন দরকার আমি দেখি না। কারণ, স্টেশনের পিছনে যা জায়গা আছে, তাতে একটু পরিশ্রম করলেই আমরা দরকার মত সস্তি উৎপাদন করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

'আমি স্টেশনের পিছনে একটা ক্ষেত বা বাগান গড়ে তুলতে চাই। অস্তুত আমরা অচ্ছ, ইন্ডিয়ান কর্ন, গাজর, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, এইসব নিজেরা চাষ করলে, খাবার নিয়ে আমাদের কোন ঝামেলা হবে না। তাজা সজি পাব—কিনে এনে বাসী সজি আর যাত্রীদের খাওয়াতে হবে না। ওগুলো আমরা নিজেরাই স্টেশনের পিছনের জমিতে জন্মাতে পারব। আমার বিশ্বাস, এতে আমাদের তিন ভাগের এক ভাগ খরচ কমে যাবে।'

'হ্যাঁ, চিন্তা ধারাটা চমৎকার। তবে একটা কথা ভাবছি, তুমি মোঘের মাংস কোথায় পেলেন?'

'মিস্টার বুন একটা বাফেলো শিকার করেছিল—এটা তারই সৌজন্যে। পুরোটাই সে আমাদের দিয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ। বুন। দেখলাম ও বোড়ার টিমটাকে নিয়ে এল। তুমি কি তাকেও আমার অন্ত্রমতি ছাড়াই কাজে নিয়েছ?'

'না, তা নয়। মাল আজকেই শুনলাম,' সে নাকি স্টেজ লাইনে

কাজ করছে। ও আমাকে একটু সাহায্য করার জন্যেই। এখানে আছে।’

‘টেড বুন ? আমাদের সাথে ?’

‘নিশ্চয়, সে বলল, স্টাড পেলি তাকে কাজে নিয়েছে। অবশ্য, আজকের আগে কথাটা সে কাউকে জানাননি।’

‘টেড বুন ? আমাদের স্টেজ-লাইনে কাজ করছে ?’

‘হ্যাঁ। সে আমাকে বলল স্টাড পেলি তাকে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুক্ত, বা স্টেজ লাইনের জন্য আরও ঘোড়া ছোঁগাড় করার কাজও ওকে দিয়েছে।’

মনেমনে নিজেকেই গাল দিল সে। তাকে কথাটা কেন জানান হয়নি ? অবশ্য জানানোর কথাও না, কারণ স্টেজ লাইনের জন্য ঘোড়া ছোঁগাড় করা স্টাড পেলির নিজস্ব দায়িত্ব। ওইসব ঘোড়া দিমোরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত যেকোন লাইনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

‘ওই কাজের জন্য লোকটা ভালই হবে। ওনেছি ওর বুনো ঘোড়া সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।’

টিরেনা উঠল। খর্প ওর দিকে চেয়ে আছে। প্রথমে নোদা, তারপর নিজের মেয়ে টুইনির সাথে সে কিছু কথা বলল। দীর্ঘ কফিতে চুমুক দিচ্ছে খর্প। কফি আর রান্নার গন্ধ ওর ভাল লাগছে। আর, প্রায় নিঃশব্দ মেয়েদের নড়াচড়াও ওর ভাল লাগছে।

একটা ছোট ছেলে এসে টেবিলে বসল। ছোট মেয়েটা প্লেটে করে ওকে কিছু ‘কুকিস’ বিস্কিট এনে দিল।

‘মিসেস জেমস ? এক মিনিট তোমার সাথে কিছু কথা বলতে



পারি?’

‘দয়া করে আমাকে টিরেসা বলেই ডাকবেন, মিস্টার থর্প। বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে।’

‘আমি তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করা দরকার বলে মনে করছি। এদিকেই কোথাও কিছু আউটল আস্তানা গেড়েছে বলে শোনা গেছে। আমরা সঠিক জানি না সেটা কোথায়—আমাদের বাকি এজেন্টদেরও সাবধান করা হয়েছে, তোমাকেও করছি ; ওরা কিন্তু সাধারণ আউটল নয়। ওদের একজনের নাম হচ্ছে উইলবার স্টোন।’

‘ওরা আমাদের ছোড়া চুরি করার চেষ্টা করবে?’

‘না, তা নয়। উইলবার আরও গভীর জলের মাছ। কখন আমরা সোনা শিপমেন্ট করি সেই দিকেই তার বেশি ঝোঁক।

‘ওদিকে পাহাড়ে মাইনিঙ চলছে। ওরা চেরি ক্রীক এবং আরও কয়েক জায়গায় সোনা খুঁজে পেয়েছে। শিগগিরই আমাদের স্টেজেই ওগুলো পূবে নেয়া হবে। আমার বিশ্বাস উইলবার স্টোন সেই অপেক্ষাতেই আছে।’

‘আমরা সাবধান থাকব,’ জনাব দিল টিরেসা।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

ছয়

বাক্স পড়ার আঙুলে টিরেসার ঘুম ভাঙল। এক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে থাকল। ঘরটা অন্ধকার—কিন্তু নে জানে ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। সাবধানে সে দিছানা থেকে নামল, খেন টুইনির ঘুম না ভাঙে। চট করে সেভেল পরে, হাউস-কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে। নিঃশব্দে সামনের ঘরে এসে জানালা দিয়ে স্টেজ স্টেশনের দিকে তাকাল সে।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিতরে আলো জ্বলছে। আকাশে বিহ্বল চমকের আলোয় যে অবাক হয়ে দেখল হিচিং প্রেইলে একটা অঁচেনা ঘোড়া ধাঁধা রয়েছে—ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো রয়েছে।

এই অসময়ে ?

ক্রত নিজের কামরায় ফিরে বাইরে বেরোনের মত পোশাক পরে নিল সে। গর কাছে পিস্তল নেই। হেনরি রাইফেল হাতে বেরোন—তাকে কি বোকা-বোকা লাগলে না ? কিন্তু, যদি —?

এক পশলা জোর বৃষ্টি হল, তারপর টিপটিপ করে পড়তে লাগল। একটা মোটা ইণ্ডিয়ান কখন নিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢেকে বারান্দা

থেকে নেমে জুতপায়ে স্টেশনের দিকে এগোল টিৱেসা।

কমল থেকে বসটির ফোঁটা কেড়ে আড়চোখে বার্নের দিকে চাইল সে। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে রয়েছে। শীতের মধ্যে রাতে ওই দরজা সবসময়েই বন্ধ রাখা হয়। কেবল ঘোড়া বের করার সময়েই ওই দরজা খোলা হয়। ঘুরে দরজা খুলে স্টেশনে ঢুকল সে।

টেবিলে বসা লোকটা চমকে দরজার দিকে ফিরল। ওর একটা হাত পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মেয়ে টুকেছে দেখে শেষে হাত সরিয়ে নিল।

লোকটা শক্তিশালী, ক্লফ চেহারা। হ্যাটটা পিছনে ঠেলে রাখায় ওর নিষ্ঠুর মুখটা দেখা যাচ্ছে। গালে একটা ক্ষত চিহ্ন আছে তাতে চামড়ায় টান পড়ে মুখটা একটু বিকৃত দেখাচ্ছে। এমন চেহারা যে একবার দেখলে আর ভোলার উপায় নেই।

‘মাম ?’ নোরার কণ্ঠস্বর শান্ত আর স্বাভাবিক। ‘এই ভদ্রলোক একটা ছোট ছেলে সম্পর্কে খবর নিতে এসেছে।’

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। ‘ও আমার হয়ে কাজ করত, পরে পালিয়ে যায়—ওকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমি।’

কমলটা ভাঁজ করে বেকের ওপর রাখল টিৱেসা। ‘কিন্তু সে যদি ফিরে যেতে না চায় ?’

‘তাহলে ওকে আমার জোর করেই ধরে নিয়ে যেতে হবে, মাম। ছেলেটাকে পাঁচ বছরের জন্য আমার কাছে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা এখনও পুরো হয়নি।’

‘এসবের কাগজ-পত্র তোমার কাছে আছে ?’

‘কিসের কাগজ ?’

‘অ্যাপ্রেসিটসের জন্য কিছু কাগজ পত্র সংগ্রহ করার দরকার হয়।’

‘এসব আনতে আমি ভুলে গেছি, ম্যাম ।’ আবার হাসল সে । হাসিটা সহিষ্ণু, কিন্তু চেহারায স্পষ্ট কৌতূকের আভাস । ‘এর পরে যখন এই পথে আসি, তখন তোমাকে আমি দলিল দেখাব । কিন্তু ছেলেটাকে আমার চাই । ওর নাম জ্যাক সন্টার্স : আমার বিশ্বাস, ছেলেটা এখানে তোমার জন্যে কাজ করছে ।’

টিরেসা জেমস টেবিলের পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে একটা কাপে কফি ঢেলে নিল । ‘আমার বিশ্বাস এসব সমাধানের জন্যে আমাদের লাপোর্ট গিয়ে জাজের সাথে দেখা করা দরকার ।’

লোকটার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল । লোকটা বিরক্ত হয়ে উঠছে । ‘আমার পক্ষে এতক্ষণ দেরি করা সম্ভব হবে না । রুস্তির মধ্যে আমি এতদূর পথ এসেছি । ওকে না নিয়ে—’

‘তুমি কোথা থেকে এসেছ, মিষ্টার--?’

‘উইলিয়ামস,’ জবাব দিল সে । ‘আমি ওদিকে প্রায় ওয়াশিংটন বর্ডারের কাছে থেকে এসেছি । এখন ছেলেটাকে তুমি আমার হাতে বুঝিয়ে দিলে—’

‘আমি প্রস্তুত, ওকে তুমি এখন পাবে না । তুমি লাপোর্টে জাজের সাথে দেখা করার আগে এসব কিছুই সম্ভব নয় । সে আরও বলল, ‘আমার বিশ্বাস হয় না যে তোমার সাথে যেতে চায় ।’

‘ম্যাম, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, ওকে ছাড়া আমি কিছুতেই ফিরব না । কিংবা—’

‘কিংবা কি, মিষ্টার উইলিয়ামস ? ছেলেটা আমার এখানেই আছে । কিন্তু আমার কেয়ারে । কোন জাজের নির্দেশ ছাড়া ওকে তোমার হাতে তুলে দেব না আমি ।’

‘যদি জোর করে নিয়ে যাই?’

‘পেট ভরা দীসা নিয়ে কতদূর যেতে পারবে তুমি?’ স্বাভাবিক, এবং প্রায় মিষ্টি সুরেই বলল সে। লোকটার ওপর থেকে চোখ ফেরান না টিরেনা। হাতে গহম কফি।

টেড বুন আরও পিছন দিকে রান্না ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওর হ্যাঁটটা ভিজে, জ্যাকেট থেকে পানি করছে।

‘হাওডি, বুন।’ উইলিয়ামসের স্বর টেড বুনের মতই শান্ত। ‘তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।’

‘স্টেজ লাইনের জন্যে কিছু ঘোড়া জোগাড় করার চেষ্টায় আছি। এটাও রোজগারের একটা উপায়।’

‘হ্যাঁ, কাজটা তোমার পছন্দ হলে কারণে কিছু বলার নেই। যদি আরও বাঁচতে চাও তবে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাক। তবে ছেলেটাকে আমরা চাই, বুন।’

‘একটা কিশোর ছেলে নিয়ে বেশি বাড়ানাড়ি হবে যাচ্ছে না?’ বলল বুন। ‘ভদ্রমহিলার কথা তুমি শুনেছ—জাজের অনুমতি না পেলেন কিছু হবার নয়।’ হঠাৎ হাসল সে, চমৎকার ঝিলিক দেয়া হাসি। ‘তবে এটা আমি হলপ করে বলতে পারি জাজের সামনে যাওয়া তোমার জন্য নতুন কিছু হবে না।’

কফির কাপটা ধীরে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে। তারপর হাতের আঙুলগুলো টেবিলের প্রান্তে রাখল। ভাবে বোঝা যাচ্ছে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে লোকটা।

‘ওই চেষ্টা করো না, উইলিয়ামস,’ সাবধান করল বুন। ‘তাহলে ভোরের আলো দেখার সুযোগ তোমার হবে না।’

ধীরে ওর হাত দুটো টেবিলের মাঝের দিকে সরে গেল। এক স্টুতরাজ

হাতে সে কফির খালি পেয়ালাটা ধরার চেষ্টা করেছে : ‘ওরা এটা পছন্দ করবে না,’ ক্যাসকাসে গলায় বলল সে । ‘ছেলেটাকে নেয়ার জন্যে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে ।’

‘ওরা যাই বলুক, ছেলেটাকে শাস্তিতে থাকতে দাও,’ বলল বুন । ‘তোমরা যদি ওকে বিরক্ত কর সে হয়ত ভয় পেতে পারে—বা পাগল হবে । এতে তোমাদের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি ।’

‘ওসব কথা তুমি উইলবার স্টোনকে শুনিও ।’

বুন, উইলিয়ামসের মুখোমুখি বসল । ‘স্টোনের দাখে আমার মতের মিল কোনকালেই হয়নি । কখনও না । তুমি ওকে জানিও ছেলেটা ভালই আছে, এর মধ্যে সে যেন নাক গলাতে না আসে—এলে তার ফল শুভ হবে না ।’

‘এতটুকু ছেলে যে এত চতুর হতে পারে, তা ভাবছি যায় না । কোন চিহ্ন না রেখেই সে যেমালুম অদৃশ্য হয়েছিল । ভার্জিনিয়া ডেল-এ একজনের মুখে শুলাম এখানে ছোট একটা ছেলে কাজ করেছে । নইলে ওর ঠিকানা আমি কোন মতেই পেতাম না ।’

উইলিয়ামস তার কফি কাপটা বিশেষ করল । শেষ বিন্দু পর্যন্ত খেল । ‘ওকে তুমি রাখতে পারো, এতে আমার কিছু আসে যায় না । তবে, ছেলেটা চোর—টে’নির বুট লোকটা মারা যাওয়ার পর সে চুরি করেছে ।’

‘মিথো কথা !’ দরজার কাছ থেকে প্রতিবাদ করল ওয়াট সর্জার্স । টোনি নিজেই আমাকে ওগুলো খুলে নিতে বলেছিল । সে মাকে কথা দিয়েছিল বুট পরা অবস্থায় ও মারা যাবে না । তারপর আমাকে বলল বুট ছোড়া প্রায় নতুন, ওগুলো আমি রাখতে পারব ।

‘আমি বলেছিলাম শুধু! আমার জন্যে বেশি বড়। সে জবাব দিয়েছিল, একদিন আমি বড় হব— তখন শুঁটা আমার পায়ে লাগবে। সে আমাকে বলেছিল তোমাদের সঙ্গে আমার বয়সের জেলের জ্ঞান ভাল নয়।’

টরেন্সার দিকে চোরা চাহনিতে চেয়ে একটু লাল হলো উইলিয়ামস। ‘এমন কথা সে বলেছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহাড়া টোনি কথা বলার কে?’

‘তোমাদের মধ্যে সে-ই সবথেকে ভাল ছিল,’ বলল বুন। ‘নইলে ওকে কেন খুন করা হল?’

উঠে দাঁড়াল উইলিয়ামস। ‘আমি যাচ্ছি।’

‘ঠিক আছে। তুমি উইলবার স্টোনকে জানিও ছেলেটা আমার বন্ধু।’ এবং এই স্টেশনে যারা আছে তারাও তাই। কথাটা ওর কানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তোমার।’

উইলিয়ামস চলে যাওয়ার পর নিজের জন্য তৈরি নাশভ। খেল টরেন্সা। বুনোর মুখোমুখিই বসেছে সে। ‘অদ্ভুত প্রকৃতির বন্ধু-বান্ধব তোমার আছে, মিস্টার বুন।’

হাসল বুন। ‘এই দেশটা বড় হলেও বেশি লোক নেই। আজ হোক আর কাল হোক সবাইকেই তুমি চিনবে। কিন্তু এটা জেনো আউটলরান্ড ভাল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই যুক্ত করেছে।’

‘শোন, বলছি। এইমাত্র তুমি উইলিয়ামসের সাথে কথা বললে — সে একজন আউটল। তুমি নিকি ওয়ালটনের সাথেও পরিচিত। লোকটা খারাপ কি ভাল, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।’

এবার হাসল বুন। ‘আমার মনে হচ্ছে, মিসেস জেমস, তোমারও কিছু নিচির চরিত্রের বন্ধু আছে।’

সেও হাসল। ‘তা আছে, ওয়াটের পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘দরকার হলে সে-ও আমার জন্যে এটা করত। কারণ শু সত্যিই পশ্চিমের মানুষ। এখানকার বেশিরভাগ লোকই বাইরের।’

‘তুমিও, মিস্টার বুন?’

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল টেড। ‘স্টেজ থেকে তোমাকে কিছু বই নামাতে দেখেছি। তুমি কি অনেক পড়?’

‘হ্যাঁ, পড়ি।’

‘চেয়েছিলাম, কিন্তু বেশি বই পড়া আমার হয়নি,’ একটু লজ্জিতভাবেই বলল সে। ‘সব সময়ই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তবে কিছু বই দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এক সময়ে মিসৌরিতে একটা দোকানে আমি কাজ করেছিলাম। ওদের কাছে অনেক ধরনের বই ছিল। যারা পশ্চিমে আসছে, তারা শুধু লোক কিনত। আমার বিশ্বাসই হয় না এত লোক বই পড়ায় আগ্রহী। পড়তে না জানলেও ওরা ভেঁটা চালিয়ে গেছে।’

‘কারণ কাছে যদি একটা বই থাকে, সে কখনও একা হয় না, মিস্টার বুন। বই তোমার সাথে কথা বলবে, যখনই চাও। তুমি বই বন্ধ করে চলে গেলেও বই তোমার ফিরে আসার অপেক্ষা করবে।’

ফেরার পিছনে ঠেলে টেড উঠে দাঁড়াল। ‘আমার এখন যাওয়া দরকার। একটু পরেই স্টেজ এসে হাজির হবে, ঘোড়ার দলটাকে তৈরি রাখতে হবে।’

ওর পিছন পিছন ওয়াটও বেরিয়ে গেল। ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখল টিরেসা। তারপর বলল, ‘লোকটা অদ্ভুত নোরা!’



‘হ্যাঁ, চেহারাও ভাল,’ বলল নোরা। ‘ওর চেহারা নিখিকার।  
‘চমৎকার লোক।’

‘আমারও তাই বিশ্বাস! আমার স্বামীও ভাল মানুষ ছিল।  
ওর কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে।’

‘তোমার বয়স খুব কম।’

চট করে আড়চোখে নোরার দিকে চাইল টিরেসা। ‘আমি  
ওই কথা ভাবছিলাম না। জেমস চমৎকার লোক ছিল—এমন  
মানুষ আমার কপালে আর আছে কিনা সন্দেহ।’

‘এর সম্ভাবনা কম, মাথ। কিন্তু কিছু কিছু মহিলার ভাল  
মানুষকে আকর্ষণ করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে।’

স্টোভের কাছে গেল নোরা। ‘আমি কিছুটা স্টুপি খরম করি—  
আজকের সকালটা বিচ্ছিন্নি রুম ভেঙা, আর স্নানঘরে।’

টিরেসা জানালার কাছে গিয়ে বাইরে বাস্তার দিকে তাকাল।  
এখানে আলার পুর সে আর বাইরে কোথাও যায়নি। স্টেশনটাকে  
পরিকার আর সুন্দর করে তুলতেই পুরোটা সময় তার শেষ হয়েছে।  
আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেলে হয়ত একটা ঘোড়া নিয়ে সে উপভা-  
কাটা ঘুরে দেখবে—কিংবা লাপোটও যেতে পারে।

শহরটা ছোট হলোও পুরনো। একবার শুটাকে রাষ্ট্রের রাজধানী  
করার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেনা পাওয়া গেছে বলে ডেন-  
ডার দ্রুত বেড়ে উঠল। লাপোট, যাওয়া টিরেসার অন্য একান্ত  
চফনী হয়ে পড়েছে। কিছু সাপ্লাই না আনলে তার আর চলবে না।  
ঘোড়া রাখার জন্য একজন লোকও ওর দরকার—বিন কেবল কয়েক-  
দিনের জন্য সাহায্য করছে।

ভাদের ওপর বস্তির ফোঁটা পড়ার আঙগাজ মিষ্টি শোনাচ্ছে।

নোরা স্টোভে কাঠ চাপাল। ঘর গরম করার জন্যে কার্যারম্ভে স্টা এখন ওরা কমই ব্যবহার করে। তবে, খোলা আগুনই টিরেসার বেশি পছন্দ।

আজ সকালের ঘটনাবলীতে ওর চিন্তা মোড় নিল। ওই লোক-গুলো ওয়াটের কাছে কি চায়? সে বুঝেছে, উইলিয়ামস সন্দেহ-জনক চরিত্রের লোক। হুতুবা একজন জাউটল। আর ওয়াটই বা কে? টোনি, যার কথা ওরা বলছিল—বোবাই যায় লোকটা। ওয়াটের দাবী নয়, তাহলে ওদের মধ্যে কি সম্পর্ক? বুনকে জিজ্ঞেস করলে সে। হুতু লোকটা তাকে কিছুই বলবে না। এইসব পশ্চিমের লোকের ভাগ কিছু বলার না থাকলে অন্যকে নিয়ে আলোচনা করার অভ্যাস নেই।

বড় একটা টিরেসা। এর আগে সে এত ব্যস্ত ছিল যে এসব কথা ভাবারই অবকাশ পায়নি। মন খুলে কথা বলার মত একজন লোকও এখানে নেই।

হ্যাঁ, টেড বুন তাকে বই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। টুইনি আর ওয়াটকে বইগুলো সে পড়ে শোনাবে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রুটিভেজা সকাল দেখতে দেখতে আপন মনেই ভাবছে। এখানে যেসব মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়েছে, তাদের কথাই নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখছে।

ওত্থেকেই ভিতরে-ভিতরে খুব শক্ত, এবং নিজেরটা দেখার দারিদ্র্য তারা নিজেরাই পালন করে। কেউ কারও দয়া বা করুণা গ্রহণ করতে রাজি নয়। স্বেচ্ছাতেই ওরা আত্মনির্ভরশীল।

বুন আস্তাবলের কাজ সেয়ে ফিরলে টিরেসা ওর কাছে কথাটা তুলল। ‘মাদম? তুমি কি এছাট দাঁতাদের কখনও ভাল করে লক্ষ্য

করেছ ? কেউ যদি ব্যথা পায়, বেশিরভাগ সময়েই মা কাছাকাছি না থাকলে ওরা কঁদে না । শোনার কেউ না থাকলে কঁদে কি লাভ ? এদেশে নিজেরটা নিজেই করতে হয় নইলে কাজটা পাড়েই থাকে ।

‘কেউ আহত হলে লোকে তাকে মাঠাঘা করবে, তারপর নিজের কাছে যাবে । ওরা তোমাকে নদী পার হতে, বা কাদা থেকে ওরা-গন টেনে তুলতে এগিয়ে আসবে ।’

‘মিটার বুন, সম্ভবত তোমাকে লাবধান থাকতে বলটা অবাস্তব । তবু তুমি খুব সতর্ক থেক । উইলিয়ামস লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি, যুদ্ধের মধ্যে যে সব গেরিলা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করে-ছিল, ও তাদেরই একজন ।’

‘খুবই সত্তর ।’

‘আমার স্বামী । পশ্চিমে রওনা হয়ে ওদের লীডারকে দেখতে পায় । অভিযোগ করার উদ্যোগ নিতেই সে গুলি করে জেমসকে হত্যা করে । অথচ আমার স্বামী খুব ভাল গুলি চালাতে পারত ।’

‘ভাল গুলি ছুঁড়তে পারা ভিন্ন জিনিস । মারেসাকে সেটা যথেষ্ট নয় । এপানকার পিস্তলবাজ কথা বলে সময় নষ্ট করে না ।’

‘তা ঠিক । জেমস এটা মোটেও আসা করতে পারেনি । লড়তে প্রস্তুত ছিল সে—কিন্তু অন্য লোকটা তাকে পিস্তলের ফিতে খোলাদণ্ড প্রয়োগ দেয়নি ।’

‘তুমি জান লোকটা কে ছিল ?’

‘ওর নাম টিমথি হোয়াইট ।’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## সাত

এক সুস্থূর্ত ঘরে নীরবতা বিরাজ করল। স্টোভে একটা কাঠ গুঁজে দিল টিরেনা। নোরা এগিয়ে ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘মাম ? তাহলে কি কোন ঝামেলা বেধেছে ?’

টেড বুন নিশেফে ককির কাপটা নাহিয়ে টেবিলের ওপর কনুই রেখে বসল। ‘মাম ? তোমার কি জানা আছে টিমথি হোয়াইট কেন তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে ?’

‘হয়ত সে ভেবেছিল জেমস তাকে চ্যালেঞ্জ করবে। হয়ত তার নিজেরই গুলি বেয়ে মরার চান্স আছে বলে আশঙ্কা করেছিল।’

‘আমার কথা শোনো,’ বলল বুন, ‘এদং মনোযোগ দিয়ে শুনো। তুমি একজন বুদ্ধিমতী মহিলা, তোমাকে বেশি বলার দরকার নেই।’

‘টিমথি হোয়াইট নিজেকে “কর্নেল” টিমথি হোয়াইট বলে পরিচয় দিচ্ছে। তার এই দেশের গভর্নর হুওয়ার্ডও কথাবার্তা চলছে। সে এখন ডেনভারে থাকে, এবং জাঁকজমকের সাথেই আছে। বড়-বড় লোকজনের সাথে তার গুঠা-বসা। চার্চে যোগ দিয়েছে সে— জ্ঞানে কোয়াইয়ারেঞ্জ (গানেঞ্জ) সে অংশ নেয়। পাবলিক

মিটিঙেও তার খুব দাপট :

‘তোমার স্বামীকে দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল তার এতসব স্বপ্নের অবসান ঘটেছে । প্রাক্তন কনক্কেডারেট সৈনিককেও হয়ত লোকজনের মেনে নিতে আপত্তি হবে না, কিন্তু গেরিলাকে কেউ চাইবে না । পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে ওকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেয়া হবে । সে দাবি করেছিল নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই সে গুলি ছুঁড়েছে—কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় । তোমার স্বামী মুখ খোলার আগেই তাকে হত্যা করতে না পারলে তাকে সব হারাতে হত—ঠিক তাই সে করেছে ।’

‘মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক ।’

‘এথেকে আর কোন কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না, মাম ?’

‘নিশ্চয়, মিস্টার বুন । বুঝতে পারছি আমাদেরও ওর হত্যা করতে হবে । আমি এখানে আছি জানলেই সেই চেষ্টা করবে লোকটা ।’

‘সে কি তোমাকে কখনও দেখেছে ?’

‘না, আমাদের দেখা হয়নি ।’

‘অবশ্য এতে তোমার কোন সুবিধা নেই । তুমি এখানে আছ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে । আর, সে গুন-বেই । পুরো স্টেজ লাইনেই লোকজন তোমার কথা বলাবলি করেছে ।’

‘আমার কথা ?’

‘মাম, তুমি একজন অপূর্ণ সুন্দরী মহিলা, আর সুন্দরী মহিলা এট অঞ্চলে বিরল । আগে হোক পরে হোক তোমার কথা তার কানে পৌছবে । তোমাকে চিনতে ওর দেরি হবে না । হয়ত উইলিয়ামসই ওকে খবর দিতে ছুটবে ।’

‘না, আমার বিকাশ সে আমাকে দেখতে পায়নি। বরং আশ্রয় দেয়ার সাধেসাধে জানালা দিয়ে ওকে দেখেই আমি টুইনিকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলাম।’

একটু থামল সে। ‘মিস্টার বুন ? ওরা ওয়াটিকে কেন চায় ?’

‘তুমি আঁচ করতে পারনি শুনে অবাক লাগছে। ওরা ওকে নিয়ে যেতে চায় কারণ ওদের আস্তানা ওয়াট চেনে। বুঝতেই পারছো, ওদের ভয়, ছেনেটা হয়ত আইনের লোকের কাছে সেটা ফাঁস করে দিতে পারে। ওরা হয়ত ছেনেটাকে আটক করে রাখবে, কিংবা মেরে ফেলবে।’

‘একটা ছোট বাচ্চাকে খারবে ?’

‘মাম, লরেন্সভিলের আরও কয়েকটা জায়গায় ওরা মেয়েদের, বাচ্চা, এবং বুড়োদেরও হত্যা করেছে। তাছাড়া এখন ওরা অনেক বেশি টাকার বাজি ধরেছে। টিমথি হোয়াইট কেবল গভর্নর হতে চায়, তাই নয়—সে শেষ পর্যন্ত লড়বে। তোমার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল, মিসেস জেমস। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে আর কোথাও চলে যাও।’

‘তা আমি পারি না।’ সরাসরি বনের চোপের দিকে চাইল টরেন্স। ‘এখন এটাই আমার বাড়ি। এটাই আমার জীবিকা। আমি বেঁচে থাকতে, টিমথি হোয়াইট কোনদিনই গভর্নর হতে পারবে না।’

‘সে-ও তা জানে, মাম। সে আরও জানে এই স্টেজ স্টেশন ৬১লাতে হলে তোমার লুকবারও কোন জায়গা থাকবে না। স্টেজের যে কোন খাত্তী বনের মধ্যে লুকিয়ে তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে।’

‘এটা আমার কাজ, আমি এখানেই থাকব।’

অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চাইল বুন। ‘ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সাবধান থেক, খুব সাবধান।’

‘লোকটা এমন একজন, যে আমার ঘর পুড়িয়েছে। আমাদের সব গন্ধ-ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তারপর আমার স্বামীকেও খুন করেছে। হ্যাঁ, সত্যক আমি নিশ্চয় থাকব, মিস্টার বুন। কিন্তু আমি ডেনভারে গিয়ে ওদের সব কথা জানাব।’

‘তোমার মুখের ওপর হাসি দে সে। তুমি আমার কথা শোনোনি, মাম ? সে এখন চার্চে গায়, সেখানে ধর্মীয় গানও গায়। ভাল কাজে অনেক টাকাও খরচ করে। সে জনসমাজের একটা স্তম্ভ। আর তুমি কে ? একটা স্টেজ শেডের ঢালাও তুমি—তার মত প্রতিপত্তিও নেই, টাকা পয়সার জোরও তেমন নেই। অন্তত ওরা নেটাই দলবে।’

ঠিকই বলেছে। বুন চলে যাওয়ার পরেও একটা চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করল টিৱেন্স। নোরা টেবিলের ধারে ওর কাছে এসে। ‘মাম, তোমাদের যা কথা হল সবই আমি শুনেছি। তবু আড়ি পেতে গোপনে শুনি নি—কথা এমনিতেই আমার কানে এসেছে। তোমার সাবধান থাকা দরকার, মাম।’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করল টিৱেন্স। ‘আমার সত্যক থাকতেই হবে। টুইনি আর ওয়াটারের কথাও আমাকে ভাবতে হবে।’ একটু হাসল টিৱেন্স। ‘দেবেছ, ওকে আমি এরমধ্যেই পরিবারের একজন বলে ভাবতে শুরু করেছি।’

‘ছেলেটা ভাল, মাম। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, তবে সে টেবিলের ভিত্তি। শেখার জন্যে তোমাকে আর টুইনিকে খুব খেয়াল করে লক্ষ্য করে। প্রতি সকালে সে তার বিছানাও পরিপাটি

করেই রাখে।’

কথাগুলো টিরেসা শুনল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। টিমথি হোয়াইট খানাপ তৈরি বটেই, নির্দ্বন্দ্ব সে। লোকটা একটা পাবলিক অফিসে কাজ করবে বা গভর্নর হবে, ভাবতেও তার মা শিউরে উঠছে। কিন্তু বুন ঠিক কথাই বলেছে—ডেনভার আর লাপোর্টের বেশিরভাগ লোকই তার কথা সন্দেহের চোখে দেখবে। সে যে কাজ করছে সেটা সাধারণত পুরুষের কাজ। এটা এমন কিছু “সম্ভ্রান্ত” কাজ নয়।

স্টেজটা এসে পৌঁছল। আড়চোখে যাত্রীদের নামতে দেখল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, কেবল ওদের চেহারা দেখলেই তার চলবে না—তাকে ওদের আচরণও খেয়াল করতে হবে।

আটজন যাত্রীর মধ্যে দুজন পশ্চিম সোনার খনির ক্যাম্প যাচ্ছে, এটা বোঝাই যায়। ওদের একজন ড্রামার—কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। ওর পরনে “রেডি-মেড” স্যুট দেখেই তা ঠাঁচ করা যায়। একজন মোটামুটি সুন্দরী বুড়ী, সে জানাল, মঞ্চে অভিনয় করে ও। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মহিলা জানাল সে তার স্বামীর সাথে ফোর্ট লারামিতে যাচ্ছে—ওখানে তার স্বামী আর্মি ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করে।

মধ্যম লোকটা লম্বা আর পাতলা গড়নের। পরিপাটি করে ছাঁটা গোঁফ—চুলের রঙ লালচে। ভদ্রলোকের মতই ভাবসার, এবং জ্ঞান্যকাপড়। তবে লম্বা স্টেজ যাত্রার পর একটু নোংরা দেখাচ্ছে।

আড়চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার পর আবার ফিরে তাকাল; যেন অবাক হয়েছে।

টিরেসার পিছন-পিছন নোয়া স্টেসি স্টেশনে ঢুকল। সে



জানাল, ‘একজন যাত্রী পথেই স্টেজ থেকে নেমে গেছে। লিফট আপটন তার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। লোকটার কথাবতায় মনে হল সে ইংরেজ, এবং কোন উচু দরের লোক।’

‘আপটন? এতানকার ব্যাক্সার সে, তাই না?’

‘হ্যাঁ, লোকটা অনেক টাকা-পয়সা’র মালিক,’ জবাব দিল নোয়া। এই সময়ে বুন এসে ওদের সাথে যোগ দিল। ‘দাদা পিলার দেয়া একটা ব্যাক্স হাউস আর দুটো স্কন্দরী মেয়েও আছে ওর। এমন পরিপাটি আর নিখুঁত ভার যেন চিনিও ওদের মুখে গলে না। আপটনের স্ত্রীও একই গোছের মহিলা। ইংরেজ লোকটা কিছু মোষ আর ভালুক মারার গান্ এনেছে—শিকার করবে। শিকার করতে গিয়ে মারা না পড়লে বলতে হবে ওর কপাল ভাল।’

হাসল টিরেন্স, তারপর বলল, ‘ছুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল না, নোয়া। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে। আমি গদন ছোট ছিলাম, “বুল বান মাউনটেইনস” বা “ব্লু রিজ্জ” শিকার করার জন্য কিছু ইংরেজ আমাদের ব্যাক্সে উঠত।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। কয়েক বছর আগে একজন আইরিশ বা ইংরেজ লোক এদিকে এসেছিল। যা চোখে পাড়েছে সবই মেরে সে সাক করে ফেলেছিল। এত বুনো প্রাণী মেরেছিল সে সেই মাংস খেয়ে পুরো একটা ট্রাইব মোটা হতে পারত। কিন্তু যা শিকার করেছে তার বেশিরভাগই সে ওখানেই ফেলে এসেছিল। আমি খেতে না চাইলে কখনও কোনো জীব-জন্তু মারিনি!’ ঘোড়ার হলটাকে চেক করে দেখতে নোয়া বেরিয়ে গেল।

‘আপটন লোকটা ভাল,’ বলল বুন। ‘ওর কাছে কোন কারতুপি

নেই। ব্যাকের কাজও বোঝে। ওর রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে আমি সব সময়ে একমত হতে না পারলেও, কথা দিলে সেটা ওর দলিলের সমান।’ একটু ইতস্তত করে বুন আবার মন্তব্য করল, ‘এই এলাকায় যদি কেউ ইলেকশনে দ্বিভাষে চায় তবে ওর সমর্থন অবশ্যই প্রয়োজন।’

বুনের দিকে তাকাল টিৱেন্সা, কিন্তু ও তখন টেবিলে বসা ঘাতী-দের খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। লোকটা কি তাকে কিছু বোঝাতে চাইছে? সতর্ক করছে?

টেড বুন একটা দাঁবা। আসলে লোকটা কে? কোথেকে এসেছে? নিজের সম্পর্কে কিছুই সে টিৱেন্সাকে জানায়নি। যেটুকু শুনেছে, টেড পশ্চিমের সীমান্তে ঘুরেঘুরে বিভিন্ন কাজ করেছে। ওয়াশিংটন, ইন্ডা, ওকেই সে জিজ্ঞেস করবে। ছেনেটা পশ্চিমের সবাই সম্পর্কেই যথেষ্ট জানে।

কিন্তু ওয়াশিংটন কি? ওর কি কেউ নেই? ওর বাবা-মা কেউই কি নেই। শুনেছে শুকে লোকজন “সেজবান অরফান” বলে। যার বাবা মা মারা গেছে বা অদৃশ্য হয়েছে, তাদেরই ওই নামে ডাকা হয়। ওরা সাধারণত কোন বাড়িতে বা দোকানে কাজ জুটিয়ে নেয়, তারপর ছিন্নমূল ভরঘুরের মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু টিৱেন্সা তা হতে দেবে না। ছেনেটা ভাল—নে যেন জীবনে সব সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা ও করবে। টুইনি শুকে পছন্দ করে, ওদের বয়সও কাছাকাছি। ওরা পরস্পরের জন্যে ভাল পাশী।

এখানে কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। এটা টিৱেন্সা আগেই জেনেছে। সবাইকে ভাল বলেই ধরে নেয়া হয়। নিজেকে খারাপ বলে প্রমাণিত করলে তবেই সে খারাপ। অতীতে কি করেছে তা

জানা কেউ জরুরী বলে মনে করে না।

পশ্চিম এমন একটা জায়গা, যেখানে স্ট্রেট থেকে অতীত যুদ্ধে ফেলে সবাই নতুন করে জীবন শুরু করে। তোমার যদি সাহস থাকে, নিজের কাজ ঠিকমত কর, আর কাউকে দেয়া কথা না ভাঙো, তাহলে অতীতে তুমি কি ছিলে তা নিয়ে কেউ মাথা বাঁমাবে না। একদিক থেকে এটা ভাল। যাক্ষ্মের নতুন করে জীবন শুরু করার মত একটা জায়গা থাকা দরকার।

দুশতে পারছে আগের গোড়ামি ছেড়ে সে নতুন চিন্তাধারা মেনে নিতে শিখছে। সে শুনেছিল পশ্চিম একটা আইন-বিহীন দেশ। কিন্তু এটা ছিল একটা ভুল ধারণা। এখানেও কিছু অলিখিত আইন আছে, যা সবাই মেনে চলে। কেউ না মানলে দ্রুত তার শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসে।

পশ্চিম ক্ষমাশীল। কিন্তু পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে গেলে দড়ির ফাঁস বা একটা বুলেট তার জন্য অপেক্ষা করবে।

যাত্রীরা খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করছে। শেষ মুহূর্তের আগে ওরা স্টেজে উঠতে চায় না।

একহাতে চাবুক আর অন্য হাতে কফির কাপ নিয়ে নোয়া দরজার কাছে এল। টিরেসার পাশে দাঁড়াল সে।

‘নোয়া! তুমি কি টিমথি হোয়াইটকে চেনো?’

‘চিনি, ম্যাম।’

‘ওকে কখনও এই পথে আসতে দেখলে আমাকে খবর দিও।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম।’ কফির কাপটা টিরেসার হাতে তুলে দিল সে। ‘লোকটা নিগগিরই এদিকে আসবে।’ কিন্তু আগুটনের সাথে

আলাপ করতে চায় সে।

এখন সে ভয় পাচ্ছে না—কিন্তু ভয় যে কি তা সে জানে। এক-বারই সে ভয় পেয়েছিল, যখন টিমথি হোয়াইট ওদের প্ল্যানটেশন আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কেটাকি পাহাড়ের আস্তানা থেকে নেমে আক্রমণ করেছিল ওরা।

টুইনিকে কোলে নিয়ে পালিয়েছিল সে। সাথে ছিল একজন মহিলা প্রতিবেশী, আর বিশ্বস্ত একজন বয়স্ক নিম্নো কর্মচারী। কয়েক বছর আগেই জেমস ওকে ক্রীতদাসর থেকে মুক্ত করেছিল। লোকটা যোপের পিছনে একটা গুহায় ওদের লুকিয়ে রেখেছিল। গুহান থেকেই ওরা দেখল, বাড়িটা দাউদাউ করে ঝলছে। আক্রমণকারীরা ঘোড়া-গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। বেল্ট—নিম্নো লোকটা, ঝলন্ত বাড়ি থেকে কিছু কাগজ পত্র উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে ঠাণ্ডা-মাথায় গুলি করে হত্যা বরল হোয়াইট।

এখন যে তার ঘর পুড়িয়েছে, বাসীকে খুন করেছে, সে পশ্চিমেই ডেনভারে আছে। এবং লোকটার তাকেও হত্যা করতেই হবে।

এখানে সে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল; টুইনি আর নিম্নের জন্যে একটা জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করছিল—কিন্তু কি হল? হোয়াইটও এখানে উপস্থিত। তার উপায় নেই, এখানে বাসে-বাসেই করে হোয়াইট তাকে মারবে, সেই দিন গুনতে হবে।

অনেকদিন আগে তার বাবার বাড়িতে একজন অতিথি সৈনিক তাকে কি বলেছিল সেটা মনে পড়ল ওর। “বিজয়ের প্রথম সংজ্ঞা হচ্ছে, তোমাকে আক্রমণ করতে হবে।” শুদিকে দশ হাজার সৈন্য

থাকুক না কেন, তোমরা দুজন থাকলেও আক্রমণ কর। সব সময়েই একটা উপায় থাকে।’

কিন্তু সত্যিই আছে কি? কি করতে পারে সে? কিন্তু, কথটা ঠিক। তাকে মরার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। নিজে প্রাণ হাওয়ার আগে তারই অ্যাকশনে যেতে হবে।

তবু, একটা মেয়ে হয়ে সে কিছু করতে পারবে? কি অস্ত্র আছে তার?

অস্ত্র কি আছে তা সে জানে, কিন্তু তা এভাবে কখনও ব্যবহার করেনি। আর, এতে কাজ হবে কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত নয় টিবেস।

সত্যি কথা হচ্ছে তার একটা পিস্তলও দরকার। আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকতে সে রাজি নয়। ঠিক সময় বেছে নিয়ে তাকেই আগে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কখন? কিভাবে? আগামীকালই থাপোর্ট গিয়ে একটা পিস্তল কিনবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল স্টেজের উড়িয়ে যাওয়া দুলা আবার প্রায় মাটিতে নেমে এসেছে। হেঁটে আস্তাবলের দিকে এগোল সে। দেখল, ওখানে খড় সরানোর বর্ক হাতে গুয়াট কাজ করেছে। সবই সে পরিচ্ছন্ন রেখেছে।

‘সবই চমৎকার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গুয়াট। ধন্যবাদ।’

‘কাজ নিয়েছি, কাজ করছি, ম্যাম।’

‘গুয়াট, তুমি এদিককার প্রায় সবাইকেই চেনো মনে হয়। মামুনকে তুমি কিভাবে চেনো?’

‘কেবল দেখে আর কিছু শুনে।’

‘তোমার পরিবারের সবাই কোথায়?’

‘আমার পরিবারে কেউ নেই।’ টিরেসার দিকে সরাসরি তাকাল সে। তারপর চট করে চোখ ফিরিয়ে নিল। ‘কেউ নেই।’

‘এটা কেমন কথা হল ? আমি আছি না ? আর টুইনি ?’

‘তোমরা আত্মীয় কেউ নও।’

‘আত্মীয়তা শুধু রক্তের সম্পর্কেই হয় না, মনের সম্পর্কেও হয়। টুইনি ভাবে তুমি ওর ভাই। আমিও তাই ভাবতেই পছন্দ করি। তোমার একটা পরিবার আছে, ওয়াট—তুমি যদি চাও।’

‘হ্যাঁ, ম্যাম।’

‘তোমার বাবা মায়ের কি হয়েছে, ওয়াট ?’

মাটিতে পা ঘষল সে, তারপর পিচ-ফর্কটাকে ঘ্যাঁচ করে মাটিতে গাঁথল। ‘আমার ছই কি তিন বছর বয়সের সময়েই মা মারা গেছে। তার কথা আমার সামান্যই মনে আছে। আর বাবা—তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল।’

‘গুলি ? কে করেছে ?’

ঘোড়ার খুরের শব্দে ওদের কথায় ছেদ পড়ল। ‘ঘোড়ার পিঠে আরোহী আসছে,’ বলল ওয়াট। ‘হুজন।’

আস্তাবলের দরজা দিয়ে উকি দিল টিরেসা। ঠিকই বলেছে ওয়াট। ঘোড়ায় চড়ে হুজন অপরিচিত আরোহী আসছে।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK.ORG**

## আট

অনেক আগে টিরেলার বাবা ওকে দেখতে বলেছিল। ‘অনেকেই তাকায়, কিন্তু বোঝে না। যা দেখছে তার অর্থ তোমাকে বুঝতে হবে।’ ওই আরোহীদের মাঝে কি যেন একটা বিশেষ আভা।

‘ওদের ঘোড়াগুলো দারুণ ভালো,’ মন্তব্য করল টিরেলা।

‘হ্যাঁ, মাম। কোনো কাউছাণ্ডের এমন ঘোড়া কেনার সামর্থ্য হবে না। হয় ওরা বড়লোক, নতুবা আউটল।’

‘আউটল?’

‘হ্যাঁ। যেটা দৌড়াতে পারে এমন ঘোড়াই দরকার আউটলদের। তাতে বদ কাজ করে পালাতে সুবিধা।’

‘তুমি স্টেশনে গিয়ে নোরাকে বল যেন ওদের খাইয়ে বিদায় করে। আমার কথা যেন সে উল্লেখ না করে। ওরা ভিতরে ঢুকলে আমি বাসায় ফিরে যাব।’

‘ওদের ভয় পাও তুমি?’

‘ভয় না, তবে একটু সাবধান থাকছি।’ ওয়াটের কাঁধে হাত রাখল সে। ‘আজ তোমাকে একটা নতুন কথা শোনাব। কিন্তু এটা তোমার গোপন রাখতে হবে। আমার স্বামীকে যে ইত্যা

করেছে, তার নাম টিমথি হোয়াইট। জেমস ওর সম্পর্কে যা জানত সেটা মুছে ফেলার জন্যেই সে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। আমি জানি সে কি ছিল, কিন্তু সে চায় না এটা কেউ জানুক।’

লোক দুজন যখন রেইলের সাথে গোড়া বাঁধছে, ওই সময়ে ওয়াট স্টেশনে পৌঁছল। দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হতে দেখল টিরেসা। অল্পক্ষণ পরেই চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নিয়ে লোক দুটো স্টেজ স্টেশনে ঢুকল। ওদের ঢুকতে দেখার পর বার্ন থেকে বেগিয়ে নিজের ঘরে গেল টিরেসা।

টেবিলে বসে আকডিল টুইনি। মুখ তুলে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, ‘কি হয়েছে, মা?’

‘স্টেশনে দুজন লোক এসেছে, আমি চাই-না ওরা আমাদের দেখুক।’

‘ওরা দেখেছে?’

‘আমার মনে হয় না। তবু, আমাদের অপেক্ষা করে বুঝতে হবে।’

স্টেশনের ভিতরে ওয়াট নোরার পাশে গিয়ে হাজির হল। ‘নোরা! আমরা তো “ভুজু দুজন” আছি—কিছু পাই (পিঠার মত) খেলে কেমন হয়?’ এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে—মেন কিছু বলতে চাইছে।

‘তোমার কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, এই ভদ্রলোকরাও পাই খেতে চাইতে পারে। এদের আমার খাওয়াতে হবে।’

‘আমি জানি তুমি পাই খাও না—অর্থাৎ প্রার্থী আমি একাই।’

আড়চোখে লোক দুজনকে দেখল নোরা। দুজনই বগিষ্ঠ আর কক্ষ চেহারার লোক। দুজনের কোমরেই পিস্তল ঝুলছে। এই



এলাকায় প্রায় প্রত্যেকেই তোমারে পিস্তল খোলায়, কিন্তু—

‘কফি ?’ প্রশ্ন করল সে। ‘এর জন্যেই কি তোমরা এসেছ ?’

‘কিছু খাবার যদি তোমার বেঁচে থাকে তবে সেটাও আমরা আনন্দের সাথেই খাব।’

‘আমাদের বাড়তি কিছু স্টু আছে, আর আমার নিজের বেক করা কিছু রুটি।’

‘আমরা তাই খাব।’ কম বয়স্ক লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। ‘তুনেছি একজন মহিলা এই স্টেশন চালায়—কিন্তু ভারি নি সে আইরিশ হবে।’

‘তুমিও কি আইরিশ ? চেহারায় যেন ওই রকমই একটু দেখা যাচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, কিছুটা। আমার দাদীর জন্ম হয়েছিল ডেনমার্কে।’ আবার সে এপাশ-ওপাশ দেখল। ‘তুমিই কি এই স্টেশন চালাচ্ছ ?’

‘আর কে ? এই ছেলে কি একটা স্টেশন চালাতে পারবে ? তেলেটা এখনকারই, কিন্তু ওকে ছাড়া আমি এই স্টেশন চালাতে পারতাম না।’

ছোটো খালি কাপ টেবিলে রেখে, তাতে কফি ঢালল নোরা। ‘কিন্তু আমি আসলে স্টেজ স্টেশনে কাজ করার জন্য আসিনি। তুনেছি এই এলাকায় নাকি সব জায়গাতেই সোনা পাওয়া যাচ্ছে, তারই খোঁজে এসেছি।’

লম্বা হাতাওয়ালা কাঠের চামচ দিয়ে প্লেটে স্টু বাড়তে নোরা। ‘আমরা ইচ্ছা একদিন অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে দেশে ফিরে অবিরাহিত ছেলের দল থেকে কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করব।’

‘তুমি স্বপ্ন দেখছ, মেয়ে।’ বয়স্ক লোকটা রুট খর্রে জানাল।

‘সোনা এখানে আছে, তা সত্যি। কিন্তু যাত্রা কয়েকজনই তা ভোগ করছে।’

‘তুমি দেখে নিও, আমি আমার সোনা ঠিকই খুঁজে বের করব। তারপর খনী মেয়ে হিশেবেই দেশে ফিরব।’

কম বয়সী লোকটা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি সোজা দেশের থেকে এনেছ, নাকি ভার্জিনিয়ায় থেমেছিলে?’

‘ভার্জিনিয়া? ওই জায়গা আমি চিনি না। আমি বস্টনে ছিলাম। ওখানে কিছুদিন ঢাকরি করে পশ্চিমে আসার মত টাকা জোগাড় করেই এদিকে চলে এসেছি। আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকিলাম, কিন্তু যখন শুনলাম কলোরাডোতে সোনা পাওয়া গেছে, আর ওটা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাজার মাইল কাছে—তখন আমি এটাই বেছে নিলাম।’

আর কোন কথা হল না। ওরা এখন যাওয়ায় ব্যস্ত। আর নোরা লক্ষ্য করেছে পশ্চিমের লোকের কাছে যাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অসল কথাবার্তায় ওরা কখনও মিছে সময় নষ্ট করে না। মাঝেমাঝে তাদের কফির কাপ আবার ভরে দিয়েছে নোরা।

টরেন্সা জেমস কোথায়? নোরাকে একা সব সামলাতে দেয়াটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক। আড়চোখে ওয়াটের দিকে চাইল সে। ছেলেটা হাত দিয়ে মুখ মোছার ভঙ্গিতে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখল।

তাহলে কি নামেলা আছে? কেতলিটা আবার ভরে আগুনে চাপাল নোরা। অর্ধেক পানি গরমই ছিল—শিগগিরই কেতলির পানি ফুটে উঠবে।

‘তোমরা স্টেজের জন্য অপেক্ষা করছ?’ প্রশ্ন করল সে।

‘না, সিধে এগিয়ে যাব আমরা—পশ্চিমে যাচ্ছি।’

কম বয়সী লোকটা অন্যজনের কিছু করে কি যেন বলল। সে বলল, ‘এ সে হতেই পারে না।’

‘আমার বিশ্বাস, হয়ত কোন ভুল হয়েছে,’ মন্তব্য করল কম বয়সী লোকটা।

ওরা খাওয়া শেষ করার পর বয়স্ক লোকটা একটা সিগারেট রোল করল। অন্যজন আবার চারপাশে চাইল। ‘পদ্বিচ্ছন্ন,’ বলল সে, ‘আর সুন্দরভাবে গুছান।’

‘অন্যবাদ, স্যার! এছাড়া কোন গরীব মেয়ের সঙ্গে কোন চাক-  
রিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। পুরুষকে আমরা ওই একটা জায়গা-  
তেই হারাতে পারি।’

কম বয়সী লোকটা উঠে দাঁড়াল। ‘চল জো, আমরা লাপোটে  
বসের সাথে দেখা করব।’

বাইরে বেরিয়ে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ওরা চলে গেল।

ওয়াট নোরার দিকে ফিরল। ‘আমার মনে হয় ওকে আমি  
চিনি! ও জো ট্যানার। লোকটা ঘোড়া চোর, কিন্তু কখনও ধরা  
পড়েনি। গোলাগুলিতেও ওর হাত ভাল। তবে বয়স কম লোক-  
টাকে আমি চিনতে পারিনি।’

ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। এবার টিরেসা স্টেশনে  
টুকঙ্গ। চোকার সাথেসাথেই নোরা ধূরে তাকাল। ‘ওয়াট বলছে  
সে বয়স্ক লোকটাকে চেনে—লোকটা ঘোড়া চোর।’

‘কম বয়স্ক লোকটাও তাই।’ টিরেসার চোখে রাগের চিহ্ন।  
‘সে যে ঘোড়াটি চড়ছে, সেটা আমাদের থেকেই চুরি করা হয়েছে।  
ঘোড়াটাকে আমি চিনি, আমার বিশ্বাস সে-ও দেখলে আমাকে

চিনবে।’

‘এটা কতদিন আগের ঘটনা, মাম?’

‘প্রায় ছ’বছর আগে মোড়াটা চুরি গেল। লোকটা হোয়াইটের দলেরই একজন লোক।’

‘তুমি ঠিক জানো এটা সেই লোক?’

‘আমি ঠিকই জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না।’

‘একথা আমাদের মিস্টার বুনকে জানান দরকার। সে জানবে আমাদের এখন কি করা উচিত।’

‘কি করতে হবে, তা আমার সমস্যা—ওর নয়।’ সেও নিজেই অজ্ঞাতে পশ্চিমের মানুষ হয়ে উঠেছে। ‘যা করার তা আমি নিজেই করব।’

‘অনেক ভাল বন্ধু আছে, যারা তোমাকে সাহায্য করতে চায়। তারা তোমার ওপর ঝামেলা আসুক, এটা কখনও দেখতে চায় না।’

‘ওদের কিছুটা দূরেই থাকতে দাও, আমার সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করব। সমস্যাটা বুনের নয়। এর প্রতিকার আমার নিজেই করতে হবে।’

কিন্তু কিভাবে? অপরিচিত কেউ এলেই এভাবে লুকিয়ে থেকে তার কতদিন চলবে? এবার সে লুকিয়েছিল, কারণ কিছু সময় তার দরকার। এতে অন্তত কয়েকদিন ওরা টের পাবে না যে নোরা আসলে এই স্টেশনের চার্জে নেই। তারপর ওরা আবার ফিরে আসবে।

‘ওরা ধোঁকা খাবে না,’ বলল ওয়াট। এতদিনে এদিকের সব স্টেজ স্টেশনেই তোমার কথা বলাবলি শুরু হয়ে গেছে। মাম, পশ্চিমকে আমি ভাল করেই চিনি। এলপেনো থেকে ইউভালডি

আর সন্ট লোক পর্যন্ত তোমার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। একজন সুন্দরী মহিলা, যে রীতিতেও জানে, একথা পশ্চিমে বেশিদিন চাপা থাকবে না।

‘কথা ছড়ায়, মাম। পশ্চিমে কোন কিছুই গোপন থাকে না। এখানে নতুন খবর বলতে কিছু নেই। এল পেসোর লোক জানবে ডেনভারের মার্শালের চেহারা কেমন। ক্যানসাস সিটির জুয়ার ওস্তাদ কে তাও তারা জানে। লোকটা তাস বাটার আগে নিজের হাতঘড়ির দিকে চাহ। সবাই টের পায় কিছু কারচুপি চলছে, কিন্তু কি যে হচ্ছে তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি। ওরা জানবে তুমি কোথায় আছ।’

‘দন্যবাদ, ওয়াট। কিন্তু আমার একটু সময় দরকার ছিল—বাস, একটু সময়।’

‘কমা চাইছি, মাম, কিন্তু তোমার আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ওরা কঠোর মানুষ—রীতিমত খারাপ লোক।’

জানাল। দিয়ে বাইরে তাকাল টিরেসা—রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ওয়াট ঠিক বলেছে। সে যা করেছে, তা কিছু সময় পাওয়ার জন্যেই। এরই মধ্যে ওকে প্লান করে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

টিমথি হোয়াইট যে সতর্কতার সাথে কাজ করবে তাতে সন্দেহ নেই। আরও উপরে উঠতে হলে তাকে সাবধান হতেই হবে। কেউ যেন তার চরিত্রে কালি লেপতে না পারে সেদিকে তার খেয়াল রাখতে হবে। লোকটা এমন মানুষকেই পাঠাবে যে কোন খুঁত রাখবে না।

কিন্তু কোন মহিলাকে খুন করতে হলে তাকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে—কারণ পশ্চিমে মহিলার গায়ে কেউ হাত তুললে শৃটতরাঙ্গ

তাকে কাঁসিতে খুলতে হবে। খুন করলে তো কথাই নেই। ডবল কাঁসি—অর্থাৎ, কষ্ট দিয়ে কাঁসি।

লোকটা বোকা নয়। সুতরাং কোন মহিলাকে খুন করতে হলে এমন কাউকে দিয়েই করাবে, যার সাথে ওর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হয়ত একজন আউটল, বা কোন বদমাশ ইণ্ডিয়ানকেও নিয়োগ করতে পারে সে।

একটা পিস্তল কেনা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। ওর লাপোর্ট ঘাওয়ার দরকার। পিস্তল ছাড়াও স্টেজ স্টেশনের জন্যেও অনেক কিছু কেনা প্রয়োজন। টুইনি আর ওয়াটের শিকার ব্যবস্থা নিয়েও তাকে ভাবতে হবে। এদিকে কোন স্কুল নেই, তাই কাজটা আপাতত টিরেসাকেই করতে হবে।

অনেক আগে তার বাবা গুটিং শেখাতে গিয়ে কি বলেছিল ওর মনে আছে। ‘বন্দুক একটা বিরাট দায়িত্ব। অন্ধের মত কখনও গুলি ছুঁড়ো না। কোথায় মারই সেটা জেনেই গুট করবে। বিকল্প কোন উপায় না থাকলে তখনই কেবল গুলি ক’রো। সব গানই লোডেড বলে ধরে নিও। কারণ বেশিরভাগই লোডেড থাকে।’

টিরেসা পুরুষ নয়, তাই স্বামীর মত সামনা-সামনি যুদ্ধে ওকে কেউ মারবে না। স্টেজ ডাকাতি করতে গিয়ে গোলাগুলিতে হয়ত তাকে খুন করতে পারে। পশ্চিমের জীবন-ধারা সম্পর্কে যেটুকু শিখেছে, তাতেই সে জানে সবথেকে খারাপ লোকও কোন মহিলাকে খুন করতে ইতস্তত করবে। কোন পুরুষকে কেউ খুন করলে পশ্চিমের লোক কাঁদ কাঁকিয়ে উদাসীন থাকবে—মহিলাকে খুন করলে লোকজন খেপে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করে একটুও দয়।

না করে ফাঁসি দেবে।

অ্যামবুশ...স্টেশন থেকে নিজের বাসায় যাওয়ার সময়ে বা দার্ন থেকে করালে যাওয়ার পথে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গুলি আসতে পারে। হয়ত নিচু পাহাড়টার ওপাশে হোড়াও তৈরি থাকবে ক্ষত পালানর জন্যে। আরও অনেক পথ আছে, কিন্তু এটার সম্ভাবনাই বেশি।

টিরেন্সার বাবা সেই আমলের অভিজ্ঞ সৈনিক। সে প্রায়ই বলত ভাল প্ল্যান করতে পারলে বুকের অর্ধেক জয় হয়ে যায়। হয়ত। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাকেও একেবারে বাদ দেয়া যায় না। তবে কেউ যদি সব দিকে চিন্তা করে প্ল্যান করতে পারে, তাহলে অপ্রত্যাশিতেরও সফল মোকাবিলা করা সম্ভব। টিরেন্সাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কিছু বিবেচনা করে এগোতে হবে।

এমন একটা পরিস্থিতি সামলানর মত শিক্ষা তার ঠিক নেই—কিন্তু ভেবে দেখল, প্রায়ই তার স্বামী তার বাবার মতো যুক্ত, সীমাত্তে ইন্ডিয়ান কাইটিঙ, এসব সম্পর্কে আলোচনা সে শুনেছে। কিছু কথা এখনও তার মনে গেঁথে আছে। কারও সাহায্যে সে নিতেও পারবে না, চাইবেও না। তার নিজের সমস্যার জড়িয়ে কাউকে জীবনের সুঁকি নিতে বলার অধিকার তার নেই।

তার বাবা বলত, আক্রমণ, সব সময়ে আক্রমণ করতে হবে।

নিজেকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়। টিমথি হোয়াইটের মত লোককে সে কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দিতে পারে না। আরও অনেক কিছুই তার মনে পড়ছে। যথাযোগ্য ব্যবস্থা তাকে নিতেই হবে।

কি যেন খবর পেয়েছে সে? এদিকে লিঙ্কন আপটন—সে শুনেছে

লোকটা প্রভাবশালী এবং অর্থবান ব্যাকার। লোকটার সাথে তার পরিচয় করে নেয়া জরুরী। লোকটার রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট আছে।

লোকটা জানলে নিশ্চয় হোয়াইটের বিরোধিতা করবে। কে হোয়াইটের ক্ষমতায় আসার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করবে? যে সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সে-ই করবে। আপটনের সাথে তার দেখা করা দরকার, এবং তা শিগগিরই। লোকটার এই অঞ্চলে ভাল ক্ষমতা আছে।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে ওয়াটের দিকে চাইল টিরেসা। ছেলেটা টেবিলে বসে অ্যাপ্পল পাই খাচ্ছে। ওই বুনো ছেলে যে কোথেকে এসেছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

‘ওয়াট,’ হঠাৎ বলল টিরেসা, ‘আমার যদি একটা ছেলে থাকত, আমি চাইতাম সে তোমার মত হোক।’

চমকে মুখ তুলে তাকাল ওয়াট। অপ্রস্তুত হয়ে একটু লালচে দেখাচ্ছে ওর মুখ। ওর কাছে এগিয়ে গেল টিরেসা। ‘ঠিকই বলছি, ওয়াট। যা বললাম তার প্রত্যেকটা অক্ষর আমার মনের কথা।’

চট করে চোখ নাগিয়ে নিল ছেলেটা। ওর চোখে জল টলমল করছে। চোখ থেকে ছ’কোটা পানি মেঝেতে পড়ার পর সে আবার মুখ তুলল।

‘ম্যাম? তুমি লানোটে গেলে আমাকেও সাথে নিয়ে যেয়ো। আমি একটু ঘুরেফিরে দেখতে চাই।’

‘ভেবে দেখি। সম্ভবত আগামীকালই আমি যাব।’

‘তুমি কি স্টেজে যাবে? তাই ক’রো, ম্যাম, ওটাই নিয়ামদ



হবে। কানকে নোয়া স্টেজ চালাবে—ভাল ডাইভার।’

নিজের কামরায় ফিরে গেল টিরেসা। কি কি আনবে তার একটা লিস্ট করতে হবে।

লিস্টের গয়লা নম্বরেই সে লিখল—একটা পিস্তল।

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.ORG

### বয়

সকালের রোদে লাপোর্টকে শান্ত দেখাচ্ছে। একটা সেলুনের সামনে হিচিঙ রেইলে ছোটো মোড়া বাঁধা রয়েছে। হার্ডওয়ার দোকানের সামনে একটা ওয়্যাগন।

নোয়া আড়চোখে রাস্তাটা এক ঝলক দেখে নিয়ে টিরেসাকে স্টেজ থেকে নামতে সাহায্য করল। ‘তুমি সাবধান থেকো, ম্যাম।’ একটু থামল সে। ‘তুমি কি শহরেই থাকবে? তাহলে একটু সামনে পেগি বোর্ডিং হাউসে যেতে পারো। শুখানে তোমার আর টুইনির মত মানুষের জন্য পিছনে আলাদা কামরার ব্যবস্থা আছে। কারণ এখানকার লোকজন মাসেমাঝেই ভুলে গিয়ে রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করে (ওই দেশে মেয়েদের সামনে গালাগালি করা চরম অভদ্রতা)। ওরা সজ্জা পাবে, ম্যাম।’

‘তুমি আমাকে, না ওদের রক্ষা করতে চাইছ ?’ হাসল মেয়েটা ।

‘ছোটোই ।’ হাত বাড়াল সে । ‘তুমি চাইলে আমি ওই লিস্ট দেখে সব কেনার ব্যবস্থা করতে পারি । থর্পের কাছে লিস্টটা পেশ করলেই যথেষ্ট ।’

‘না, আমি নিজেই ওর সাথে দেখা করব । কারণ ওতে কিছু অস্বাভাবিক জিনিসও চাপুষ্য হয়েছে, যার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার । আমি এখনই ভিতরে গিয়ে ওর সাথে আলোচন করব ।’

টুইনির হাত ধরে ওকে নিয়েই অফিসে ঢুকল টিরেসা ।

মাইকেল থর্প ডেস্কের পিছনে তার চেয়ারে বসে আছে । শার্ট পরেই বসে ছিল সে । টিরেসাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে ওদিকে খোলান কোর্টের দিকে হাত বাড়াল সে ।

‘এর দরকার নেই, মিস্টার থর্প । আমি তোমার অতিথি নই—সামান্য কর্মচারী মাত্র ।’

কুশিষ করল সে । ‘মাম, এখানে তুমি সব সময়েই অতিথি । আর তোমার স্টেশনে আমি অতিথি’—হাসল সে—‘এবং তুমি কর্মচারী ।’

‘এইখানে একটা লিস্ট —’

‘তুমি বসবে না ? লীজ ?’

‘বসব, কিন্তু বেশিক্ষণ না । আমার কাজ মাত্র ড’এক মিনিটের । আমার কিছু কেনাকাটা করে স্টেশনে ফিরতে হবে ।’

টিরেসা বসার পর বেশ কিছু কাগজপত্র ঘাঁটল থর্প । ‘আমি কোনো স্টেশনের এত প্রশংসা কখনও পাইনি । বিশেষ করে চমৎকার খাবার পরিবেশন করার, তার স্বাদ আর মান খুব ভাল । তুমি বেশ নাম করে ফেলেছ, মাম ।’

‘কিন্তু স্টাড পেলি এটা সমর্থন করলে আমি নিশ্চিত হব।’

‘পেলি এটা সমর্থন করুক এটাই আমি চাই।’

‘একটা কথা, মিনেস জেমস, পেলিকে আমি ভাল করেই চিনি। তুমি হোয়াইট না ব্ল্যাক, নাকি হলুদ, (চীনা বা জাপানীকে হলুদ বলা হয়) এ বিষয়ে সে মোটেও চিন্তা করবে না। স্টেশনটা ঠিক চলছে কিনা এটাই তার প্রধান প্রশ্ন। আর তুমি এটাকে যেভাবে চালাচ্ছ, তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তাতে তার কোন রকম আপত্তি থাকার কোন কারণ আমি দেখি না। তবে আমার বিশ্বাস শিগগিরই সে এটা নিজের চোখে দেখতে আসবে।’

ওর দিকে তাকাল থর্প। ‘ম্যাম, তোমার স্বামীর কি ঘটেছিল?’

একটু ইতস্তত করল সে, কিন্তু তারপর স্পষ্ট গলায় জবাব দিল, ‘আমার স্বামীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। হয়ত তোমার বিশ্বাস হবে না, আমার স্বামীর কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিস্তল ছিল। সে কোন পিস্তলবাজ ছিল না। লোকটা তার পিস্তল বের করে আমার স্বামীকে কোন সুযোগ না দিয়েই হত্যা করেছে।’

‘তুমি জান লোকটা কে?’

‘হ্যাঁ, ওর নাম টিমথি হোয়াইট।’

‘টিমথি হোয়াইট! নিশ্চয় তোমার কোন ভুল হয়েছে, ম্যাম। মিস্টার হোয়াইট কোন গান ফাইটার নয়। সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি।’ একটু ইতস্তত করল থর্প, তারপর আবার বললো, ‘মিস্টার জেমসের হত্যা করার কথা আগার কানেও এসেছে, কিন্তু তার হত্যাকারীর কোন নাম জানান হয়নি।’

‘কিন্তু এটা আমি জানি, মিস্টার থর্প।’

‘তাহলে কি কোনো পুরোনো বিরোধ ছিল পূর্বে?’

‘না, তা ছিল না। আমার স্বামী কেবল ভুললোকের সাপেই বাক-বিতণ্ডা করত, মিস্টার থর্প। সে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তার একমাত্র কারণ জেমস ওকে চিনে ফেলেছিল।’

একটু ইতস্তত করল থর্প। টিরেসার কথার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না। টিমথি হোয়াইট ডেন-তারের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বন্ধু-মূলভ লোক সে। তার অনেক উচ্চ দরের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। কিন্তু হোয়াইট মেজরকে মেরেছে সে ওকে চিনতে পেরেছিল বলে?

‘ঠিক বুঝলাম না, মিসেস জেমস।’

‘তোমার দোবার কথাও নয়, মিস্টার থর্প। সমস্যাটা আমার নিজের। তবে একটা অনুরোধ, আমার ব্যাপারে কোন কথা মিস্টার হোয়াইটকে জানিও না। আর আমাদের আজকের কথাবার্তার কথাও কাউকে বলো না।’

‘আমি তা কখনও করব না, ম্যাম। তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করা প্রয়োজন-মনে করছি—মিস্টার হোয়াইটের অনেক বন্ধু আছে। লোকটা খুব জনপ্রিয়। এবং—’

‘হ্যাঁ?’

‘রাস্তার ওয়াখান ওর একটা অফিসও আছে—বাকের ওপর ভরায়। এখন এই মুহূর্তেও সে ওখানেই আছে।’

টুইনির হাত ধরে সে বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল টিরেসা। উপায় থাকলে এখনই সে চেরোকী স্টেশনে ফিরে যেত। কিন্তু বিকেলের আগে আর কোন স্টেজ নেই। সে যে-কাজে এসেছে

সেগুলোই ওকে করতে হবে।

দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে হার্ডওয়ার স্টোরে ঢুকল টিরেসা। দোকানের খালিক ওকে সার্ভ করতে এলে সে বলল, ‘আমি একটা পিস্তল কিনতে চাই।’

আড়চোখে টিরেসার দিকে চাইল সে। পশ্চিমে মহিলাদের পিস্তল কেনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ‘আমার কাছে একটা চমৎকার ছোট টোয়েন্টি টু আছে, ম্যাম।’

‘আমি টোয়েন্টি টু চাই না। ছত্রিশ ক্যালিবারের একটা নেভি পিস্তল আমার দরকার।’

‘কিন্তু মেয়েদের জন্য ওটা অনেক ভারি—’

‘ওই পিস্তল আমি আগেও ব্যবহার করেছি। আমার স্বামীই আমাকে শিখিয়েছে।’

‘তাই? তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।’ কাউন্টারের নিচ থেকে লকটা পিস্তল বের করল সে। ‘এক্কেবারে বাকবাকে নতুন, ম্যাম। একটা সেরা পিস্তল।’

ওটা হাতে নিয়ে দেখল টিরেসা। ‘এটা আমি নেব। এর জন্যে কিছু গুলিও আমার লাগবে।’ টুইনি কিছু চুলের ফিতে দেখছিল। ঘুরে ঘুর দিকে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ মাচ করা এক জোড়া ডেরিঞ্জার ওর চোখে পড়ল। ‘এগুলোর কত দাম?’

‘ম্যাম, ওগুলো চমৎকার অস্ত্র। ছোট, কিন্তু যত্নের সাথে তৈরি। জোড়া চল্লিশ ডলার। ৪৪ ক্যালিবার।’

চল্লিশ ডলার? একটা পিস্তল সে আগেই কিনেছে। তবু, জীবনের মূল্য কত? ‘ওই ছোটোও আমি নেব। গুলীজ, ওগুলোতে তুমি গুলি ভরে দেবে?’

‘ওগুলো লোড করা অবস্থায় তুমি নেনে, মাম ? আমার মনে হয়—’

‘আজ বিকেলের স্টেজেই আমি ফিরব, স্যার । ওতে গুলি ভরা না থাকলে কি আমার কোনো কাজে আসবে ?’ হাসল সে ।

ভাবাবে লোকটাও হাসল । ‘না, খালি পিস্তলে তোমার কাজ হবে না । আমি এখনই গুলি ভরে দিচ্ছি ।’ মাথা হেলিয়ে টুইনির দিকে দেখাল সে । ‘মনে হচ্ছে তোমার বোন তার পছন্দসই কিছু দেখতে পেয়েছে ।’

আবার হাসল টিরেনা । ‘ধন্যবাদ, স্যার । কিন্তু ও আমার বোন নয়—আমার মেয়ে ।’

‘মেয়ে ? তাহলে কি তুমিই মিসেস জেমস ? যে চেরোকী স্টেশন চালায় ? সবাই বলে জর্জটাউনের এপাশে তোমার খাবারই সব চাইতে ভাল ।’

‘ধন্যবাদ । আমিই মিসেস জেমস ।’

দোকানের ওপাশে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাকি কেনাকাটা সেরে লোডেড ডেরিয়ারগুলো নিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল সে ।

ব্যাঙ্কের ওপর তালার অফিসে জানালায় ধারে দাঁড়িয়ে আছে টিমথি হোয়াইট । ছুজন বিজনেস স্যুটে পরা লোকের সাথে কথা বলছে সে । এবার ঘুরে জানালায় দিকে পিঠ দিয়ে তাদের মুখোমুখি হল ।

‘জেনটলমেন, তোমরা আমাকে সম্মান দেখালে ! সত্যি কথা বলতে কি, আমার ইচ্ছা গভর্নর পদের জন্য নির্বাচনে অংশ নেব । আমি শুনেছি কলোরাডোকে একটা স্টেট বানাবার জন্যে নতুন বিল

পাশ করার কথা চলছে। আমার ধারণা নতুন কার্ড বদলে হতে এই এলাকার বর্তমান গভর্নরকেই চাইবে ওরা। যাহোক—বিনীতভাবে হাসল সে—‘যদি অনেকে আমাকে চায়—’

‘আমি নিশ্চিত ওরা চাইবে, মিস্টার হোয়াইট। আমরা অনেকেই একটা পরিবর্তন চাই। আমরা উপলব্ধি করেছি একটা চেঞ্জ একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। তোমার হত সম্মানিত আর সম্ভ্রান্ত লোকই আমাদের প্রয়োজন। আমরা জানি ভোটাররা তোমাকেই চাইবে।’

‘এসব ব্যাপার তোমরা আমার চেয়ে ভাল-বোঝ। বিলট পাশ হলে আমার কথা মনে রেখ। তোমরা সবাই চাইলে আমি নিশ্চয় নির্বাচনে অংশ নেব।’

আবার জানালার দিকে ফিরল টিমথি। খুশি চেপে রাখতে পারছে না সে। অবশ্য ভদ্রলোক দুজন জানে না এর জন্যে কত মতর্কভাবে সে মঞ্চ সাজিয়েছে।

জানালার দিগে বাইরে তাকিয়ে দেখল একজন মহিলা একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কান্ডা পার হচ্ছে। মহিলা অসাধারণ সুন্দরী।

আড়ষ্ট হল সে। টিরেসা জেমস। টিরেসা জেমস এখানে! তার কপালটাই মন্দ! পর্দা ঝোলাবার দরতী সে এত জোরে চেপে দরজা যে ওটা ভাঙার উপক্রম হল। ঘুরতে গিয়েও টিমথি আবার জানালার দিগে বাইরে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে টিরেসা অদৃশ্য হয়েছে।

‘কি হল, মিস্টার হোয়াইট?’

একটু ব্রান হাসি হাসল সে। ‘না, না, কিছুই হয়নি। আদি ভাবছিলাম, আমরা মিলেমিলে অনেক কিছু করতে পারব। এবার

তোমরা অন্তিমতি দিলে আমি একটু কাজ করব।’

উঠে দাঁড়াল ওরা। ‘নিশ্চয়। আমরা তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি।’

‘না, কিন্তু আমার কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে। আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে বিনটা পাশ হয় কিনা।’

ওরা চলে গেলে পপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল হোয়াইট। টিরেসা যে পশ্চিমে আসতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল? সে জেনেছে টিরেসা জেমস একটা স্টেজ স্টেশন চালাচ্ছে।

কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারেনি টিরেসার মত মহিলা স্টেজ স্টেশন চালাতে পারে; কিন্তু তাই ঘটেছে; জো ট্যানার তাহলে ভুল করেছিল, অথবা টিরেসাকে সে ওখানে দেখতে পায়নি।

টম জেমসকে হত্যা করা এক ভিনিস; পশ্চিমে গানকাইট অহংসহই হচ্ছে। কোন অস্বহীন মানুষকে হত্যা করলে লোকজন সেটা সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু মহিলাকে হত্যা করলে সেটা কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না। তবু তাকে মরতেই হবে। মেয়েটা তার সম্পর্কে অনেক বেশি জানে, এবং পূর্বে প্রভাবশীল বন্ধু বান্ধবও তার মধ্যেই রয়েছে।

মেজর জেমস বেশ জনপ্রিয় লোক ছিল। মেয়েটা যদি তার উচ্চ-মহলের বন্ধুদের মারফত একটা ইনভেস্টিগেশন চালু করায়? কাছেই ফোর্ট কলিনস-এ জেমসের অনেক বন্ধু আছে। যদি হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি ওদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয় তবে ওরা এনকোয়ারি করতে এগিয়ে আসবে। ফোর গানকাইট মনে হওয়ায় এ-সম্পর্কে কোন গুরুত্ববাহী আজ্ঞা পর্গত হয়নি।



নিজের প্রতি সন্দেহের উদ্বেগ না করে মেয়েটাকে কিতাবে  
সরান যায় ?

একটা অনাৰণ স্টেজ ডাকাতি—যাতে মেয়েটা জড়গায়কমে  
গুলি খেয়ে মরবে ? না—কোনো মেয়ে মারা গেলে লোকজন খুনীদের  
শাস্তি করে পরে ফাঁসিতে ঝোলাবে ! আর ফাঁসিতে ঝোলার আগে  
মদের কেউ মুখ খুলতে পারে ।

অ্যামবুশ থেকে একটা গুলি ? এলাকাটা ভাল করে স্কট  
করাতে হবে—দেখতে হবে আড়াল থেকে গুলি করে পালান সত্তর  
দিনা ! একটা ইন্ডিয়ান টাট্টু চুরি করে কাজ নেবো লোকটা পালানো ।  
নিরাপদ জয়গার পৌছে নিজের তেলী ঘোড়া নিয়ে সে উধাও হয়ে  
যাবে । ওর নিজের ঘোড়াটা কোন ইন্ডিয়ান গ্রাম বা ক্যাম্পের কাছা-  
কাছি থাকবে ।

কিংবা স্টেশনের ওপর একটা ইন্ডিয়ান হামলা ? বা ইন্ডিয়ান  
মাজে অন্য লোকজন ?

চোর ছেড়ে উঠে আসার জানালার বাতর খেল সে । রাস্তায়  
ট্রেনার কোন চিহ্ন নেই ! কিন্তু মেয়েটা তাকে দেখে ফেলুক এই  
ঝুঁকি সে নিতে পারবে না । ড্যাম ! তার একটা ড্রিঙ্ক দরকার !

মেয়েটা কতক্ষণ এই শহরে থাকবে ? লোকটা মনে করার চেষ্টা  
করল চেরোকীর স্টেজ কখন ছাড়বে ।

স্টেজ স্ট্যামপিড করানো ? স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেবে ?

আপোর্ট মাত্র এক রাস্তা বিশিষ্ট শহর । সব দোকান আর  
সেলুন ওই একটা রাস্তারই পাশে গড়ে উঠেছে । যাকে দেখা দিলে  
নিশ্চয়ই ঝুঁকি আছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া এই রাস্তায় প্রায় অস-  
ম্ভব ।

অ্যামবুশই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে কাকে বিশ্বাস করে কাজটা সে দিতে পারে? তার আগের দলে প্রায় ষাটজন লোক ছিল— কিন্তু ওদের মাত্র বারোজনকে সে নিজের সাথে পশ্চিম এনেছে। বাকি সবাই কেউ বাড়ি ফিরে গেছে, কেউবা তেঁষট্টির যুদ্ধে মারা পড়েছে। সে বীর মাথায় চিন্তা করে দেখল কাকে পাঠানো যায়। ওকে কিভাবে নিজের গল্পটা বিশ্বাস করাবে সে বিচক্ষণ সে কিছু চিন্তা করল। খুশী লোকটাকেও বিশ্বাস করাতে হবে যে তার জীবনও বিপন্ন। দীর্ঘে সে মনোমনে একটা গল্প ফেঁদে নিল। মেয়েটা যদি কাউকে চিনতে পারে, তবে সে অচিরেই ফোর্ট কলিন্স এ গিয়ে রিপোর্ট করবে। গভর্নর বা সেনেটরী পদে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নিজের নিকলুস অতীত প্রতিষ্ঠা করা তার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে যদি অ্যামাকে বা অন্য কাউকে চিনতে পারে—তাহলে কোনও সন্দেহ নেই, আইনের লোক বা ফোর্টে থবর পাঠাবে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লোকটাকে তার নিশ্চিত করতে হবে। নইলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। তাকে যদি গভর্নর বা সেনেটর হতে হয়, তবে চরিত্রে কোন দাগ থাকলে চলবে না। দাড়ি রেখে, বীরেদ্বীরে পোশাকের স্টাইল বদল করে, ওকে আরও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত রূপ নিতে হবে।

আর টিরেসা জেমসের ব্যাপারে—

সে ডেনভারে গিয়ে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। এবং চেরোকী স্টেশন এড়িয়েই ওখানে পৌঁছবে।

ভেঙটি কেটে মুখ বাঁকাল টিমথি। কিন্তু র্যাঙ্কার আপটন পাঠি দিচ্ছে এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ শিকারীর সম্মানে—তাকেও সে নিমন্ত্ৰণ

করেছে।

আপটনকে নিজের পক্ষে টানার এটাই ওর শ্রেষ্ঠ সুযোগ। লোকটার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাই ভাড়া এখানে আরও অনেক গণ্যমান্য লোক থাকবে, তাদের সাথেও পরিচিত হওয়া যাবে। তবু এখানে একটা কিন্তু রয়ে যায়। হয়ত যে মেয়েটা স্টেজ স্টেশন চালাচ্ছে তাকেও নিমন্ত্রণ করার কথা ভাবতে পারে আপটন—তবে তার স্ত্রী আর মেয়েরা এটা কখনোই হতে দেবে না।

সব কিছু কেনা হলে, ছোট্ট বুক-শেলফের দিকে তাকাল টিরেসা। বইগুলো সবই ক্রাসিক। ওগুলোর বেশিরভাগই তার পড়া। কিন্তু টুইনি? আর ওয়াট?

‘তুমি কি বইয়ের বাপপারে আগ্রহী, ম্যাম?’

চমকে দোকানির দিকে ফিরে তাকাল টিরেসা। ‘আমার কাছে মাত্র কয়েকটা আছে। কিন্তু লোকজন একেবারে সবচেয়ে ভাল-ওলোই চায়। এমন বই চায় যা বারবার পড়া যায়,’ দোকানি বলল। ‘রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগোলেই হাতের বাঁয়ে একটা বইয়ের দোকান আছে, ম্যাম। মাইকেল থর্প ওখান থেকেই বই কেনে।’

‘মাইকেল থর্প? কেন যেন আমার মাথাতেই আসেনি সে বই পড়তে পছন্দ করে।’

‘তুমি এদেশের কিছুকিছু লোককে দেখে অবাক হবে, ম্যাম। তুমি বুঝবে না কে পড়তে পারে, আর কে নিরক্ষর। এইজন্যে পশ্চিমের প্রায় প্রত্যেক শহরেই বইয়ের দোকান আছে।’

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, ‘লোকটা চমৎকার মানুষ, থর্পের কথা বলছি। সিগলও বটে। একজন বিধবা মহিলার

জন্য গোপা—

ওর দিকে ঠাঙা চোখে ফিরে তাকান টিরেসা। ‘বিধবা হলেও আমি সজুট। আমার একটা মেয়ে রয়েছে। এবং আমার কাজও রয়েছে। তাছাড়া আমাদের বিবাহিত জীবন খুবই সুখের ছিল।’

‘আমি কেবল ভেবেছিলাম—’

‘তাতে সন্দেহ নেই, স্যার, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার শুধু আমারই। ধন্যবাদ।’

রেশে আগুন হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল টিরেসা। ‘ইস, লোকটা—’

‘আমি ভেবেছিলাম লোকটা ভালই।’

‘আমার ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকার নেই ওর। চল ফেরা যাক।’

‘বইয়ের দোকানে যাবে না?’

‘পরে, টুইনি। অন্য একদিন যাব।’

তবু সে দোকানের সাইনবোর্ডটার দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না। সরু দোতারা একটা দালান।

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK.org**

দশ

স্টেজে টিরেসার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে টুইনি। মনেমনে স্বীকার করল ভীষণ ভয় পেয়েছিল সে। অন্ধকারে বসে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে টিরেসা। তার যদি কিছু ঘটত তবে টুইনির কি অবস্থা হত ?

লাপোর্টে রয়েছে টিমথি হোয়াইট। তার অনেক বন্ধুও রয়েছে, এবং ওখানে সে সম্মানিত মানুষ। ওর টাকা আর ক্ষমতা, দুটোই আছে। সতর্ক মানুষ সে। কিভাবে প্রভাবশালী লোকদের বাগে আনতে হয় তা সে জানে। ওর সম্পর্কে টিরেসা যা জানে, তা বললেও কেউ বিশ্বাস করত না। টিমথি বলত সে একজন পাগল মেয়ে। ওর মাথায় দোষ আছে। কে শুনবে তার কথা ?

এখানে সে কেউ না। পূর্বে হলে হয়ত ক্যাভিনেটের মেম্বর, সেনেটর, বা দরকার হলে প্রেসিডেন্টের কাছেও যেতে পারত সে। কিন্তু এখানে সে শুধুমাত্র একজন সাধারণ মহিলা, যে একটা সামান্য স্ট্রজ স্টেশন চালাচ্ছে।

ওয়াশিংটন বা রিচমন্ড থেকে সে অনেক দূরে রয়েছে, তাছাড়া ওরা সবাই এখন যুদ্ধে লিপ্ত। এখানে যদি টিরেসা খুনও হয়, খবরটা

ওখানে পৌঁছতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লাগতে পারে ।

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ছিল তার বাবার, কিন্তু সে এখন মৃত । তার স্বামীও নেই । টিরেসা একেবারে একা । অবশ্য ভার্জিনিয়া আর মেরিল্যান্ডে তার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু ওরা যখন তার খবর জানবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে ।

দুর্বল হলে চলবে না । ওর কিছু হলে টুইনির কি হবে ?

সবটা ঠাণ্ডা মাথায় বাস্তবভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে । সাহসী হওয়া এক কথা, তার টুইনিকে এই বয়সে এতিম করে যাওয়া ভিন্ন কথা । বাক্সা মেয়ের জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে ।

টিরেসা ভয় পায় না বটে, কিন্তু সে বোকাও নয় । ও জানে সে নশ্বর, এবং যেকোন সময়ে ওর ওপর মৃত্যু নেমে আসতে পারে ।

খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ যে লোকটা তার শত্রু, সে চরম নিষ্ঠুর । নিবিকারভাবে লোকটা তাকে খুন করবে, বা আর কাউকে দিয়ে খুন করাবে ।

এসব চিন্তার মাঝেই স্টেজ কোচ চেরোকী স্টেশনে এসে থামল । দরজা খুলল—ঘোড়াগুলোর পায়ের ওপর স্টেজ স্টেশনের দরজা দিয়ে আলো পড়েছে ।

নোয়া ওকে নামতে সাহায্য করল । তারপর টুইনিকে নামাল । জেগে উঠে সে মায়ের হাত ধরল । ‘আমরা কি বাড়ি পৌঁছে গেছি?’ ঘুম জড়ান চোখে প্রশ্ন করল মেয়েটা ।

‘হ্যাঁ, মা, আমরা পৌঁছে গেছি ।’

‘কেউটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ম্যাম,’ মন্তব্য করল নোয়া । হ্যাঁ খুলে জামার হাতায় ভুরু মুছল সে । ‘ম্যাম, তুমি কি কোন বিপদে আছ ? আমি কোন সাহায্য করতে পারি ?’

মিষ্টি করে হাসল টিরেসা। ‘হ্যাঁ, নোয়া, আমি নিপদে আছি। কিন্তু এটা আমার নিজস্ব সময়সীমা। এ ব্যাপারে কারও পক্ষে কোন সাহায্য করা সম্ভব নয়।’

এক হাতে স্কাটটা একটু তুলে ধরে, অন্য হাতে টুইনিকে নিয়ে স্টেশনের ভিতরে ঢুকতে গিয়েও ইতস্তত করল টিরেসা। ফিরে তাকিয়ে সে নোয়াকে বলল, ‘হ্যাঁ, কিছু সাহায্য তুমি আমাকে করতে পার। যদি কোন অপরিচিত আরোহীকে এদিকে আসতে দেখ—তুমি জান আমি কাদের কথা বলছি—তাহলে আমাকে জানিও।’

টিরেসা স্টেশনে ঢোকান পর করালেন অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল টেড। ‘কি হয়েছে, নোয়া?’

‘কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে, মহিলাকে দেখে খুব ভীত আর চিন্তিত মনে হল।’ একটু থামল সে। ‘বুন, তুমি টিমথি হোয়াইট সম্পর্কে কিছু জান?’

‘অনেকখানেকই ছিল সে। লুটতরাজও অনেক করেছে—কিন্তু লোকটা খুব ঢালাক বলে কখনও ধরা পড়েনি। এখন এমন ভাব ধরেছে, পেন ম’খনও ওর মুখে গলবে না। ওর হাবভাব মনে হয় অতীতে যা করেছে সেটা ঢাকার চেষ্টা করছে। যেমন সতর্কভাবে সে চলাকেরা করে তাতে যে কেউ বুঝবে এর পিছনে কোন কারণ আছে।’

‘খবর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর সম্পর্কে আমি কি জানি। সে নাকি মিস্টার জেমসকে জুলসবার্গে হত্যা করেছে।’

‘কথাটা আমার কানেও এসেছে। মেজর ওকে নমে ধরে ডেকে-ছিলাম, এবং হোয়াইট সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করে।’ পকেট থেকে একটা সিগারেটের করল টেড বুন। ‘হোয়াইট বলেছিল মেজর জেমস

না কি ছমকি দিয়েছিল যেখানেই আবার দেখা হোক, দেখামাত্রই সে গুলি করবে। অফিসার তার খাপের ফিতেটাও খোলেনি। কোন সুযোগই পায়নি সে।

কাপ উঠাল নোয়া। ‘আমার মত তুমিও জান কেউ লড়াইয়ের কথাবার্তা বললে তাকে লড়বার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কাউকে তুমি খুন করবে বলে শাসালে সেও তোমাকে দেখামাত্রই গুলি করবে। এটাই স্বাভাবিক। হোয়াইট সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?’

চুকটটা জ্বালাল টেড। ‘পশ্চিমে কার সম্পর্কেই না আমরা জানি? লোকজন এখানে কাউকে প্রশ্ন করে না। কি বল সেটাই আসল, অতীতে কি করেছে তাতে কিছু আসে যার না। শুনেছি লোকটা চার্চে যায়, প্রভাবশালী লোকের সাথে ওঠা-বসা করে, যাদের হাতে ক্ষমতা। তবে চার্চে যাওয়া লোকের পক্ষে এত দ্রুত গুলি ছুঁড়েতে পাশাটা অস্বাভাবিক। লোকজন বলে সে একবারই গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু দুটো বুলেটের গর্ত পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—দুটোর মাঝে দূরত্ব এক ইঞ্চিরও কম।’

‘এত ফাস্ট?’

‘ফাস্ট আর নিশানা নির্ভল। অতীতে কোন রেকর্ড না থাকলে কেউ এত ভাল হতে পারে না।’

বার্নে ঢুকল খুন। পিছনের কামরায়, যেখানে ওয়াট খুমায় সেদিকে তাকাল সে। নরম স্বরে প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি জেগে আছ?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘স্যার? কি বাপার?’

‘মিসেস জেমস আমাদের আদব-কায়দার নাথে কথা বলা



শেখাচ্ছে ।

‘ওয়াট, মহিলা খুব ভাল । কিন্তু এখন বিপদে আছে ।’

‘হ্যাঁ, স্যার । কয়েকদিন আগে দুজন দুর্ব্বল করে সব দেখে গেছে । তাদের একজন হচ্ছে জো ট্যানার ।’

‘তুমি চেনো ওকে ?’

‘হ্যাঁ, টিনি । অন্যজন নতুন লোক । কম বয়সী, আংশিকভাবে আইরিশ । বাম দিকে পিস্তল পরে সে—বাঁট সামনে ।’

‘ওর পিস্তলটা লক্ষ্য করেছ ?’

‘ওটা যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণে তৈরি করা জাল পিস্তল । অনেকটা কোন্টের মত দেখায় ।’

‘কোন্ট থেকেই আইডিয়া নেয়া হলেও দুটো ভিন্ন । বুঝলাম তোমার নজর খুব তীক্ষ্ণ ।’

‘মনে হয় লোকটা ভাল পিস্তল চালাতেও জানে । আমার তাই ধারণা । জো ট্যানার ওকে সমীহ করে চলে ।’

‘ওরা কি মিসেস জেমসকে দেখেছে ?’

‘না, স্যার । ম্যাম টুইনিকে নিয়ে আড়ালে সরে ছিল । ওরা নোরার সাথে কথা বলে যাবার সময়ে ইঙ্গিত দিল যেন কোথাও একটা ভুল হয়েছে ।’ এক মুহূর্ত পর ওয়াট বলল, ‘ওরা নোরাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে ভার্জিনিয়ার পথে পশ্চিমে এসেছে কিনা ।’

‘ধন্যবাদ, ওয়াট । তুমি এবার যুমাও !’

সে খড়ের ওপর কঙ্কল দিছানোর সময়ে ওয়াট বলল, ‘মিস্টার বুন ? মিসেস জেমসকে আমাদেরই দেখাশোনা করতে হবে—এদেশে সে নতুন ।’

‘করব, ওয়াট । নিশ্চয়ই করব !’

আগনার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁচড়ানির সময়ে টিরেনা ওই দিনের ঘটনারলী নিয়ে ভাবছে। মাইকেল থর্প নিঃসন্দেহে ভালমানুষ। কার্জও ভাল।

ইচ্ছে করেই টিমথি হোগ্গাইটের কথা আর নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা সে এড়িয়ে গেল। ওটার জন্যে পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন তার প্রধান ভাবনা হচ্ছে কাজ। মিস্টার থর্প ভাল হলেন্ত সে এখানকার ডিভিশন এজেন্ট। তার কাছে কাজটাই হবে প্রথম। অর্থাৎ এই ট্রেইলের প্রত্যেকটা স্টেশনই ভালভাবে চলছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখাই তার কাজ। চেরোকী ট্রেইলটাই পশ্চিমের সবথেকে কঠিন আর রুক্ষ। তাই, একটা মেয়ে এই ট্রেইলের স্টেশন চালাতে পারবে কিনা তাতে থর্পের সন্দেহ থাকারই কথা। এটা পুরুষের কাজ বলেই স্বীকৃত—তাই কোন মহিলাকে এই পদে টিকে থাকতে হলে তাকে কাজ দেখাতে হবে।

এখানে আসার পথেই সে লক্ষ্য করেছে স্টেজ স্টেশনগুলোর খাবার মোটেও ভাল মানের নয়। তাই এই একটা বিষয় নিশ্চয় তার অন্তর্ভুক্ত যাবে। সে সিদ্ধান্ত নিল, কিছু ডোনাট (এক পরনের পিঠা) আর কুকিজ বিক্টিট বানাবে। এগুলো এমন কিছু না হলেও যাত্রীরা ভিন্ন স্বাদের কিছু জিনিস খেয়ে খুশি মনেই স্টেশন ত্যাগ করবে।

পরে সে একটু জমি চাষ করে, বা কোদাল দিয়ে কুলিয়ে রান্নার জন্য কিছু শাক-সজির ব্যবস্থা করবে। এতে অনেকটা সুবিধা হবে। কম দামে ভাল খাবারও সে টেবিলে দিতে পারবে।

পরিত্রস্ততা হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় হচ্ছে সুদাচ্ছ খাবার, আর তৃতীয় হচ্ছে নিখুঁত সার্ভিস, আর ঠিক সময় বজায় রাখা। পশ্চিমে আসার

সময়ে সে লক্ষ্য করছে, ভাড়াছড়া করে না খেলে, খাবার শেষ না করেই বাত্মীদের উঠতে হয়। সুতরাং বাত্মীরা যে মুহূর্তে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবে, সেই মুহূর্তেই সার্ভ করার জন্য খাবার তৈরি থাকতে হবে। তাহলে ওদের আর খাবার ফেলে উঠে যেতে হবে না। তাছাড়া ঘোড়ার দলটাকেও সামান্য একটু দেরি করে আনতে হবে, যেন সবাই খাবার শেষ করার সুযোগ পায়। এসব ব্যবস্থা সে করবে।

টুইনি—ওর কথাও ভাবতে হবে। জেমস শুকে বই পড়ে শোনাত—ছোট্ট মেয়েটা এটা খুব পছন্দ করত। টিরেসার কাছে কিছু বই আছে, সেও মেয়েকে পড়ে শোনাবে। ওগুলো শেষ হলে শহরে গিয়ে আরও বই আনবে।

নাশতার টেবিলে টেড বুনকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করল সে। ‘এটা খুব ভাল হবে, ম্যান। এপানকার লোকজন পড়ার জন্যে উদ্বীর্ণ হয়ে থাকে। আমি দেখেছি পড়ার কিছু না পেলে কেউকেউ টিন ক্যানের লেবেলই পড়ে মুগ্ধ করে ফেলছে।

‘আমি নিজে বিশেষ পড়িনি। তবে কিছু নাটক দেখেছি। হ্যামলেট আমি জুবার দেখেছি। কিন্তু শুধানে অসঙ্গতি আশ্রয় তোখে পড়েছে। ভূতের কথা বিশ্বাস করে কাউকে আক্রমণ করা ছেলেমানুষি।

‘বছর দুই আগে সেইন্ট লুইতে কুঠার দিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করেছিল। তাকে নাকি ঈশ্বর ওই নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন রায় দিল লোকটা পাগল।’

কফিতে চুমুক দিল সে। ‘আমাদের বই ছিল না, তাই আগরা

গল্প বলে শোনতাম। ওগুলো আমার খুব প্রিয় ছিল।’

‘গল্প বলার অভ্যাস আমার নেই,’ বলল টিরেসা, ‘কিন্তু প্রায়ই আমি টুইনিকে গল্প পড়ে শোনাই। চাইলে তুমিও এসে শুনেতে পারো।’

‘নিশ্চয় আসব, গল্প আমার খুব প্রিয়।’

‘গল্প পড়ার জন্যে শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শিপগিরই কোন রাতে আমরা শুরু করব।’

স্টেজগুলো আগে আর যায়—দাঁড়া আর ঝোপ-ঝাড়ের দিকে নজর রাখা টিরেসার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একদিন কেউ আনবে, কপাল ভাল থাকলে সে-ই ওকে আগে দেখতে পাবে। আর কি করতে পারে সে?

নেভি পিস্তলটা সব সময়েই হাতের কাছে, আর একটা ডেরিঞ্জার সাথেই রাখে টিরেসা। প্রত্যেক ডেরিঞ্জারের দুটো করে ব্যারেল—দুটো গুলি। তাকে টার্গেটের বেশ কাছে থাকতে হবে।

টেড বুন মাঝে মাঝে টিরেসার অজান্তেই অদৃশ্য হয়, আবার ওর অজান্তেই ফিরে আসে।

কম কথা বলা বূনের অভ্যাস। কিন্তু কখনও সে কিছু খবর নিয়ে আসে। ওদিকে ভার্জিনিয়া ডেল স্টেশনে ইণ্ডিয়ান আক্রমণ হয়েছিল। অত্যন্ত কিপ্রতার সাথে এসে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফিরে গেছে। কিন্তু যাওয়ার আগে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। স্টেজটাকে ব্রান্তি ঘোড়া নিয়েই পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে হয়েছে।

‘অসাবধানে কখনও বাইরে ধরা পড়ো না,’ ওকে সাবধান

করল টেড। ‘ভিতরে ঢুকে ছ’একটা গুলি করলেই হয়ত ইণ্ডিয়ানরা পালিয়ে যাবে। ওরা ঘোড়া লুট করতে চায়, এটা ঠিক। তবে ওরা কেউ মরতে চায় না। যেকোন সময়ে ওরা পারে, কিন্তু সাধারণত ভোর বেলাতেই আক্রমণ করে ওরা। প্রায়ই কম সংখ্যক লোক থাকে।’

এক সপ্তাহ পরেই যখন স্টেজ এসে থামল চেরোকী স্টেশনে ; নোয়া বলল, ‘ইণ্ডিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করেছিল। ওরা স্টেজ থামানর চেষ্টায় গুলি ছুঁড়ছিল—কিন্তু আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারেনি। তবে, একজন যাত্রীকে ওরা হত্যা করেছে, আর একজন আহত হয়েছে।’

স্টেজে পাঁচজন যাত্রী ছিল, তাদের মধ্যে তিনজন ইণ্ডিয়ানদের বিক্ষিপ্ত গোলাগুলিতে অংশ নিয়েছে। আহত লোকটা ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক। ‘আমি ফোর্ট কলিনসে যাচ্ছিলাম,’ ধরা-ধরি করে ভিতরে আনার সময়ে ব্যাখ্যা দিল সে। ‘আমার মনে হয় না জখমটা মারাত্মক, কিন্তু রক্ত হারাচ্ছি আমি।’ টিরেসা সৈনিকের কাঁধের দ্বত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার কাজে বাস্তব। হঠাৎ অফিসার মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি মেজর জেমসের স্ত্রী! ভার্জিনিয়া থেকে এসেছ!’

টিরেসা সৈনিকের দিকে তাকাল। শক্ত গড়নের লোক ; বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মুহূর্তে ওকে চিনে ফেলল টিরেসা।

‘সার্ভেন্ট ওব্রায়েন ? হ্যারি ওব্রায়েন?’

‘হ্যাঁ, মাম। খুদে আমি বন্দী হয়েছিলাম, ওই ঘুদে আমি আর লড়ব না বলে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বন্দী-বিনিময় করে আমাকে মীমাস্তে পাঠানো হয়েছে। মেজর কি এখানে?’

‘না, সার্জেন্ট, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’

‘ওহ ? আমি দুঃখিত, মাম। আমি জানতাম না।’

কতটা বাঁধা শেষ করল টিগেসা। টকমল পায়ে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট : ‘ফোর্ট কলিনসে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি, ম্যাম। হয়ত আবার দেখা হবে।’

স্টেজটা ফলে সাংস্কার পর ওর মনে পড়ল হোয়াইটের ফেরিনা দলটাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে যারা লেগেছিল হ্যারি ওব্রা-য়েন তাদের মধ্যে একজন।

কিন্তু কে বলতে পারে ? কে আন্দাজ করবে ? সে কি হোয়াইট-কে কখনও দেখেছে ? কিংবা...জারজ হ্যারাপ...হোয়াইট কি হ্যারি-কে চিনতে পারবে ?

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## এগার

দিনগুলো লুপা এবং টিগেসাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এক এক সময়ে রাতে ক্রান্ত অবসন্ন অবস্থায় বিছানায় যায় টিগেসা। খাবার তৈরি করা, ঘোড়ার যত্ন নেয়া, আর নব্বিকিছু পরিছন্ন রাখার কাজ তো আছেই। প্রতিদিনই বুন্দো পড়ে সব নোংরা হয়ে থাকে। নিকি ওয়ালটন যে কেন স্টেশনটাকে এত নোংরা রেখেছিল সেটা

ভেবে মানেমাকে ওর জন্যে ছেঁই হয়। স্টেশন পরিষ্কার রাখার  
চেয়ে শুয়ে-বসে দিন কাটিয়ে দেয়া অনেক সহজ।

অবশ্য কিছু সাহায্যও সে পাচ্ছে। নোরা কখনও তাকে নানিশ  
জানায়নি—নিজের কাজ করেও সে আরও বেশি করে। ওয়াটের  
সাথে হাসি-তামাশা করে, ওকে ভালবাসা দিয়ে, অনেকটা ফ্রী  
করে এনেছে সে। তবু এখনও নিজের পরিবার সম্পর্কে ছেনেটা  
কিছুই বলেনি। কেবল একটা ব্যাপারে সে প্রবল আগ্রহ জানি-  
য়েছে—সেটা হচ্ছে, তার বাবা আউটল ছিল না; কোনদিনই না।

রাতে মানেমাকে টিরেসার বাড়ির কথা মনে পড়ে। ওয়াশিংটন  
থেকে আগত অতিথিদের সাথে বসে বিকেলে চা খাওয়া আর পার্টি।  
ওয়াশিংটনের অফিসিয়াল, অন্য রাখার স্ট্যান্ডেশনের লোক, আর  
ইউরোপ থেকে অতিথি আগত ওখানে।

প্রায়ই কাজ করার ফাঁকে থমকে দাঁড়ায় টিরেসা। তার হাত  
ছোটো আঁগে কেমন সাদা আর নরম ছিল, নখগুলোও ছিল নিখুঁত।  
কিন্তু এখন হাতগুলো বাদামী হয়ে গেছে, কিছু কড়াও পড়েছে।  
এগুলো কি আবার আগের মত সুন্দর আর নরম হবে কোনদিন?

তবে তার সবথেকে বেশি চিন্তা টুইনিকে নিয়ে। পশ্চিমে ওর  
জনা কি ধরনের ভবিষ্যৎ হবে? অবশ্য ভার্জিনিয়ার জমিটা এখনও  
ওদেরই আছে। ওই জমির ওপর যুদ্ধ চলছে, ঘর আনিয়ে দেয়া  
হয়েছে, গরু-ঘোড়া লুটতরাজ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওটাকে  
উৎপাদনশীল অবস্থায় আনতে হলে হাজার হাজার ডলার খরচ  
হবে। নতুন করে স্টকও কিনতে হবে। এখানে স্টেজ স্টেশন চালিয়ে  
তার পক্ষে এত টাকা রোজগার করা কখনোই সম্ভব হবে না।

কিন্তু যেভাবেই হোক, এটা তাকে করতেই হবে। বাবা জীবিত

শাকতে সে নিজে যেভাবে প্রাচীর আর মনোরম পরিবেশে মানুষ হয়েছে, টুইনিকেও একই সুযোগ দিতে চায় ও। যুদ্ধ ওদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

‘নোরা,’ বলে উঠল টিরেসা, ‘বসন্ত এলে আমরা কিছু ফুলের গাছও লাগাব। ফুল আমার খুব প্রিয়।’

‘আখারও, মাম। গতরাতেই আরারল্যাণ্ডের কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ছিল।’

হানল টিরেসা। ‘আর আমার মনে পড়ছিল ভার্জিনিয়ার কথা। শাক, পুরনো স্মৃতি মনে পড়া দোধের কিছু নয়। টুইনির জন্য আমার খুব চিন্তা হয়। এখানে ওর জীবন একেবারে রসকবহীন।’

‘ঠিক তা নয়, মাম। এখানে সে এত বিভিন্ন প্রকারের মানুষ দেখবে যেটা অন্য কোথাও সম্ভব নয়।’

‘ওই মরমন লোকটার মত, যে তোমাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল?’ ঠাট্টা করে বলল টিরেসা।

নোরার গাল একটু লাল হল। ‘ওহ, মাম, ওর আমলে তেমন কোন চিন্তাই ছিল না—আমাকে একটু তামাশা করে জঙ্গ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ওর হাসিটা বড় সুন্দর ছিল। হৃদয় দিয়ে হাসতে পারত সে—আর যে প্রশ্ন থেকে হাসতে পারে তাকে নিয়ে যেকোন মেয়ে সুখী হতে পারে, মাম।’

একটু থেমে যে ধোয়া কাপটা মুছে শুকাচ্ছিল, সেটা নামিয়ে রাখল সে। ‘ইদানীং ওয়াটকে খেয়াল করেছে তুমি? সে যেতে আসার আগে তুল আঁচড়ে, পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে, ভোরালেতে হাত মুছে আসা অভ্যাস করেছে।’

চেরোকী স্টেশনে কাজের ব্যস্ততায় হারিয়ে যাওয়া মধুর দিন-



গুলোর কথা ভাবার সুযোগ টিরেসা কমই পায়। যা করছে সে-  
গুলো প্রয়োজনীয় কাজ, এবং এখানে সে অপরিহার্য। ভাবিনিয়াম  
থাকলেও কি সে এমন হতে পারত ? হয়ত।

‘এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, নোরা।’ হঠাৎ নিজের চিন্তাটাকে  
কথায় প্রকাশ করল টিরেসা। ‘আমরা এখানে যা করছি তা বেশ  
জরুরী কাজ। এরা বাস্তব লোক হলেও বেশিরভাগই খুব নিঃসঙ্গ।  
লম্বা যাত্রায় বেরিয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানে না যাত্রার শেষ কি  
দেখবে। অনেকেই প্রিয়জনের স্মৃতি পিছনে ফেলে এসেছে। আমরা  
বন্ধুর মত আচরণ করলে ওদের ভাল লাগবে।’

‘আমার ধারণাও তাই, মাম। যাত্রীদের সাথে কেউ ভাল ব্যব-  
হার করে না। কিন্তু ওদের সাথে ভালভাবে কথা বললে সেটা ওরা  
অনেকদিন মনে রাখবে।’

‘সবার সাথেই আমাদের কিছু না কিছু কথা বলা উচিত। ওরা  
দ্বিতীয়বার আসে তাদের চেহারা আর নাম মনে রাখতে হবে। কারও  
কথা মনে রেখে তাকে নাম ধরে ডাকতে পারলে মানুষ খুব খুশি  
এখন যেন হয়।’

‘হ্যাঁ।’ হাতের লঞ্চালনে স্টেশন ঘরের চারপাশ দেখাল নোরা।  
‘আর এর চেহারা আমরা বদলে ফেলেছি, মাম। বিখর আর নোংরা  
চেহারা ছিল এর, কিন্তু নতুন পর্দা আর টেবিল-কুথ দেওয়ান ঘরটা  
হাসছে।’

‘সবকিছু পরিষ্কারও দেখাচ্ছে,’ স্বীকার করল টিরেসা।

স্টেজ স্টেশনের কোনটা কি অবস্থায় আছে চেক করে দেখল  
সে। করাল, বার্নি আর বাঙিটা। সবই ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে-মুছে  
টিপটপ অবস্থায় রাখা হয়েছে। ঘোড়ার সাজ তার বাবার আস্তা-

বলের যতই পরিপাটি করে সাজান আছে। ঘোড়ার ষ্টলগুলোতে মাটির সেকেন্ডে আগে খড় ছিল না, সেখানে এখন নতুন খড় বিছান হয়েছে।

যাত্রীদের খাবার জন্য সুন্দর করে টেবিল সাজান হয়েছে, আর স্টোভের পাশে দেয়ালে পালিশ করা কফির কাপ সুন্দরভাবে এক সারিতে ঝুলছে। যখন তারা প্রথম এসেছিল তা থেকে জায়গাটা এখন অনেক বদলে গেছে।

টুইনি আর ওয়াট তাকে সাহায্য করেছে। তবে ডিক ইয়াংও অনেক সাহায্য করেছে। খোড়া দেশাশোনার জন্যে ওকে লাপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছে টিরেসা। প্রথমে মোকটার একটু দ্বিধা ছিল। কারণ, কোন মেয়ে বসের অধীনে কাজ করাটা গুরুত্বপূর্ণ পছন্দসই হয়নি। কিন্তু পরে উৎসাহের সাথেই কাজ করছে—টিরেসার ভদ্র ব্যবহার, আর কর্ম-পদ্ধতি তার ভাল লেগেছে।

‘মিস্টার ইয়াং,’ সে বলেছিল, ‘তুমি আমার কাজের দ্বারা হয়ত পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছ না। কিন্তু তুমি তো একজন যুক্তি-সম্মত মানুষ, তোমার বিচার বুদ্ধিও ভাল। আমাকে আমার নিজের যত কাজ করতে দাও কিছুদিন—তারপর সেটাতে যদি কাজ না হয়, তখন আমাদের আরেকটা ভিন্ন উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে।’

একটু থামল সে, তারপর বলল, ‘মিস্টার ইয়াং শুনেছি তুমি নাকি ভার্জিনিয়ার লোক?’

‘পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ম্যাম।’

‘তুমি কি পরে ওখানে কখনও ফিরে গেছিলে?’

‘হ্যাঁ, দু’একবার গেছি। একবার বাবার সাথে, আরেকবার দাদার সাথে। দাদা আমাকে রাজধানী দেখাতে নিয়ে গেছিল।’

‘যাওয়ার পথে “হারলেকুইন ওক্স” নামে একটা প্ল্যানটেশন তোমার চোখে পড়েছে?’

‘নিশ্চয়, ম্যাম। ওটা ভার্জিনিয়ার একটা চমৎকার জায়গা। দাদা ওখানে থেমে চুনকাম করা সাদা রেলের পিছনে ঘোড়াগুলো আমাকে দেখিয়েছিল। এখন ভাল জাতের ঘোড়া আমি খুব কমই দেখেছি।’

‘হারলেকুইন ওক্সই ছিল আমার বাড়ি, মিস্টার ইয়াং। ওটা ছিল আমার বাবার। আমাদের পূর্বপুরুষ ওখানে ১৬৬০ সালে প্রথম বসবাস শুরু করেছিল।’

ডিক ইয়াং মুখ থেকে পাইপটা নামাল। কথা শুনে পিলে চমকে গেছে ওর। ‘ম্যাম? তাহলে তুমি—’

‘ঘুরুর প্রথম বছরই ওটা ধ্বংস হয়েছে, মিস্টার ইয়াং। হয়ত একদিন ফিরে গিয়ে আগের মত করেই আবার ওটাকে গড়ে তুলব— কিন্তু বর্তমানে আমাকে কাজ করে আমার মেয়ের জন্য একটা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের এখন সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে—আর, বাবা আমাকে শিখিয়েছে কি করে তা করতে হয়।’

‘আমাকে কমা করো, ম্যাম। তুমি কোন্ পরিবার, আর কোন্ পরিবেশ থেকে এসেছ, এসব আমি কল্পনাও করতে পারিনি।’

‘তাতে কিছু আসে যায় না, মিস্টার ইয়াং। অতীত নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। ওখানে যা কিছু ছিল তা আমার পূর্বপুরুষদের তৈরি। এখানে যা আছে তা আমাকে নিজেই গড়ে নিতে হবে— এতে তোমার সাহায্য আমার দরকার। খুবই দরকার। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, আমার ধারণা ছিল একাই সব সামলাতে পারব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কারও পক্ষে একা সব দিক নুটতগাছ

সামান দেয়া অসম্ভব। তুমি একজন অভিজ্ঞ মানুষ, এবং বুন বলেছিল এই এলাকায় তোমার মত ভাল কানার, আর ঘোড়ার যত্ন নেয়ার মত যোগ্য লোক আর কেউ নেই। তোমার যেকোন পরামর্শের যথার্থ মূল্য আমি নিশ্চয় দেব।’

‘ধন্যবাদ, ম্যাম, আমার সাধা মত আমি করব।’

‘তুনে সুখী হলাম। তুমি যদি দেখ কিছু করা দরকার; যা তোমার অভিজ্ঞতায় মনে হয় করা উচিত, তাহলে সেটা বলতে দিখা ক’রো না।’

টিমপি হোয়াইটের কথা সে প্রায় ভুলেই গেছিল। কিন্তু ওকে এক মিনিটের জন্য ভুলে থাকারও একটা শূঁকি। নোকটা আশপাশেই কোথাও আছে। এবং তার উন্নতির পথ আর জীবন, ছোট্ট এখন অনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন।

যাহোক, ওটা তার নিজস্ব সমস্যা। স্টেজ কোম্পানি, মাইকেল থর্প, বা বুনোর ব্যাপার নয়। সুতরাং এর সমাধান তার নিজেকেই করতে হবে। এবং তার এই সমস্যা চেরোকী স্টেজ স্টেশনের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটুক, এটাও সে চায় না।

কয়েকটা স্টেশন থেকে ইঞ্জিনিয়ারা ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। তার স্টেশনেও একদিন একই ঘটনা ঘটবে। সে কি করবে? কিইবা করতে পারে সে?

প্রথম, আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্টেজ কোম্পানির কাজ চালু রাখতে হবে।

ওর এইসব চিন্তার মাঝেই টেড বুন ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হল। ‘মিস্টার বুন, আমি ভাবছি, অন্য স্টেশনের মত এখানেও যদি ইঞ্জিনিয়ার আক্রমণে আমাদের ঘোড়া খেয়া যায়, তখন আমি কি

করব ?’

‘তুমি জীবিত থাকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিও।’ জিনের ওপর থেকে সে নামল। ‘কফি গরম আছে ?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘তা আছে, কিন্তু পরে স্টেজের কি হবে ?’

‘তুমি যদি ফেশ ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে না পারো, তবে ফ্রান্স ঘোড়া নিয়েই ওদের এগিয়ে যেতে হবে।’ একটু থামল সে। ‘বাড়তি ঘোড়া সহ সবচেয়ে কাছের রাক্ষ হচ্ছে আপটনেরটা। তোমার সাথে কি তার পরিচয় হয়েছে ?’

‘না, আলাপ হয়নি।’

‘গুর কয়েকশো ঘোড়া আছে গুথানে। বাড়িটাও বিরাট আর সুন্দর। সুন্দা পিলার। একটা সুন্দরী বউ আর দুটো ভালো চেহারার মেয়েও আছে গুর। কিন্তু আমার কাছে চেহারার কোন দাম নেই—ব্যবহারটাই আসল। ওরা কেবল পার্টি, নাচ, গান, আর চা ছাড়া কিছু বোঝে না।’

‘কিন্তু আপটন লোকটা কেমন ?’

‘আপটন ? সে সোজা মানুষ। একদায়ে রাফিং, সোনার খনি আর পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত। ডেনডারে প্রচুর সময় কাটায়। দিনদিন আরও বড়লোক হয়ে উঠছে সে। কিন্তু লোকটার মধ্যে কোন পঁাচ নেই। মানুষকে ঠকান বা কোন ভীষণতা দেয়ায় সে বিশ্বাস করে না। নিজের ঘোড়াগুলোকে সে খুব ভালবাসে—ওদের অতি ব্যবহার বা অপব্যবহার সে সহ্য করে না। কোন কমচারী তার ঘোড়ার সাথে দুর্ব্যবহার করলে সাথে সাথেই তাকে বিদায় করা হয়।’

‘আমার দরকার হলে সে কি আমাকে ঘোড়া ধার দেবে ?’

কাধ উচাল টেড বুন। ‘হ্যাঁ, সেটা তোমার আর আপটনের স্টুটারাজ

ব্যাপার : আমি জানি সে নিকি ওয়ালটনকে একবার সরাসরি মানা করেছিল। ওর এলাকা থেকে তাকে বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিল।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘ওর আটটা থেকে দশটা নিজস্ব কোচ আছে। মাঝেমাঝে ওরা ওতে চড়ে পিকনিকে যায়। সাথে যায় সাদা কোচ পরা চাকর। এরকম আর দেখা যায় না।’ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো বুন। ‘ওর বাসায় সব সময়েই পূর্বের তিন-চারজন অতিথি থাকে। আমি অফিসার, রাজনৈতিক লোকজন, ইওনোপের সম্ভ্রান্ত মানুষ, সব ওখানেই থাকে। তবে স্টাড পেলির সাথে ওর আড়াআড়ি সম্পর্ক। তবু আমার মনে হয় লোকটা মোটা-মুটি ভাল মানুষ।’

‘তাহলে আমার ঘোড়ার দরকার পড়লে ওর সাথে কথা বলা বৃথা?’

‘তুমি যে পেলির জন্য কাজ করছ, এটাই ওর জন্যে যথেষ্ট। আমি বলব ওসব চিন্তা ছেড়ে দেয়াই ভাল। তুমি যে পেলির হয়ে কাজ করছ, এটাই হয়ত তোমার বিপক্ষে যাবে—ওকে সে দেখতে পারে না।’

‘তাহলে আমার যদি কখনও ঘোড়ার দরকার পড়ে, ওর কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না?’

‘আমি বলব ওসব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। সাহায্যের জন্য ওর কাছে গেলে স্টাড পেলিও হয়ত তোমাকে পছন্দ করবে না। তবে, স্টাড পেলিও যুক্তিহীন মানুষ না।’

ওরা যখন কফি নিয়ে বসল, বুন জিজ্ঞেস করল, ‘ইদানীং ঘোড়ার পিঠে একা কেউ এসেছিল?’

প্রথমে বুকে নিল সে কি বলতে চাইছে। গলার স্বর নিচু আর

ঠাণ্ডা রেখেই যে দলল, ‘না, তেমন কেউ আসেনি। আসবে ?’

ককিতে চুখ দিল বুন। ‘কিছু ট্রাক আমার চোখে পড়েছে ট্রেইলে। একজন আরোহী পাহাড়ের দিকে গেছে। চিহ্নটা ঠিক স্টেশনে আমার আগেই পাহাড়ের দিকে মোড় নিয়েছে। আমি যে ট্রাক দেখলাম, তাতে মনে হল লোকটা পাহাড়ের ওপর এমন একটা জায়গা খুঁজছে যেখান থেকে এই স্টেশনের ওপর নজর রাখা যায়।’

‘ইন্ডিয়ান ?’

‘খুঁজে নালা লাগান ঘোড়ার পিঠে ছিল লোকটা। সাধারণত এর মানে সাহা লোক। অবশ্য চূড়ি করা ঘোড়া হলে লোকটা ইন্ডিয়ানও হতে পারে। তবে আমার ধারণা লোকটা সাদা।’

‘সে কি তার পছন্দ মত জায়গা খুঁজে পেয়েছে ? এখান থেকে আমি ওকে দেখতে পাব ?’

‘না, সম্ভবত দেখতে পাবে না। কিন্তু ওই যে পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে ? লোকটার বাম দিকের শেষ গাছটার গুঁড়ির কাছেই থাকবে বলে আমার ধারণা।’

গাছটার দিকে তাকাল টিরেসা। ‘ওটা কতদূর হবে ? দেড়শো গজ ?’

‘দূরত্ব সম্পর্কে তোমার আন্দাজ ভাল। আমারও তাই ধারণা।’

‘বাবা আমাকে রাইফেল আর শটগান ছুঁতে শিখিয়েছে। আমাকে শিকারেও নিয়ে যেত।’

‘কখনও শিকার করে কিছু মেরেছ ?’

‘একটা হরিণ...আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।’

বুন হাসল। ‘পুরুষ জন্মের পর থেকেই হত্যা শুরু করে। বুনো

জীব-জন্তু শিকার করে যাওয়া মানুষের জন্মগত স্বভাব।’

‘আমি তা বিশ্বাস করি না।’

‘জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখো : প্রত্যেক শিকারী জন্তুর চোখ থাকে সামনের দিকে, যাকে সে শিকারের ওপর নজর রাখতে পারে--আর নিরীহ প্রাণীর চোখ থাকে মাথার পাশে, যেন কোন দিক থেকে বিপদ আসছে তা চট করে দেখতে পায়। তুমি লক্ষ্য করে দেখো, ম্যাম. নেকড়ে, সিংহ, ভাল্লুক, হায়া শিকার করে, তাদের সবাই চোখ সামনের দিকে। মানুষেরও তাই।’

‘ওরকম ভাবে আমাদের ভাল লাগে না। আশা করি আমরা ওসবের উদ্দেশ্যে উঠতে পেরেছি। সত্যতা কি আমাদের শান্তিতে একসাথে বাস করতে শেখায় না?’

‘আইডিয়াটা তাই বটে, কিন্তু মানুষ সবাই একসাথে সভ্য হয় না। কিছু লোক একটু আগে-পিছে থাকে। কিছু মানুষকে আমাদের রক্ষা করতে হয় অমানুষদের হাত থেকে। কোন লোক তোমাকে ছুরি, বন্দুক বা বর্শা নিয়ে আক্রমণ করতে আসে, সে অসভ্য আচরণ করছে, এটা ওকে বোঝানর সময় থাকবে না। তখন তোমাকে বর্বর আর নির্ভুর হতে হবে, নতুবা মরতে হবে।’

‘আমি কখনও মানুষ খুন করতে চাই না।’

‘সুস্থ মানসিকতার মানুষ তা চাইবে না। কিন্তু ওই টিলার মাথায় যদি কেউ রাইফেল হাতে টুইনির মাকে হত্যা করার অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তোমারাই ওকে আগে মেরে ফেলা উচিত। শোন, ম্যাম, কেউ যদি ডাকাতি বা খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে সে কেবল টুইনি, ওয়াট, নোরা আর তোমারই ক্ষতি করবে।’



না, আঘাতটা পড়বে পুরো মানুষ জাতির ওপর। আমি কোন  
'নির্ভিত লোক নই; আমি যা বৃষ্টি সেটা হচ্ছে মানুষকে পরিস্থিতি বুঝে  
সেইমত চলতে হয়। কিছুকিছু মানুষ আছে যারা সত্যিকার অর্থে  
মানুষ কোনদিনই হয় না—বুনো জানোয়ারই থেকে যায়।’

‘তাই বলে আমাকেও কি ওর স্তরে নামতে হবে?’

‘তুমি যদি ভদ্র একটা সমাজে বাস করতে চাও তবে সেই সমাজ-  
কে রক্ষা করতে তোমাক লড়তে হবে।’

‘তুমি দার্শনিকের মত কথা বলছ, মিস্টার বুন।’

‘না, ম্যাম, রাতের বেলা ট্রেইলে ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে একা  
বসে এমন অনেক কথাই ভাবার অবকাশ মানুষ পায়। তোমার  
স্বামীকে যে হত্যা করেছে তার কথাই ধর, লোকটা মেজ্জর জেমসকে  
নিজের উন্নতি আর স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হিসেবে দেখতে পেয়ে-  
ছিল। তোমাকে মারার চেষ্টা করলে সেটা সে ওই একই কারণে  
করবে। তুমি কি তাকে সেই সুযোগ দেবে?’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## বারো

‘কি করতে পারি আমি?’ প্রশ্ন করল টিরেসা। ‘কাজের খাতিরে তোমাকে দিনের বেশ কিছুটা সময় বাইরে কাটাতেই হবে।

‘প্রথম কথা হচ্ছে টিমথি হোয়াইট তার কাছের লোক কাউকে পাঠাবে না—এমন একজনকে পাঠাবে যে অ্যানবুশে প’কা। যতক্ষণ স্টেজ আর লোকজন থাকে ততক্ষণ সম্ভবত সে কিছু করবে না। তোমাকে বাইরে উঠানে একা পেতে চাইবে সে। গুলিটা কোথেকে এল দেখার মত, বা শুকে তড়া করার মত লোক না থাকলেই কাজটা দারার চেষ্টা করবে।’

‘তুমি বলছ আমার বাঁচার আশা কম?’

‘না, ম্যাম, তবে মাথা খাটিয়ে তোমাকে চলতে হবে। দিনের আলোয় কখনও একা উঠান পার হয়ো না। নির্দিষ্ট কোন অভ্যাস তৈরি ক’রো না। রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আস্তাবলে যেতে দেখলে সে তোমার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করবে।’

করালের দিকে এগোল টেড। চেয়ে-চেয়ে ওর যাওয়া দেখল টিরেসা। লোকটা কে? কি সে? শোনা যায় গোলাগুলিতে নাকি

ওর হাত ভাল। এ-ও শুনেছে, বুন ভয়ঙ্কর লোক। টিরেসার কাছে লোকটা কেবল মাত্র একজন চূপচাপ, গম্ভীর চেহারার মানুষ, যে কমই হাসে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের কাজ করে চলে।

টিরেসার প্রতি তার মনোভাব কি, বা সে কি ভাবে, এর কোন ধারণাই ওর নেই। তবে একবারও সে রলেনি এটা তার জন্য উপযুক্ত পেশা নয়, কিংবা চাকরিটা ছেড়ে দেয়া উচিত। যেমন অনেকেই বলেছে।

এটাই ওর পছন্দ, তবু একটু খোঁচাও লাগে ওর মনে। নিজের মেয়েলী স্বভাবের কথা ভেবে আপন মনেই হাসল সে। হাজার হলেও বুন একজন সুন্দর চেহারার আকর্ষণীয় লোক।

গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরাল টিরেসা। ভাল করে নিদ্রিত করে দেখল। বন্দুকবাজ লোকটা অবশ্য গুখানে নাও থাকতে পারে—কিন্তু বুনের আন্দাজই যদি ঠিক হয়, তবে গুখানে থেকে উঠানের কোন-কোন জায়গা সে দেখতে পাবে না?

এখান থেকে করাল ঘুরে সে বার্নের পিছনে যেতে পারে—কিংবা বাসা থেকে কামারশালাতেও যেতে পারবে, লোকটা ওকে দেখতে পাবে না।

ওর বাবা “র্যাকহক ওয়ার”-এ লড়েছিল। প্রায়ই বাবার সাথে স্বামীর ঘন্টার পর ঘন্টা বৃদ্ধ কৌশল আর “ফ্যারিংগ পজিশন” নিয়ে আলাপ হত। এখন মনে হচ্ছে কথাস্তরে। আরও মনোবোগ দিয়ে শোনা তার উচিত ছিল। কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল এমন একটা পরিস্থিতিতে তাকে কখনও পড়তে হবে?

ডেনভারে লারিমার স্ট্রীটের একটা পিছনের কামরায় টেবিলের ওপর বৃট ভুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে টিমথি হোয়াইট।

‘এখানেই আছে মহিলা,’ বলল সে। ‘তোমরা অন্য কাউকে দেখে এসেছ :’

‘আমরা যাকে দেখেছি, সে ছিল খাঁটি আইরিশ,’ বলল জো ট্যানার।

‘ওকে আমাদের দরকার নেই, অন্য মেয়েটাকেই আমি খুঁজ করতে চাই। আমি গভর্নর হুওয়ার জনো ইলেকশনে দাঁড়ালে আগে কিছু না বললেও, তখন সে ঠিকই মুখ খুলবে।’

‘সে কি তোমার নাম জানে?’

‘জানি না। কিন্তু সে আমার চেহারা চেনে। ওদের বাড়িতে আগুন দেয়ার সময়ে মেয়েটা আগাকে দেখেছে। তখনই আমি ওকে শেষ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেমন করে যেন সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। কে ভেবেছিল, এত জায়গা থাকতে মিসেস জেমস এই পশ্চিমেই আসবে?’

‘এই এলাকা মোটেও পূর্বের মত নয়। এখানে তুমি পুরুষকে গুলি করলে কারও চোখের পাতাও পড়বে না। কিন্তু রাস্তায় কোন মেয়ের সাথে ধাক্কা লাগলেও তোমার ফাঁসি হতে পারে।’ কর্নেল, এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।’

‘আমারও না। তোমার ফাঁসি হোক এটা আমি চাই না। তোমার সঠিক পরিচয় জানলে ওরা তাই করবে। আমি কে তা কেউ জানলে আমারও একই পরিণতি ঘটবে।’ টেবিল থেকে বৃট নামিয়ে সে চেয়ার সরিয়ে জো ট্যানারের দিকে ফিরল। ‘ইন্ডিয়ান, এটাই এর জবাব। কিছু খারাপ ইন্ডিয়ান জোগাড় করে ঘোড়া চুরি করে

আনার সময়ে ওকে মেরে রেখে আসবে। এতে দোষটা ইত্তিয়ানদের উপরই পড়বে।’

‘এর পরেও ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।’

বিরক্ত ভাবে গুর দিকে ফিরল টিমথি হোয়াইট। ‘তোমার কি এর চেয়ে ভাল কোন প্ল্যান আছে? তুমি নিজেরই বলেছ ওখানে গুলি করার কোন ভাল সুযোগ তুমি পাওনি।’

‘আরও কয়েকদিন আমাকে চেষ্টা করতে দাও।’

‘ঠিক আছে। তুমি আজ পর্যন্ত কোনো কাজে বিফল হওনি। কিন্তু সাবধান—খুব সাবধান। কথাটা কাউকে জানিও না—নিজের লোক-কেও না।’

জো ট্যানার চলে যাওয়ার পরে টেবিলেই সসে রইল। এক গ্রাম জুয়াইনের তর্জার দিল টিমথি। ভাবছে, মেয়েটা কি তাকে চেনে? কিংবা জানে সে-ই তার স্বামীকে হত্যা করেছে? তার লাপোটে ফেরার কোন প্রশ্নই ওঠে না এখন। আপটনকে নিয়েই এখন চিন্তা। যোগাযোগ তাকে করতেই হবে, কারণ গুর সমর্থন ছাড়া ইলেকশনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে কোন লাভ নেই। কিন্তু ওখানে যেতে হলে তাকে চেরোকী পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে ওই স্টেশন এড়িয়ে একটু ঘুর পথেও যেতে পারে।

ট্যানার যদি গিসেস জেমসকে শেষ করতে পারে, তবে সে জো ট্যানারকে চিরতরে বিদায় করবে—যেন জীবিত কেউ তার দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে না পারে।

উঠে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে ক্রমাল দিয়ে নিজের বুট ঝেড়ে নিল টিমথি। গলার ক্রমালটা সুন্দর করে ঠিক করে নিল সে। যাহোক, এখন তার পুরনো সঙ্গীদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সময়

এসেছে। তার ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বল, আগের সঙ্গীদের সাথে তাকে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। সে অন্য পথে এগোতে শুরু করেছে— এখন তার আর ওদের দরকার নেই। সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টিমথি।

\* \* \*

ট্রেইল ধরে ট্যানার চেরোকী স্টেশনের দিকেই এগিয়ে গেল। পরে ট্রেইল ছেড়ে সে অন্য পথে এগোল। উঁচু-নিচু টিলা আর ঘেনো জমির ওপর দিয়ে চলল সে। টিমথি ঠিক কথাই বলেছে। মেয়েটা যদি যুথ খোলে তবে তাদের দুজনেরই কান্সি হবে। উত্তর বা দক্ষিণের কেউই গেরিলাদের দেখতে পারে না। যাই হোক, টিমথির জন্যে দায়ে কাজ করে করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোন মেয়েকে যে সে মারেনি এটা ঠিক নয়। গেরিলা হিসেবে আক্রমণ করার সময়ে, সে অন্তত এক ডজন নারী হত্যা করেছে। কিন্তু আক্রমণ করার সময়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হত্যা করা এক জিনিস, আর ঠান্ডা মাথায় একজন মহিলাকে খুন করা আর এক কথা। দলগতভাবে কিছু করা আর এককভাবে কিছু করায় অনেক তফাৎ। এখন যারা তাকে ধাওয়া করবে তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার মত কেউ ওর সাথে থাকবে না। সে একা।

দেখে শুনে নিজের পছন্দ মত সে তার খাঁটি বেছে নিল। চমৎকার জায়গা, আর পালানোর পথও ভাল। দূরে জঙ্গলের ভিতর আরেকটা ঘোড়াও সে বেঁধে রেখে এসেছে। তার কোন রকম অসুবিধা হবার কারণ নেই। ওর ওই ঘোড়াটা দারুণ ছুটতে পারে।

ধূসর রঙের ঘোড়া ওর। ফস্ফা গেরো দিয়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখেছে সে, যাতে একটানে গেরো খুলে দ্রুত পালাতে পারে।

খানে সব কিছু প্ল্যান করেছে ট্যানার। তবে অস্বাভাবিক বা আশা-  
তীত ব্যাপারগুলো সে বিবেচনা করেনি।

টেরেসা জেমস তার হেনরি রাইফেলটা এনে দরজার পাশে রাখল।  
গত তিন দিন থেকে তাই করেছে। দিনে অন্তত বারোবার বুন বে  
গাছটা দেখিয়েছিল সেদিকে তাক করে প্র্যাকটিসও করেছে। ওই  
ঝোপঝাড়ের মধ্যে তার বুলেটটা কিছুর সাথে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হও-  
য়াই স্বাভাবিক, কিন্তু জীবিত থাকলে সে পাল্টা আক্রমণ নিশ্চয়  
করবে।

টেড বুনর মন্তব্য সম্পর্কে সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে।  
পরে তার মনে হয়েছে, সম্ভবত ওর কথাই ঠিক। সত্যতাকে টিকিয়ে  
রাখতে হলে সবাইকে বিরূপ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে তৈরি  
থাকতে হবে। সে টুইনির মা, এবং টুইনির শিক্ষা আর সুন্দর জীবন  
নিশ্চিত করতে তাকে বাঁচতেই হবে। এজন্যেই সে লড়বে।

এক কাপ গরম কফি ঢেলে নিল টেরেসা। অল্পক্ষণের মধ্যেই  
স্টেজ আসবে। এপ্রোনটা পরে ওটা বাঁধতে বাঁধতে সে দরজায়  
এসে দাঁড়াল। জো ট্যানার রাইফেল তুলে তাক করল। কিন্তু এই  
সময়েই যা সে ভাবতে পারেনি তেমন একটা ছুঁপটনা ঘটল।

মায়ের সাথে কথা বলতে ক্ষত ঘুরতে গিয়ে কফি কাপটা উল্টে  
ফেলল টুইনি। গরম কফিতে ওর হাত পুড়ল। চিৎকার করে উঠল  
সে। ‘মা!’

চট করে ঘুরল টেরেসা। হাট লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলিটা ওর বাম  
কাঁধে লাগল।

কোনো চিন্তা না করেই হেনরি রাইফেলটা তুলে সে পাল্টা গুলি

ছুঁড়ল। বুলেটটা জো ট্যানারকে না লেগে আঘাত করল ওর পুসর ঘোড়াটাকে। চট করে ঘুরে ফস্কা গেরো খুলে ঘোড়ার পিঠে চাপল জো। আহত ঘোড়াটা শুকে পিঠে নিয়ে ছুটে চলল।

টেড খুন দরজার দিকে চেয়ে দেখল টিরেসা এখনও নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে, নোরা ওর পাশে। এক লাফে ঘোড়ায় চেপে রওনা হল সে। ডিক ইয়াংও আরেকটা ঘোড়ায় যাচ্ছে, ঠিক ওর এক ধাপ পিছনে।

গাছটার কাছে, কোপের পাতায় রক্ত দেখতে পেল ওরা। ঘোড়াটা ওখানেই বাঁধা ছিল। একটুও না থেমে ট্যানারের পিছু নিল হুজনেই।

একটা গালি দিয়ে আহত ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচা দিল জো।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর বোকা গেল ঘোড়াটা আর পারছে না। তবু জো ট্যানার স্পার খুঁচিয়ে শুকে এগিয়ে নিয়ে চলেতো। অন্য ঘোড়াটার কাছে তাকে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু অল্প পিছনেই তাকে ধাওয়া করে আসছে হুজর লোক। নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছতে তার এখনও অনেক বাকি।

কয়েক মিনিট আগেই ট্যানারের দ্বিতীয় অর্ধটনটা ঘটেছে। উলফ্ ওয়াকার, একজন কোমাকি যোদ্ধা ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে ওটা নিয়ে গেছে। ঘোড়া সে চেনে। এমন একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরতে পারলে গ্রামে তার সম্মান অনেক বাড়বে।

রক্তাক্ত পুসর ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে অন্য ঘোড়াটার পিঠে চাপাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জো। ঘোড়াটা নেই। পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

জিন ফেলে সে পিস্তল বের করল। অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু তবু তার



নেরি হয়ে গেল। সে পিস্তল তোলার আগেই টেড বুন তাকে গুলি করেছে।

‘ড্যাম ইউ, বুন। আমি—!’

‘অনেক দিন থেকেই জানতাম ওর কপালে এই আছে,’ বলল ডিক।

‘কখন কি কর, এই প্যাটার্নটা তোমাকে বদলাতে হবে।’ কফি শেষ করে আরও কফি নেয়ার জন্য সে হাত বাড়াল। ‘তুমি কি ডিক ইয়ারকে এই ব্যাপারে কিছু বলেছ?’

‘না।’

‘বলা উচিত। তুমি হরত এতদিনে টের পেয়েছ, লোকটা একটু পেটুক—কিন্তু ভাল। একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলার সময়ে ওকে একটা পাই, বা দুটো ডোনাল্ট খাওয়ারলেই চলবে। ওর মনটা ভাল। লোকটা শান্ত কিন্তু ভয়ঙ্করও হতে পারে গোলাগুলিতে ওর হাত ভাল, কিন্তু সে চায় না তার আশেপাশে কোথাও গোলাগুলি হোক। একবার খেপলে সে ভীষণ। ও ইণ্ডিয়ানদের সাথেও কয়েকবার হাতা-হাতি যুদ্ধ করেছে। হাঁটু সমান বয়স থেকেই শুরু হয়েছে ওর যুদ্ধ। বিশ্বাস কর, আমি বাঘের সাথেও যুদ্ধ করতে রাজি আছি, কিন্তু খেপলে, ওর সাথে লড়তে চাই না।’

কফির কাপটা নিজের দিকে টেনে নিল টেড। ‘ওগাটের কি থবর।’

‘ও জানে, কিন্তু এখনও সে ছেলে মানুষ।’

‘কিন্তু ভীষণ ঢালাক। ভুলে যেয়ো না, সে কিছুদিন একাই টিকে ছিল। ছেনেটা শোনে, কিন্তু কিছুই ভোলে না। আর সে পরিণত স্ট্রটরাস্ত

পুরুষের মতোই ট্র্যাংকিঙ করতে পারে ।’

চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে টেবিল ছেড়ে উঠল বুন । ‘আমি আশেপাশেই থাকব । ওয়াট জানেন আমি কোথায় আছি । তোমার কোন দরকার হলে ওকে দিয়ে খবর পাঠালেই আমি চলে আসব ।’

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.ORG

### ভের

টিমথি হোয়াইট হোটেলের খাবার ঘরে বসে খাওয়ার সময়ে স্বাশের টেবিল থেকে ছুঁজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পেল ।

একজন বলছিল, ‘আমি ভেবেই পাচ্ছি না একটা মেয়েকে কে গুলি করে মারতে চাইতে পারে ? লোকটা ওয়ালটন হলে আমি অবাক হতাম না । কিন্তু লোকটার নাম ট্যানার । এমবুশ থেকে সে গুলি ছুঁড়েছিল ।’

‘লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলান দরকার !’ অন্যজন গম্ভীর করল ।

‘দেখি হয়ে গেছে,’ প্রথম ব্যক্তি বলল । ‘টেড বুন ওর পিছনে ধাওয়া করে ; ট্যানার পিস্তল বের করতে দেখি করে মারা পড়েছে ।’

‘মহিলার সাথে ট্যানারের কি বিরোধ ?’

‘সেখানেই তো রহস্য । জে ট্যানার কয়েকদিন আগেই চেরোকী

স্টেশনে গেছিল। কিন্তু মিসেস জেমসকে সে দেখেনি।

‘জেমস ? ওই নামের আমি মেজরকেই কয়েক মাস আগে জুলসবার্গে গুলি করে খুন করা হয়েছিল না ?’

ওদের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে হোয়াইট। তবু একই শিউরে উঠল সে। ওদের আঁচ খুব কছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ করিও মনে পড়বে মেজরকে কে মেরেছিল—সে ভাবতে পারে এর মাঝে কোনো যোগাযোগ আছে। কয়েক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল চিন্তা। ট্যানারের সাথে তার যে কয়বার দেখা হয়েছে মনে করার চেষ্টা করেছে সে। কেউ কি ওদের দুজনকে একসাথে দেখেছে ? ওই লোক ছোটোর আলাপ শোনার আগে বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করেনি।

এখন তাকে খুব সাবধানে চলতে হবে। লোকজন এখনই ভাবতে শুরু করেছে—আর কিছু ঘটলে তারা কেবল প্রশ্নই তুলবে না, উত্তরও খুঁজবে।

তার কি এখনই কলোরাডো ছেড়ে মটামা বা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়া উচিত ? সেটা বোঝামি হবে। এখানে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। গভর্নর বা সেনেটর পদ পাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে তার। এমন সুন্দর সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। একটা মেয়েকে কিছুতেই তার সম্মান আর প্রতিপত্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সে দেখে না।

কিন্তু কি করবে ? যে তার শক্তিশালী ডান হাত ছিল সে নেই। হাক, ছো অস্বস্ত মুখ খোলেনি। চিন্তিত মনে সে ভাবতে শুরু করল বর্তমানে তার হাতে কতজন লোক আছে, যারা তার আউট-ফিটে ছিল। ওদের বেশিরভাগই নিষ্ঠুর, আইনভঙ্গকারী গুণ্ডা

গোছের লোক । ওদের কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না ।

জো ট্যানারের তরুণ বন্ধুকে কাজে লাগালে কেমন হয় ? জো বলেছিল লোকটা নাকি খুব ধূর্ত, আর গোলাগুলিতেও ওস্তাদ ।

খাওয়া শেষ করে উঠল হোয়াইট । এই মুহূর্তে টিরেসা জেমসকে মারার চেষ্টা করা বোকাশি বলে । রাস্তায় নেমে নিজের অফিসে ফিরল সে । দেখল ট্যাফি জন ওখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে । ও-ই ট্যানারের তরুণ বন্ধু ।

‘জো সম্পর্কে ওরা যা বলছে তা কি সত্যি ?’

‘হ্যাঁ । চেনে বুদ ওকে মেরেছে ।’

‘তাইলে আমাকে বুনের সাথে মোলাকাত করতে হবে । জো ছিল আমার পার্টনার ।’

‘ওর সাথে তুমি চেরোকীতে গিয়ে কেবল একজন মেরেই দেবে ?’

‘একটা মেয়ে আর একটা ছোট ছেলে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি ।’

‘ট্যাফি, তুমি বুনের থেকে দূরে থাকবে—বুঝেছ ?’

আড়ষ্ট হল ট্যাফি জন । ‘এটা তোমার ব্যাপার—!’

‘জন, আমার কয়েকজন ভাল লোক দরকার, যারা তাদের যা বলা হবে তাই করবে । যারা মুখ বন্ধ রাখতে জানে । জো ট্যানারকে হারিয়ে আমি এখন তোমার কথা ভাবছি ।’ পকেট থেকে দুটো সোনার কয়েন খের করে টেবিলের ওপর রাখল হোয়াইট । ‘কাজটা ব্যাঙ বা মাইনে কাজ করার চেয়ে অনেক সহজ আর খুঁকিহীন ।’

একটু ইতস্তত করল ট্যাফি । নিজের পকেটে তিনটে রুপার ডলারের কথা ভেবে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে মুদ্রা দুটো ভুলে

নিল। ‘আমাকে কি করতে হবে?’

‘আপাতত কিছুই না, কেবল আশেপাশে থেক। আমি পকেট ঘড়িটার চেইন বাম হাতে ধরে ধর করলে এখানে এসে আমার সাথে দেখা করবে।’

টাকি জনকে দিয়ে শর কাছ হবে। দেখেই বোঝা যায় লোকটা পরিহর কাজ করার ঘোপাতা রাখে। পিস্তল হোঁড়াতেও দক্ষ। সময় এলে টেড বুনকে মারার অনুমতি সে শুকে দেবে। সবাই জানে টেড বুন একজন অত্যন্ত ফাস্ট গামস্থান।

আর একজনকে সে কাজে লাগাতে পারে, লোকটার নাম নিকি স্ম্যালটন। এতদিনে তার জখম শুকিয়েছে।

আজকাল খুব বেশি মদ খাচ্ছে নিকি। কিন্তু মনের ভিতর রাগ সে পুষে রেখেছে, ভুলতে পারেনি।

সূর্য ডুবে গেলে চিরেস। জেমস নিজের বাসার ফিরল। তার কাঁধের কতটা এখন প্রায় সেরে গেছে। তবু জখমের ওপর একটা ব্যাণ্ডেজ রেখেছে। চ’মড়াটা সামান্য ছিঁড়েছে মাত্র, কিন্তু ঝালা-পোড়া অনেকদিন ছিল। এখনও হঠাৎ ভুল করে বেশি জোরে হাত নাড়লে ব্যথা লাগে।

ওনেছে লোকটার নাম ছিল ছো ট্যানার। এরপর কাকে পাঠান হবে?

‘প্ল্যানটা ওরা ভালই করেছিল,’ মন্তব্য করেছিল বুন। ‘ওখানে, ওর জন্যে একটা তাজা ঘোড়া অপেক্ষায় রাখা ছিল। ওই হারানর পর তার ফাইট করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় ছিল না।’ একই থামল সে। ‘লোকটা আমবুশ থেকে গুলি করেছিল। এখানে যদি আমি-

দের ভালভাবে বাঁচেতে হয়, তাহলে এসব চলতে দেয়া যাবে না।  
যাহোক, শুনি করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা সে আমার জন্য রাখেনি।  
পরিস্থিতি ছিল হয় মাঝে নইলে মড়ো।’

‘তুমি কি আমাদের সাথে সাপার খাবে, মিস্টার বুন?’

‘খাব, ম্যাম, খুশি হয়েই খাব। তুমিই হও বা নোরাই হোক,  
কলোরাডোর সবথেকে ভাল খাবার এখানেই পাওয়া যায়।’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## চোদ্দ

ভোরে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়েই ভাবছে টিরেসা।

তার দু'দুগুনো! অবশ্যই, ওতলোর কথা তার আগে মনে পড়েনি?

ওয়েবস্টারের বাসায় ওগুনো গচ্ছিত রাখা আছে। বাস্তবগুলো  
আনাতে হবে। নিজের জামা তো আছেই, ওসব অলটার করে  
নোরা আর টুইনিকেও কিছু জামা তৈরি করে দিতে পারবে।

চুপের হাসি হাসন টিরেসা। কে ভাবতে পেরেছিল, যে কাজ,  
এখন তাকে সবথেকে বেশি সাহায্য করবে, আর সেটা হবে আস্তা-  
বলের কাজ! আস্তাবলে চুকে চারপাশে চেয়ে দেখল সে— কোথাও  
কোন জুটি নেই, সবই নিখুঁত।

স্টেশনে ঢুকে দেখল নোরা স্টেজের আড়ন উন্মোচন। উঠে দাঁড়াল নোরা। ‘ওয়াট কিছু কাঠ আনতে গেছে, মাম। তুমি বাইরে গেলে কিছু সাবধানে যেন।’

‘যাত্রীদের কেউকেউ পড়া হয়ে গেলে খবরের কাগজ ফেলেনই চলে যায়। শুকলো ঘর করে ভুলে রেখো, নোরা। আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে এত কম জানি, ওদের তথ্য কষ্টের জন্য আমার খুব খারাপ লাগে।’

‘হ্যাঁ! আমাদেরও কম নেই, মাম। কোন খবরের কাগজ আমি পাইনি, তবে চার্লস ডিকিনসের বই একজন ফেলে গেছে। শুটা আমি ভুলে রেখেছি—হয়ত ফিরতি পথে সে একদিন বইটা নিতে আসবে।’

বেরোবার আগে সাবধানে বাইরে চারপাশ দেখে নিয়ে সে বার্নে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল শুখানে ডিক ইয়াং পরবর্তী স্টেজের জন্য ঘোড়াগুলোকে দাঙ্গ পরাতে ব্যস্ত। ‘মিস্টার ইয়াং, তুমি কি যুদ্ধের কোন খবর জান?’

‘বিশেষ কিছুই না, ম্যাম। যুদ্ধ এখনও চলছে।’ ঘোড়ার কাঁধে হাত রেখে সোজা হল সে। ‘শুটা এত দূরে, আর এদিকে আমাদের করার এত কিছু রয়েছে, সব খবর রাখার সময় পাই না।’

পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল টিরেসা। শুখানে সম্ভাব্য কোন শত্রুর উপস্থিতি আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে সে। এই কাজে দক্ষ নয় ড—টেড বুন বা ডিক ইয়াং-এর মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে যেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তেমন কিছুও হয়ত তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

এবার উঠান পার হল টিরেসা—বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে।

এটা কি ভয় ? নাকি আশঙ্কা ?

আবার স্টেশনে ঢুকে সে একবার চোখ বুন্ডিয়ে সব দেখল। ভাবছে কি করে আরেকটু ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়। শুরু থেকেই সে বুঝেছে অভিজ্ঞ স্টেশন এজেন্টদের সাথে পাল্লা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—অন্তত এই কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে তা অসম্ভব।

মাইকেল ষপ্প এখনও তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি, আর স্টাড পেলি তার সম্পর্কে এখনও কিছু জানেই না। টিরেসাকে বাকি সবার সমান হলেই কেবল চলবে না, তাকে ওদের চেয়ে ভাল হতে হবে।

ওয়ালটনের কি বদর ? সে যে আশেপাশেই কোথাও আছে, একথা মাঝেমাঝে ওর কানে এসেছে। লোকটা প্রতিশোধ চায়।

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল টিরেসা। খুলো উড়িয়ে প্রথম কোচটা উঠানে এসে থামল। যাত্রী ছয়জন পুরুষ আর চারজন মহিলা। কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনে এসে ঢুকল।

কয়েক মুহূর্ত পরই আর একটা ছোড়ার গাড়ি এনে উঠানে থামল। জানালা দিয়ে গলা বের করে একজন বলল, ‘এখানে কেন থামলাম ? এটা তো র‍্যাঙ্ক নয় !’

‘না’—ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে একজন যুবক নেমে এল— ‘কিন্তু এর পরে র‍্যাঙ্কে না পৌঁছান পর্যন্ত চা বা কফি দিয়ে গলা ভেজানর সুযোগ আমরা পাব না। এখনও অনেকটা পথ বাকি রয়েছে।’

‘আমার আপত্তি নেই।’ একজন তরুণী যুবকের হাত গ্রহণ করে নিচে নেমে এল। ‘গুলিভিরা ? তুমি নামবে?’



‘আমাদের একটু অপেক্ষা করতে দ্বিতি কি ? এটা সামান্য একটা স্টেজ স্টেশন, ওদের খাবার জঘন্য !’

কৌকড়ান চুলের যুবক টিরেসার দিকে ফিরল। ‘কথাটা কি সত্যি ? তোমার খাবার কি বিশ্বাস ?’

হাসল মিসেস জেমস। ‘স্বাদ নিয়েই দেখ ? আমাদের কফি খুব ভাল - চা-ও আছে। ভিতরে আসবে না তোমরা ?’

‘জেক !’ ওলিভিয়া ডাকল। ‘আশ্চর্য !’

‘আমার পিপাসা পেয়েছে,’ বলল জেক। ‘আর এছাড়াও’— আবার টিরেসার দিকে চাইল সে—‘মেয়েটা খুব সুন্দরী !’

ভিতর থেকে আরও একজন লোক নামল। হাত ধরে একজন তরুণীকে নাখাল সে। ‘ও ঠিকই বলেছে, ওলিভিয়া, আমাদের সবারই গলা শুকিয়ে এসেছে। কয়েক মাইল হলেও, শুষ্ক পানিও যদি হয়, গলাটা একটু ভেজালে আমি ভাল বোধ করব।’

‘তোমাদের ইচ্ছা হলে ভিতরে যাও,’ জবাব দিল ওলিভিয়া। ‘কিন্তু আমাকে এখানেই সার্ভ করতে হবে।’

টিরেসার দিকে তাকাল সে। ‘এক কাপ চা।’

টিরেসা জেমস হাসল। ‘আমি ছঃখিত। আমরা কেবল টেবিলেই সার্ভ করি।’

‘কিন্তু আমি ওলিভিয়া আপটন !’

‘শুনে সুখী হলাম ! কিন্তু আমরা টেবিলে ছাড়া সার্ভ করি না।’

ওলিভিয়া রেগেছে। স্টেজ স্টেশন এজেন্ট, এই সামান্য মহিলা কি তাকে অপমান করার চেষ্টা করছে ? ‘তুমি হয়ত বুঝতে পারনি,’ মাগু স্বরে বলল সে। ‘আমি লিভন আপটনের মেয়ে !’

টিরেসা জেমস হাসল। ‘আমি সেটা ঠিকই বুঝেছি, মিস আপ-  
লুটভরাজ

টন। ‘কিন্তু এখানে আমরা খুবই বাস্তব—স্টেজ বা ঘোড়ার গাড়িতে সার্ভ করার মত বাড়তি সময় আমাদের নেই।’ আবার হাসল সে। ‘তুমি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন হলেও তোমাকে আমি এখানে সার্ভ করতে পারতাম না। অবশ্য, সে আমাকে এমন অন্তরোধও করত না!’

ঘুরে, টিরেসা সোজা স্টেজ স্টেশনের টেবিলের মাঝে চলে এল। ওখানে নয়জন পুরুষ আর ছয়জন মহিলা জড় হয়েছিল। খুশি মনেই গল্প শুভব করছে তারা। নোরা ওদের শেষ লোকটাকে খাবার দিয়ে এক প্লেট কুকিজ এনে টেবিলে রাখল।

গাড়িতে ওলিভিয়ার কাছে ফিরে গেল ছেক। ‘এসো, ওলিভিয়া!’ আমন্ত্রণ জানাল সে। ‘ওদের কুকিজ আর কফি আসলেই ভাল!’ ওকে নামাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে।

‘না,’ কঠিন স্বরে বলল মেয়েটা। ‘আমি এখানেই থাকব, ওই—ওই মহিলার কাছে নতি স্বীকার করতে আমি রাজি নই!’

‘ওসব ভুলে যাও, ওলিভিয়া! ওদেরও নিয়ম-কানুন আছে, এটা তুমি ভাল করেই জান। সে সত্যিই একজন চমৎকার মহিলা!’

‘তুমি যা খুশি তাই কর। আমি সাধারণ একজন ওয়েইট্রেসের কাছ থেকে অপমান কিছুতেই সহ্য করব না!’

জেকের হাসিটা স্থান হল। ‘আমি দুঃখিত,’ বলে সে আবার টেবিলে ফিরে জমজমাট আলোচনায় যোগ দিল।

টিরেসা স্বর কাপটা আবার ভরে দিল। ‘মন্যবাদ,’ বলল সে। ‘আমাদের গন্তব্য অবশ্য বেশি দূরে নয়, কিন্তু ধুলোবালির ট্রেইলে চলতে আমাদের গলা শুকিয়ে এসেছিল।’

‘বুঝতে পারছি। তোমরা কি লিঙ্কন আপার্টমেন্টের ওখানে যাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ, ওখানে ইংল্যান্ড থেকে আগত এক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য পাটি দেয়া হচ্ছে। লোকটা সত্যিই ভাল, এটা আমেরিকায় তার দ্বিতীয় ট্রিপ। তবে আমার মনে হয় না সে এত পশ্চিমে কখনও এসেছে।’

‘আমি নিশ্চিত, সে এটা উপভোগ করবে। তোমার জন্য আর কি করতে পারি?’

‘তোমাকে ধন্যবাদ, আর কিছু আমার দরকার নেই।’ একটু ইতস্তত করে জেক আবার বলল, ‘মিস আপটনের তরফ থেকে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।’

‘তার কোন দরকার নেই। আমি মোটেও ক্ষুব্ধ হইনি। আমাদের সবার জীবনেই এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয় মহিলা খুব ক্লান্ত।’

একটু অবাক হয়েই জেক কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। ‘তুমি এখানে বেশিদিন হয় আসনি, মিস—?’

‘জেমস। মিসেস টিভেন্স। জেমস।’

‘ওহ্? তাহলে তোমার স্বামীও এখানে আছে?’

‘মেজর জেমসকে খুন করা হয়েছে। আমি এখন বিধবা।’

‘আমি দুঃখিত। আমি ঠিক তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক-গলাতে চাইনি।’

‘জানি।’ চারপাশে চেয়ে দেখল সবাই নিজস্ব ক্যারেজে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ‘আমি কামনা করি তোমার উইক এণ্ড যেন ভাল কাটে।’ এখন আমাকে ক্ষমা করলে আমি আমার কাজে যেতে পারি।’ ঘুরে টেবিলের কাছে গিয়ে সে খালি কাপ-প্লেটগুলো ধোয়ার জন্য গুহাতে গুঁক করল।

‘আশা করি ওর সাথে কথা বলে তুমি আনন্দ পেয়েছ ?’ একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই বলল গুলিভিয়া ।

‘নিশ্চয়,’ জবাব দিল জেক । ‘মহিলা তোমাদের একজন অসাধারণ প্রতিবেশী ।’

‘সে আমার প্রতিবেশী কখনোই নয় । শু কেবল একজন স্টেজ এজেন্ট । ওদের জন্যেই সে চাকরি করে । আমরা এখানে কখনও থাকি না ।’

‘স্যার হোমার কি ইতিমধ্যেই ব্যাক পেঁছে গেছে ?’ প্রশ্ন বদলাল সে ।

‘হ্যাঁ । সে গতকালই বাবার সাথে এসেছে । আজ সকালে তার শিকারে যাওয়ার কথা । এদেশে হরিণ তো সব সময়েই পাওয়া যায়, কিন্তু বরফ গলে গেলেই ওরা আরও উঁচু এলাকায় এল্‌ক্‌ শিকারে যাবে ।’

‘তোমার কাছে শুনলাম সে আগেও আমেরিকায় এসেছে ?’

‘হ্যাঁ, কূটনৈতিক মিশনে । কয়েক সপ্তাহ সে ওয়াশিংটন ডি. সি. তে ছিল—যুদ্ধের আগে ।’

‘ওর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু পরিচয় হয়নি কখনও,’ মন্তব্য করল জেক । ‘আমার বড় ভাই প্যারিসে স্কুলে পড়ার সময়ে ওর সাথে একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছে । এমন কম বয়সী লোকের পক্ষে এই বয়সে এত বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হওয়া সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় । সে ভিয়েনা, রোম, কন্সট্যান্টিনোপল, আর কায়রোতে বিভিন্ন কূটনৈতিক কাজে গিয়েছে ।’

‘বাবার সাথে তার ওয়াশিংটনে আলাপ হয়েছিল, ওখানেই সে শিকার করার ইচ্ছা জানিয়েছিল । বাবা তাকে আমন্ত্রণ জানায় ।’

‘ওর সাথে আর কে কে যাবে?’

‘তুমি তো জানই, সাধারণত যারা যায় তারা। তবে এবার আরও একজন যাবে, তার নাম ডিমথি হোয়াইট।’

একেএকে সবাই গাড়িতে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুইনি ওদের যাওয়া দেখল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আরও পাঁচটা গাড়ি ওই পথে গেল। ‘ওরা সবাই কোথায় যাচ্ছে, মা?’

‘মিস্টার আপটন একটা পার্টি দিচ্ছে, ওরা কয়েকদিন তার ওখানেই কাটাবে।’

ছপুরের আগেই টেড বুন এসে হাজির হল। ‘মিসেস জেমস, তুমি স্টেশনের কাছাকাছি থেকো, আর ছেলেমেয়েদের ভিতরেই রেখো। ভার্জিনিয়া ডেলের পুরে একটা ছোট ব্যাকে ইণ্ডিয়ান আক্রমণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।’

‘কিন্তু ওটা তো এখান থেকে বেশ দূরে।’

‘মাম, ওরা ঘরটা পুড়িয়ে দিয়েছে, আর ছজন লোককেও হত্যা করেছে। ট্রাক দেখে বোঝা যায় ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে।’ ঘোড়ার মুখ ঘুরাল সে। ‘আমি ডিক ইয়াংকে খবরটা জানাচ্ছি।’ পিছন দিয়ে তাকিয়ে সে আবার বলল, ‘তুমি সতর্ক থেকো!’

ইণ্ডিয়ানের দল... এখানে?

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## গনের

সূর্য উপরে ওঠার পর আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হল। পরিষ্কার আকাশ ধীরেধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল। ব্যাপটা বাতাস ঝরা-পাতাগুলোকে মাটির ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাতাসে ব্যাপগুলো ভুয়ে পড়ছে। বার্নের দরজা বন্ধ করে বাতাস ঠেলে একটু কুঁজো হয়ে স্টেশনে এসে ঢুকল টেড বুন। ‘মনে হচ্ছে ঝড় আসবে,’ বলল সে। এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে আবার হঠাৎ করেই থেমে গেল।

‘ডিক কোথায়?’ প্রশ্ন করল নোরা। ‘সে কি ঠিক আছে?’

‘বার্নে আছে। শুকে তো তুমি জান, বার্নেই ঘুমাবে সে।’ রাই-ফেলটা জানালার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল টেড। ‘ওদিকে কিছু চিহ্ন দেখলাম কয়েক ঘণ্টা আগে। টাট্টু ঘোড়ার ট্র্যাক।’

‘ইন্ডিয়ান?’

‘আমার ধারণা ওরা সিউ ইন্ডিয়ান। এর মানেই ঝামেলা।’

‘ওয়াট কোথায়?’ টুইনি জিজ্ঞেস করল।

‘সে বার্নের পিছনে ট্যাক কমে থাকবে। ওরাট আর ইয়াং হুজনে পালা করে পাহারা দেবে। ছেলেটা যেকোন পরিণত বয়স্ক পুরুষের কাজ করতে পারে।’

আগুনে হাত মেকল বুন। ‘বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা,’ বলল সে। ‘বছরের এই সময়ে এত ঠাণ্ডা হওয়া একটু অস্বাভাবিক।’

‘স্টেজের জন্য এটা কি নিরাপদ হবে?’ প্রশ্ন করল টুইনি। ‘ওদের স্টেজ বন্ধ করতে হবে না?’

‘না, টুইনি। স্টেজ কারও জন্যে খামে না,’ বলল বুন। ‘ওরা ডাক নিয়ে যায়, আর যাত্রীরাও এগিয়ে যেতেই পছন্দ করে। তাই স্টেজকে চলতেই হয়।’

আগুনে আরও কাঠ চাপাল বুন। তারপর কফি বেশি গরম করার জন্য পটটাকে একটু ভিতরে ঠেলে দিল। ‘লিঙ্কন আপটনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। খেমে, ওকে সাবধান করলাম আমি। খবরটা ওরা আগেই পেয়েছে। ওদের মোটেও বিস্ত্রত মনে হল না—ওখানে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক এসেছে ওই ইংলিশ লর্ডের সাথে দেখা করতে।’

‘আসলে সে লর্ড নয়, তাই না’, মা? ‘স্যার’ তো “নাইট”।’

‘ঠিকই বলেছ, টুইনি। আমরা অনেকে মনে করি কোন টাইটেল থাকলেই, যেমন “আর্ল বা কাউন্ট,” সবাই রাজ-বংশীয়। রাজ-বংশে যাদের জন্ম তারাই কেবল রয়ালটি। অন্যরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের।’

‘আমি নিজেকে ওসব বিখ্যাস করি না। কাজেই মানুষের পরিচয়, মন্তব্য করল বুন। ‘মানুষকে ধর্মার্থ মানুষ হতে হবে, এবং ভদ্র হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবহারে ভদ্রলোক হতে হবে। আমার পরিবারে এই

শিক্ষা দিয়েই আমাকে ঘাবড়ান করা হয়েছে।’

‘আল বা কাউন্ট কিভাবে হয়, ম’ ?’ জিজ্ঞেস করল টুইনি।

‘সাধারণত রাজার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে কোন হুঃসাহসিক কাজ করলেই ওই উপাধি দেয়া হয়। সাহসিকতার জন্য তাকে খেতাবের সাথে অনেক জমিও দেয়া হয়। যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলে বলেই এসব করা হয়।’

দূরে একটা নিখাতের চমক দেখা গেল, তারপর একটু পরেই মেঘের গুড়গুড় শব্দ হল।

‘এমন আবহাওয়ায় বেশি যাত্রী বেরোবে না,’ মন্তব্য করল বুন। ‘হয়ত সকালে স্টেজ আসার আগে আর কেউ এই পথে আসবে না।’

কফি শেষ করল সে। ‘আমার এখন ফোর্ট কলিনসে ঘাওয়ার কথা আছে। আমিওর জন্য কিছু সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি।’ চিরেসার দিকে তাকাল সে। ‘তোমার কি মনে হয় তুমি এদিকটা একা সামলাতে পারবে? সকাল হওয়ার আগেই আমি আবার ফিরে আসব।’

‘নিশ্চয়, আমাদের জন্য চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এদিকটা আমি ঠিকই সামলাতে পারব। ডিক ইয়াং আছে, তাছাড়া আমরা সবাই অস্ত্র চালাতে জানি।’

‘আমি কখনও রোড ইণ্ডিয়ান দেখিনি,’ নোরা জানাল। ‘মাত্র একটা বড়োকেই দেখেছি—লোকটা স্টেজে করে এসেছিল, শুকে তো আমার ভাল বলেই মনে হল।’

শব্দ ভুলে হাসল বুন। ‘ওই লোক? জান? যৌবন কালে ও



একজন দারুণ ভীতিকর মানুষ ছিল। কিন্তু এখন সত্যিই ভয়শোক।  
'সে একজন ইউতে; ওরা পাহাড়ী ইণ্ডিয়ান। যৌবনে লোকটা অসুস্থ  
তিরিশ থেকে চল্লিশজন লোক মেরেছে।'

'ওই চমৎকার বুড়োটা?' অবাক হল নোরা। 'ওর এমন হাসি-  
খুশি চেহারা দেখে কেউ তা আঁচ করতে পারবে না। ওর চেহারায়  
একটা আনন্দময় কোতুরের ভাব ছিল।'

'হয়ত আমাদের অবাস্তব, আর অবাস্তব রীতিনীতি দেখেই  
আনন্দ পেয়েছিল। ভাবছিল ওদের শব্দই সবথেকে ভাল। হয়ত  
ওদের চিন্তাধারায় সেটাই ঠিক।'

রাইফেলটা নিয়ে বাইরে বেরোনের জন্যে তৈরি হল বুন। দর-  
জার কাছে পৌঁছে পিছনে ফিরে টিরেসার দিকে তাকাল। হাত  
নেড়ে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আমার আরও কিছু কাঠ আনতে বাইরে যাওয়া দরকার,' বলল  
নোরা। 'আজকের রাতটা ঠাণ্ডা যাবে।'

বাইরে পা দিয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। টেড বুন  
চলে গেল। 'ভাবছি, মিস্টার বুন থাকলেই ভাল হত,' টুইনি বলল।  
'লোকটা কাছাকাছি থাকলে নিরাপদ মনে হয়।'

'আমরা সবাই তা বোধ করি,' ওর মা বলল। 'কিন্তু তার কাজ  
আছে।'

জানাল দিয়ে বাইরে তাকাল টিরেসা। করালে ছয়টা ঘোড়া  
রয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাসে ওরা একত্র জড় হয়ে আছে। এক মুহূর্ত  
ইতস্তত করল সে। ঘোড়াগুলোকে কি বার্নে নেয়ার ব্যবস্থা করা  
উচিত? ইয়াং-এর ঘোড়া সহ বার্নে ওদের সবার জায়গা হবে না।  
তাছাড়া সকালের আগে ওদের সাজ পরাবার দরকার হবে না।

করালে খড় রয়েছে, এবং ঘোড়াগুলো মাসটি্যাও ; বুন্দো পরিবেশই  
ওদের পছন্দ । বার্নে রাখলে ওরা অস্থিতি বোধ করবে ।

‘এনো নোরা, প্রথমে আমরা সাপার তৈরি করব, তারপর  
তোমাদের সবাইকে আমি বই পড়ে শোনাব ।’

আবার জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল সে । গাছ আর  
ঝোপগুলোকে তীক্ষ্ণ নজরে খুঁটিয়ে দেখল । কিছুই নড়ছে না ।  
ইন্ডিয়ানদের চিন্তা ওকে উদ্ভিন্ন করে তুলেছে, কিন্তু টুইনিকে ভয়  
পাইয়ে দিতে চায় না টিরেসা ।

এই বুন্দো পশ্চিমে বাচ্চাকে নিয়ে আসা কি তার ভুল হয়েছে ?  
কিংবা নিজের আসা ?

না এটাই তাদের একমাত্র সুযোগ । বসন্ত এলে সুন্দর একটা  
জায়গা খুঁজে বের করে ফ্রেইম ফাইল করতে দে ।

সেটাই ভাল হবে । ওই জমিতে একটা বাড়ি বানালে তার যদি  
কিছু হয়, তবু টুইনির বাড়তি একটা জায়গা থাকবে ।

‘তোমার নিজের জন্য একটা জমি ফ্রেইম করা উচিত, নোরা,’  
হঠাৎ বলল সে । ‘জমির মালিক হওয়ার থেকে বড় নিরাপত্তা আর  
কিছু নেই ।’

‘আমাকে কত জমি দেবে সরকার ?’

‘একশো বাট একর—কিন্তু তোমার নিজেই ওখানে একটা  
বাড়ি বানিয়ে কুয়া খুঁড়তে হবে । আর কিছু জমি চাষ করে ফসল  
বুনতে হবে ।’

‘একশো বাট একর !’ অবাক হল নোরা । ‘তাহলে আমি ধনী  
হয়ে যাব !’

‘ঠিক তা নয় । তবে ওটা তোমার একটা নিজস্ব সম্পত্তি হবে ।’

‘আমাদের সাপারটা তৈরি করে ফেলা দরকার,’ নোরা বলল।  
‘নিষ্ঠার ইয়াং নিশ্চয় ক্ষুধার্ত।’

‘খিদে আমারও পেয়েছে,’ ঘোষণা করল টুইনি।

‘বেলা গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে,’ দলল টিরেসা।

হঠাৎ তার চোখের সামনে করালের গেটটা আপনো-আপনি  
খুলে গেল। সে বলল, ‘নিশ্চয় কেউ—!’

তীক্ষ্ণ গলায় একটা “হুপ” শোনা গেল। পরমুহূর্তেই ঘোড়া-  
গুলো করাল থেকে বেরিয়ে ছুটল—পিছনে একটা ইন্ডিয়ান ঘোড়া  
নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ডিক ইয়াং এর বাফেলো গানটা গর্জে উঠল। সে  
দেখল করালের পাশ ঘুরে আর বার্নের পিছন থেকে ডজনখানেক  
ইন্ডিয়ান ঘোড়াগুলোর পিছু নিল। ওদের একজন কোনমতে ঘোড়ার  
পিঠে টিকে আছে—ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে ঘোড়ার একটা পাশ গাঢ়  
লাল করে তুলেছে।

‘নোরা!’ টেঁচিয়ে উঠল টিরেসা। ‘ওরা আমাদের ঘোড়া চুরি  
করছে!’

কোন চিন্তা না করেই রাইফেলটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে  
বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ল টিরেসা। একজন ইন্ডিয়ান পিছন ফিরে ওর  
দিকে চেয়ে ব্যস্ত করে হাত নাড়ল। আবার গুলি ছুঁড়ল সে—কিন্তু  
দেখি হয়ে গেছে।

দীর্ঘে রাইফেলটা নামাল সে। বিফল হয়েছে টিরেসা। ঘোড়া-  
গুলো চুরি হয়েছে। এখন কি করবে ও?

চোখ গোল করে মাঝের দিকে চেয়ে আছে টুইনি। ‘ওদের  
দিকে গুলি ছুঁড়েছিলে তুমি? কাউকে লাগাতে পেরেছ?’

‘মনে হয় না। মিস করেছি আমি। ঘোড়াগুলো গেছে—একে-  
লুটভরাজ

বারে গেছে! কাল সকালে যখন স্টেজ আসবে—’

ডিক ইয়াং রাইফেল হাতে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল। ‘সরি, ম্যাম। আমি বুকে ওঠার আগেই ওরা কাজ সেরে পালিয়ে গেল। প্রায় ডজনখানেক হবে। কোথেকে যে এল, টেরই পেলাম না!’

‘এতে তোমার কোন দোষ নেই, মিস্টার ইয়াং। ওদের অন্তত একজনকে তুমি আহত করেছ।’

‘না, ম্যাম,’ ইয়াং বলল, ‘আমি ওকে হত্যাই করেছি। দানুব যখন ওভাবে রক্ত ঝরাচ্ছিল, তখন সে মরার পথে। পরেরবার ওরা সাবধান হবে। তুমি চিন্তা করো না, ওরা জানে কাজটা কে করেছে। আমি আশেপাশে আছি জানলে ওরা আর খোড়া চুরি করার চেষ্টা করবে না।’

‘কিন্তু ঘোড়াগুলোকে ওরা নিয়ে গেছে, মিস্টার ইয়াং। অথচ কাল সকালেই একটা স্টেজ আসবে।’

‘খর্প আরও কিছু ঘোড়ার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।’

‘মিস্টার আপটনের অনেক ঘোড়া আছে না?’ প্রশ্ন করল টিরেসা। ‘ওর কাছে চাইলে—?’

‘অসম্ভব! সে কিছুতেই ঘোড়া দেবে না!’ জানাল ইয়াং। ‘খর্পকে দেখতে পারে না আপটন। আমার ধারণা ওদের চরিত্রে খুব বেশি মিল।’

টিরেসা জেমস নিজের এপ্রোনটা খুলল। ‘সে যা-ই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখব। আমি চাই না লোকে বলুক, কোনো পুরুষ স্টেশনের চার্জে থাকলে এমন ঘটত না। আমি ওখানে যাচ্ছি।’

‘ম্যাম, বাইরে ঝড় আসার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে, তাছাড়া

কাছেই কোথাও ইন্ডিয়ানরাও রয়েছে। তুমি চূপচাপ বসো, আর—

‘মিস্টার ইয়াং, তুমি এদিকটা সামলাও। তুমি যদি তোমার ঘোড়াটা আমাকে ধার দাও, তাহলে খুব উপকার হয়।’

‘শোন, ম্যাম। ওই ঘোড়াটা একটু অস্থির। মেয়েদের সে ঠিক পছন্দ করে না। এবং আমি ছাড়া আর কেউ ওর পিঠে চড়ুক এটাও সে চায় না।’

‘তুমি বলতে চাও ঘোড়া তুমি দেবে না?’

ভাইনে বঁয়ে তাকাল ইয়াং। চোয়াল ঘষে লাজুক চোখে টিরেসার দিকে চাইল সে। ‘না, ম্যাম, ব্যাপারটা তা নয়। আমি কেবল—’

‘ধন্যবাদ, মিস্টার ইয়াং। আমি পরীক্ষাটা নিয়ে আসছি।’

কি যেন বলতে যাচ্ছিল ডিক। বিড়বিড় করল “বোকা মেয়ে!” পরে বার্নের দিকে রওনা হল।

নোরা আপত্তি তুলল। ‘মাম, তোমার এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? শুদিকে ইন্ডিয়ানরা রয়েছে, আর টুইনি এখানে—বেচারি আপেই তার বাথাকে হারিয়েছে।’

‘চাকরি নিয়েছি, কাজ আমাকে করতেই হবে। চিন্তা ক’রো না, নোরা। ঘোড়া আমি ভাল চালাতে পারি। তুমি টেরই পাবে না, আমি যাব আর আসব। তুমি আর টুইনি দুজনেই ভিতরে থেকে।’

ইয়াং দরজার কাছে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের চড়ার জন্য টিরেসার সাইড-স্যাডলটা ঘোড়ার পিঠে চাপান হয়েছে। ‘জানি না। তুমি এই ঘোড়াটাকে কিভাবে বাগে রাখবে!’ প্রতিবাদ করল সে। ‘তারওপর আমার মনে হয় না আর্থার এটা সহ্য করবে।’

‘আর্থার ! তুমি ওকে আর্থার নামে ডাকো ?’

‘আর্থার নামের একজন লোক ঘোড়াটা আমাকে দিয়েছিল।  
তাই আমি ওকে আর্থারের ঘোড়া বলেই ডাকতাম। পরে সেটা  
শুধু আর্থারে এসে দাঁড়িয়েছে।’

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল টিরেসা।  
‘হ্যালো, আর্থার। আমরা বন্ধু হতে যাচ্ছি, ঠিক আছে?’

আর্থার সন্দ্বিগ্ন বড় বড় চোখে ওর দিকে চাইল, কিন্তু ওকে  
বিশেষ অসুখী মনে হল না। ইয়াং-এর হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে  
চেপে বসল টিরেসা। পাশের দিকে স্টার্টের মতান আর্থার একটু  
অস্থিত বোধ করছে। পিঠে ওজনও অন্যরকম। কিন্তু লাগামের  
টানে দক্ষ চালকের পরিচয় সে ঠিকই টের পেল।

রাতটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আকাশটা এখনও মেঘা-  
চ্ছন্ন। মনে হল আর্থার ছুটতে প্রস্তুত। তাই লাগামে টিল দিয়ে  
ওকে নিঃস্ব গতিতে সেতে দিল টিরেসা। ভারি পিস্তলটা তার  
কোণের ওলায় রয়েছে, আর ডেরিঞ্জার দুটো তার মোটা কাপড়ের  
স্টার্টের পকেটে রয়েছে।

ইন্ডিয়ান...

ওরা যেকোন জায়গায় থাকতে পারে! ইঠাৎ কেমন যেন ভয়  
দুকল ওর মনে। ওর মাথায় কি ভূত চেপেছিল? এত রাতে কেন  
সে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে? তবে আসলে খুব একটা রাত  
হয়নি নয়টা বাজে।

ঝুঁকির কথা ওর আগে মনেই আসেনি। একমাত্র চিন্তা ছিল  
সকালে স্টেজ আসবে, ঘোড়াগুলো ক্রান্ত থাকবে—তবু ওই অবস্থা-  
তেই ওদের আবার ছুটতে হবে।

তাহা খোঁড়া তাকে ভোগাড় করতেই হবে। এই দায়িত্ব তার না হলে আর কার ? সে জানে না নিকি ওয়ালটন, মাইকেল থর্প বা বুন এই অবস্থায় কি করত। কেবল জানে তাকে সাধ্যমত চেষ্টা করতেই হবে।

শক্ত রাস্তার ওপর ঘোড়ার ঘুরের শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টিতে কেবল গুলোগুলো মাটিতে বসেছে। জোর বাতাস বইছে।

হঠাৎ আর্থার একটু নাড়ান হয়ে নাক কাড়ল—ট্রেইনের পাশে ঘোপের ভিতর কি যেন নড়ে উঠল। টিরেসা বর্ষাতির ভিতর হাত চুকিয়ে পিস্তলের নীট আঁকড়ে ধরল।

আর্থার থম্বিল না, ছুটেতেই থাকল। ওখানে যা-ই থেকে থাকুক, ওর তা পছন্দ হয়নি—খামতে সে রাগি নয়।

খোলা আয়নার বেরিয়ে এল টিরেসা। ছোট্ট টিলার ওপর বাড়িটা আলোর ঝলমল করছে। চকচকে বানিশ করা গাড়িগুলোর ওপর পড়ে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। গাড়ির ফাঁক দিয়ে একে-দেখে এগিয়ে গেল টিরেসা। হিচিঙ রেইলে ঘোড়াটাকে বেঁধে, ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

দরজার কাছে পৌঁছে মাথা ঢাকা বর্ষাতিটা খুলল সে। ওখানে একজন বাটলার অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরল। 'মিস, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি ?'

'আমি মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে এসেছি। খুব জরুরী দরকার।'

'তুমি কি অতিথিদের একজন, মিস ?' লোকটা তার কাদা মাথা বুটের দিকে চেয়ে দেখল। হিচিঙ রেইলে বাধা মাসট্যাঙটাও দেখল সে। 'আমার তা মনে হচ্ছে না।' বিনীতভাবে কথা চাইল

সে। ‘আমি ছুঁখিত, ব্যাম, মিস্টার আপটন অতিথিদের সাথে থাকলে কারও সাথে দেখা করে না।’

‘এটা সত্যি খুবই জরুরী ব্যাপার, আর আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।’

দরজাটা খোলাই রয়েছে, ভিতরে ওদের একটা “ওয়াল্‌স্‌” নাচতে দেখা যাচ্ছে। সে অতিথি নয়—বাইরের মানুষ। চলে যাওয়া-ওয়ার জন্য খুরতে শুরু করেছিল টিরেসা, তারপর তার ঠোঁট জোড়া চেপে বসল।

‘তুমি কি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে, প্লীজ? কিংবা তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে?’

আবার টিরেসার দিকে চাইল সে। মেয়েটার স্বরে কি যেন মাদ্র আছে—শুধু স্বর নয়, ব্যবহারেও।

‘নিশ্চয়, মিস, আমি দেখছি কি করা যায়।’

হঠাৎ কয়েকজোড়া নারী-পুরুষ চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন মিস ওলিভিয়া। ‘কি ব্যাপার, হেনরি?’

‘একজন যুবতী, মিস ওলিভিয়া। সে মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে চায়।’

হেনরির পাশ দিয়ে চেয়ে টিরেসাকে দেখতে গেল সে। ‘এটা জরুরী কিছু নয়, হেনরি। ও নিছক স্টেজ স্টেশনের সেই মেয়েটা। যদি দরকারী কিছু হয় তাহলে বাবা সকালে অবসর পেলে স্টেশনে যাবে।’

—একটু এগিয়ে আনোয় এসে দাঁড়াল টিরেসা। ‘প্লীজ, মিস আপটন, ভীষণ জরুরী দরকার। এখন দেখা করা যায় না?’

সে কি জবাব দিত তা টিরেসা জানে না। হঠাৎ দরজার কাছ



থেকে একজন চিৎকার করে উঠল। বৃটিশ অফিসারের পোশাক পরা লম্বা লোকটা ওর দিকে এগোল।

‘টেরেসা ! টেরেসা জেনস ! তুমি এখানে কি করে এলে !’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

ষোল

‘স্যার হোমার !’ ছোটো হাতই ওর দিকে বাড়িয়ে দিল টেরেসা। ‘তোমারই তো ওই প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত ! তুমি এখানে কি করছ ?’

‘আমি মোষ শিকারে এসেছিলাম,’ সে বলল, ‘লিঙ্কস সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে এখানে থাকার আমন্ত্রণ জানায়।’ ওর জামা কাপড়ের দিকে তাকাল হোমার। ‘কিন্তু, টেরেসা ! তুমি পার্টিতে যোগ দিতে আসনি ?’

‘না, হোমার। হারলেকুইন ওকস যুদ্ধের প্রথম দিকেই শেষ হয়; আমাদের ঘোড়া আর গরু সবই লুটতরাজ করে গেরিগারা নিয়ে গেছে। বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর আমাদের জন্য আর কিছুই ছিল না ওখানে—তাই যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত আমাদের উপার্জনের জন্য অন্য পথ বেছে নিতে হল। জমিটা অবশ্য এখনও আমার, কিন্তু

আপাতত আমি একটা স্টেজ স্টেশন চালাচ্ছি।’

হাসল সে। ‘সংস্কার! হারলেকুইন শুকনের মালিক টিরেসা জেমস স্টেশন এজেন্ট?’ আবার হাসল সে। ‘কেবল আমেরিকাতেই এটা সম্ভব।’

আরও কয়েকজন অতিথি দরজার কাছে এল। আশ্বসচেতন হয়ে উঠল টিরেসা। ‘আমি আসলে মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। ব্যাপারটা জরুরী।’

‘তাকে তুমি ডেনো নিশ্চয়?’

‘না, আমাদের কখনও দেখা হয়নি। এখানে আমি অল্পদিন হল এসেছি।’

‘টিরেসা, তোমার জন্য আমি তাকে খুঁজে খের করব—কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার সাথে নাচতে হবে।’

‘নাচ? এখানে? এখন? না, না। আমি অতিথি নই, হোমার। আর নাচের জন্য পোশাক—’

‘তুমি আমার অতিথি! পুরনো দিনের দোহাই দিয়ে আমি অনুরোধ করছি!’

শিল্পীরা আরেকটা ওয়ালস বাজাচ্ছে। হঠাৎ হাসল সে। ‘ঠিক আছে, হোমার। তুমি অনুরোধ করলে আমাকে নাচতেই হবে!’

চঙড়া বারান্দার ওপর নাচ শুরু করল ওরা। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিম্বিত চোখে ওদের নাচ দেখছে। টিরেসা আর হোমার দুজনেই অপূর্ব নাচতে পারে। গত ট্রিপে স্যার হোমার যখন ওদের বাসায় উঠেছিল, অনেক নেচেছে ওরা। ভাল পার্টনার না হলে নেচে ভেমন আনন্দ পাওয়া যায় না। কাদা মাখা বুট নিয়েই নাচছে টিরেসা, কিন্তু নিপুণ দক্ষতার সাথে

হোমারের সাথে বাজনার তালেতালে গুর পা পড়ছে। অত্যন্ত উপভোগ করছে টিরেসা—সেই পুরনো দিন যেন ফিরে পেয়েছে সে।

ওই মুহূর্তে বিপর্যয় আর ঝামেলার কথা সব ভুলে গেল টিরেসা। দূরের পুরনো বন্ধু স্যার ওয়ালসের স্টেশনের দিকেই তার খেয়াল। সবসময়েই ওয়াল্‌স্‌ নাচ পছন্দ করত ও। এবং স্যার হোমারও চমৎকার নাচে। নাচ থামলে সবাই হাততালি দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

লিঙ্কন আপটন এগিয়ে এল। ‘স্যার হোমার? আমার সাথে গুর আগে দেখা হয়নি—প্লীজ পরিচয় করিয়ে দাও।’

‘লিঙ্কন,’ এ হচ্ছে মিসেস টিরেসা জেমস। আমার অনেক পুরনো বন্ধু। আমি ওয়াশিংটনে যখন হিলাম প্রায়ই ভার্জিনিয়ায় ওদের বাসায় যেতাম। হারলেকুইন ওকস-এ গুর পরিবার আমাকে তাদের বাড়িতে অতিথি করে অনেক আনন্দ দিয়েছে। ওগুলো ছিল দারুণ পার্টি। ওদের বাসার আমি আনন্দময় অনেক, অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি। গুর বাবা ছিল একজন চমৎকার মানুষ—সব অর্থেই চমৎকার। আর ওদের ওখানে যেসব খোড়া ছিল, এত ভাল জাতের খোড়া আমি আর দেখিনি। শুকে এমন জায়গায় দেখতে পাব, এটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, মিসেস জেমস। আমাদের পার্টিতে যোগ দাও?’

‘ধন্যবাদ, মিস্টার আপটন, কিন্তু পার্টিতে যোগ দেয়ার মত জামা-কাপড় পরে আনি আসিনি। তাছাড়া আমার হাতে সময়ও কম। আমি ঘুর ফেরত এখানে ছুটে এসেছি একটা কাজে।’

‘কাজ?’

‘আমি এখন চেরোকী স্টেশনের এজেন্ট। কিছুক্ষণ আগেই ওখানে একটা ইণ্ডিয়ান রেইড হয়েছে। আমাদের কারও ক্ষতি হয়নি বটে, তবে ওদের একজন আহত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো ওরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।’

‘তাই? কিন্তু তোমার আসার কারণটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হল না।’

‘আমি আশা নিয়ে এসেছি তোমার থেকে ছয়টা ঘোড়া ধার নেব, যেন সকালের স্টেজটা সময় মত যেতে পারে।’

আপটন একটু বিব্রত বোধ করছে। ওর জন্যে চিরেসার দুঃখ হচ্ছে; একজন অতিথির সামনে অনুরোধটা করা তার ঠিক হয়নি, কিন্তু—

‘আমি জানি ষপের সাথে তোমার সম্পর্ক ভাল না, মিস্টার আপটন, কিন্তু তুমি কি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ঘোড়া ধার দেবে? ফিরতি পথে ওগুলো এলেই তোমাকে ফিরিয়ে দেব।’

‘মিসেস জেমস,’ বলল আপটন, ‘আমি দুঃখিত যে আমাদের আগে পরিচয় হয়নি। এতে ক্ষতি আমাদের ছ’পক্ষেরই হয়েছে। আমি নিশ্চিত, যে ভবিষ্যতে আমরা দুজনেই এর প্রতিকার করার চেষ্টা নিশ্চয় করব।’ একটু ভাবল আপটন, তারপর আবার বললো, ‘ঘোড়ার ব্যাপারে চাককে আমি এখনই লুকুম দিচ্ছি।’

‘সকালের স্টেজ, তাই না?’

‘হ্যাঁ, ধন্যবাদ, মিস্টার আপটন, কোচ সকালেই আসবে।’

‘তোমার এই ব্যাপারে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, মিসেস জেমস। তুমি কি আমার লাইব্রেরিতে সঙ্গ দিয়ে একটু কফি খাবে?’

‘নিশ্চয়, নিজেকে ধন্য মনে করব, মিস্টার আপটন।’

‘তুমিও আমাদের সাথে যোগ দেবে, ন্যার হোমার?’

‘জানন্দের সাথে।’

লাইব্রেরী ঘরটা একটু ছোট, কিন্তু নিরিবিলা। ভিতরে, চামড়ার বিশাল সোফা সেট। ওখানে অনেক বই রয়েছে, আর ঘরটা আরামদায়ক দামী আসবাবে সুসজ্জিত। ‘তোমরা একটু বস, আমি কফির কথা বলে আসছি।’

আদেশ দিয়ে ফিরে সে নিজেও বসল। ‘হ্যাঁ, এবারে বল তুমি কি কারণে পশ্চিমে এলে?’

‘যুদ্ধের গোড়ার দিকে মেজর জেমসের সাথে আমার বিয়ের কয়েক মাস পরেই বাবা মারা গেল। “বুল রান” ব্যাটলে আমার স্বামী আহত হয়ে একটা হাত হারায়। সে হাসপাতালে থাকে অবস্থাতেই গেরিলারা আক্রমণ করে আমাদের বাসায় আগুন লাগিয়ে ঘোড়া আর গরু সব লুটতরাজ করে নিয়ে যায়। আমাদের কিছু লোককেও ওরা হত্যা করে। আমার কপাল ভাল বলেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি বাঁচতে পেরেছি।’

‘ধর্মসের কথা শুনে আমি ছঃখিত, কিন্তু তুমি বেঁচে গেছ বলে আনন্দিত,’ জানাল হোমার।

‘গেরিলারা ছিল নেহাত নিচু মানের চোর। লুটতরাজ করাই ছিল ওদের পেশা। কনফেডারেট সৈন্যরা ওদের ঘৃণা করত। যুদ্ধের ছুতোয় ওরা খুন আর লুট করত। কিন্তু সেসব কথা এখন বলে লাভ নেই।’

কেক আর কফি এল। ম্যার হোমার বলল, ‘তোমার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, টিরেসা। তুমি

বিশ্বাস করবে না আমরা তোমাদের পাঁচি কতটা উপভোগ করতাম। কিছুদিন আগে আমি প্যারিস গিয়েছিলাম—আমরা অনেকই হারলেকুইন ওকসে কত আনন্দ পেয়েছি সেই বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল।’

আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হল। ঘোড়া, হাউণ্ড, শিয়াল আর পরিচিত লোকজন সম্পর্কে।

‘আর মেজর জেমস?’ জিজ্ঞেস করল সার হোমার। ‘সেও কি এখন তোমার সাথে এখানে আছে?’

‘সে মাত্র কয়েকদিন আগেই জুলসবার্গে মারা গেছে। তাকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’

‘ওহ, আমি দুঃখিত! কে তাকে হত্যা করল?’

‘এই কাজটা করেছে গেরিলাদের চীফ,’ শান্ত পরে জবাব দিল টিরেসা। ‘আমার স্বামী শুকে চিনে ফেলায় কোন দোষারোপ করার আগেই সে তাকে খুন করে।’

‘আমার স্বামী তার পিস্তল বোতাম আঁটা আমি খাপে পরা ছিল। শুকে দেখামাত্র কোন সুযোগ না দিয়েই তাকে হত্যা করা হয়েছে।’

দরজায় নক্ শোনা গেল, তারপর দরজাটা খুলল। ‘মিস্টার আপটন? শুনলাম তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে। আমার ইচ্ছা—’

লোকটা টিমথি হোয়াইট।

‘তোমরা যদি জানতে চাও কে এমন কাজ করেছে, তাহলে হোয়াইটকে জিজ্ঞেস করতে পার,’ বলল টিরেসা।

এক মুহূর্ত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল হোয়াইট। সে বুঝতে

পারছে না টিরেনা জেমস এখানে কি করছে। বোকাই যাচ্ছে সে বন্ধুদের সাথেই আছে। সে এটাও বুঝল যে আপটনের সমর্থন পাওয়া এখন তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

‘আমি ছঃখিত,’ সে বলল, ‘আমি তোমাদের আলাপে বিশ্ব ঘটাতে চাইনি।’

দরজা বন্ধ করে বাইরে দাঁড়িয়ে রাগে সে কিছুক্ষণ কাঁপল। এখন তার এতদিনের পরিকল্পনা আর চেষ্টা সবই বিফল হয়ে গেল। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আর কিছুই রইল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়া আনতে বলল সে।

‘তুমি কি ইঙ্গিত করছ? টিমথি হোয়াইটই ওই গেরিলাদের সর্দার ছিল? কিন্তু সে তো আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের সুপারিশেই এখানে এসেছিল!’

‘ইঙ্গিত দিচ্ছি না আমি, মিস্টার আপটন, যা সত্যি সেটাই বলছি। তুমি বাইরে ছিলে তাই হয়ত জান না কয়েকদিন আগে আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। চেষ্টাটা করেছিল জো ট্যানার। কয়েকদিন আগে একজন কম বয়সী যুবকের সাথে সে চেরোকী স্টেশনে এসেছিল, লোকটা আমাদের থেকেই চুরি করা ঘোড়ার পিঠে চেপে এসেছিল। ওই ঘোড়ার কাগজপত্র এখনও আমার কাছে আছে।’

‘কিন্তু হোয়াইটের সাথে ওদের যোগাযোগ ছিল এর কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে?’

‘ছূর্তাগ্যক্রমে নেই। আমার স্বামীকে হত্যা করার পিছনে সে নৃশি দিয়ছিল এটা সে আশ্চর্য্যের জন্যে করেছে। বলেছিল আমার স্বামী নাকি ওর জীবন নেয়ার হুমকি দিয়েছিল।’

দরজায় একজন দেখা দিল। ‘স্যার, ঘোড়ার দলটা তৈরি। আমিও কি মিসেস জেমসের সাথে যাব?’

উঠে দাঁড়াল টিরেসা। ‘না, তার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই সামলাতে পারব।’ সার হোমারের দিকে চেয়ে সে বলল, ‘এতদিন পরে তোমাকে দেখে কতটা খুশি হয়েছি সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যদি সময় পাও দেখা ক’রো। নোরা চমৎকার রান্না করে।’ তারপর বললো, ‘মিস্টার আপটন, তোমার বদান্যতায় আমি সত্যিই ধন্য হলাম।’

টিরেসা চলে যাওয়ার পর আপটন হোমারকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওই হারলেকুইন ওকস, ওটা কি সত্যিই সুন্দর জায়গা?’

‘অনেকেই ওখানে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উদগ্রীষ্ম থাকত। পূর্বে এমন চমৎকার জায়গা আর ছুটে ছিল না। ওর বাবার যেসব ঘোড়া ছিল ...ওক্, আর তার খাবারের তুলনা হয় না। এবং চমৎকার মদের স্টকও ছিল তার। চারশো একরের সুন্দর জমি ছিল ওদের। পাহাড়ের কাছেও ওদের আরও জমি ছিল—প্রায় ছয়শো একর। আমরা প্রায়ই ওখানে শিকার করতে যেতাম। যুদ্ধ শেষ হলে জমিটা আবার ফলপ্রসূ করে তোলা যাবে। মেয়েটা সত্যিই ধনবতী।’

‘আশ্চর্য, তাহলে পশ্চিমে এসে এমন একটা কাজ সে কেন নিল?’

‘তুমি যদি ওই পরিবারকে চিনতে, তাহলে বুঝতে। ওরা অভাব স্বাধীনচেতা। ওর বাবা যে কোন দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারত। কচি যেয়ে হয়ে সে হয়ত অতটা পারবে না।’

বাতাসটা ঠাণ্ডা, ব্যুটিও পড়ছে। ওর প্লাস্টিকের বধাতির ওপর জোব



আঘাত হানছে রুষ্টি। অনেক পথ চলতে হবে তাকে। তবে এখন সে খুব ভাল বোধ করছে। বহুদিন এত ভাল অনুভব করেনি ও।

স্যার হোমারকে দেখা, আপটনের চমৎকার আতিথেয়তা, আর টিমথি হোয়াইটের পরাজয়—সব মিলিয়ে ওর খুব ভাল লাগছে। সে বুঝতে পারছে হোয়াইটের রাজনৈতিক উচ্চাশা এখন শেষ। আপটনের থেকে এখন সে কোনো সাহায্যই পাবে না। আর আপটনের সাহায্য ছাড়া এই এলাকায় সে ভোট পাবে না। কলোরাডোর খবরের কাগজগুলো এখন টিমথির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় লিখবে।

তবু এতে তার বুঁকি মোটেও কমেনি। দ্রুত লোকটা এতে আরও বিধিয়ে গিয়ে টিরেসাকে শেষ করার চেষ্টা করবে।

সবদিক চিন্তা করে টিরেসা বুঝল তার নিপদ এখনও কাটেনি। এবার সে যা করবে তা নিছক দুর্ঘটনার মতই দেখাবে।

মধ্যরাত্রের অনেক পরে টিরেসা ঘোড়াগুলো নিয়ে চেরোকী স্টেশনের উঠানে পৌঁছল।

বার্নের দরজা খুলল ওয়াট। ‘ওগুলোকে এখানে রাখাই ভাল হবে, ম্যাম।’

‘ওয়াট! এত রাতে তুমি জেগে আছ কেন?’

‘আমি আর ডিক দুজনে পালা করে পাহারার ভার নিয়েছি। আমরা বেশি শব্দ না করলে সে ঘুমিয়েই থাকবে।’

ঘোড়াগুলো ভিতরে ঢোকানর পর কোন শব্দ না করে চুপিসারে স্টেশনে ঢুকল টিরেসা। আগুনের পাশে বসে এককাপ কফি খেল। কফিটা গরম, আর স্বাদও ভাল।

বিছানায় শুয়ে খুশি মনেই ভাবছেসে, আজকের দিনটা ভালই গুটোরাজ

গেছে। আগামীকাল সময় মতই স্টেজ যেতে পারবে।

ঘোড়াগুলো ইন্ডিয়ানরা নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে বিকল্প ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

বুন বা মাইকেল খর্পণ্ড এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে পারত না।  
হাসি মুখেই ঘুমাতে টেরেস।

## The Online Library of Bangla Books **BANGLA BOOK**.ORG

### সতের

সকালে স্টেজ চলে যাওয়ার পর টুইনি টেবিল থেকে প্লেট সরাল।  
ওয়ার্টের দিকে চাইল সে। হাতে নিয়ে কি একটা জিনিস দেখছে  
সে।

‘ওটা কি?’

‘ইন্ডিয়ান ভীরের ফলা।’

‘আমি দেখতে পারি?’ খোলা হাত বাড়িয়ে দিল সে। ‘এটা  
তুমি কোথায় পেলে?’

হাত নেড়ে পাহাড়ের ওপাশে দেখাল সে। ‘ওদিকে একটা  
পুরনো ইন্ডিয়ান ক্যাম্প ছিল।’

‘আমিও একটা পাব?’

‘হয়ত। কপাল ভাল থাকলে, আর ভাল করে খুঁজলে পেতেও

প্রারম্ভ

‘তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ওখানে?’

‘জানি না, তোমার মা কি বলবে?’

‘মা কিছু মনে করবে না। খুব বেশি দূর?’

‘না, ওই টিলার পরেই। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু জানি না হয়ত তুমি ভয় পাবে।’

‘ভয়? ওখানে ভয় পাওয়ার কি আছে?’

‘ভূত। মৃত ইণ্ডিয়ানদের ভূত। অনেকে বলে ওরা নাকি পুরনো ক্যাম্পের পাশেই ঘোরাফেরা করে।’

‘তুমি দেখেছ? কোন ভূত?’

‘না, আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু তার মানে এই না যে ওরা নেই। আমি একবার একটা মৃত ইণ্ডিয়ানকে দেখেছি, তার খুলি আর হাড়গোড়ই কেবল ছিল।’

‘তুমি কি করলে?’

‘আমি তাকে কবর দিয়ে এসেছি। বাবা বলত মৃত মানুষকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। সে বলত তীরের মাথা আনায় কোন দোষ নেই—কিন্তু কখনও ওদের কবরে কিছু কর না। ওদেরও তোমার শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। একবার আমাকে বলেছিল, নদীর পাড়ে বাবা একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাড় দেখেছিল। ওখানে তিনটে সারিতে কবর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একেকটা তিন কুঁট দূরে। প্রত্যেকটাই আলাদা, আর তীরের মাথাও অন্য রকম।’

তীরের মাথাটা টুইনির হাতে ধরিয়ে দিল সে। ‘তুমি এটা রাখতে পার। কোন ইণ্ডিয়ান এটা অনেকদিন আগে তৈরি করে-

ছিল। চলো, তোমাকে আমি জায়গাটা দেখাব।’

ওটা পকেটে রাখল টুইনি। ‘ধন্যবাদ, ওয়াট। কোন ছেলের থেকে উপহার এই আমার প্রথম।’

‘ও, এটা তো কিছুই না! তুমি অপেক্ষা কর! আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে চুনি, আর মাঝেমাঝে পান্নাও পাওয়া যায়। তোমার ভয়ের কিছু নেই, আমি তোমার দেখাশোনা করব। বেশি দেরি হবে না।’

‘মা-র অনুমতি নিতে হবে না?’

‘কাছেই, আমরা যাব আর আসব। না কিছু জানার আগেই ফিরব।’

দাছগুলো পেরিয়ে ওরা পাহাড়ের খাঁজে ঢুকল। ঝোপের মাঝে পাহাড়ের একপাশে কিছুটা খালি জায়গায় পাথরের ওপর কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। ওদিকে ইঙ্গিত করে ওয়াট বলল, ‘দেখেছ? এখানেই ওরা ওদের আগুন জ্বালাত।’

‘এখানেই তুমি তীরের মাথা খুঁজতে এনেছিলে?’

‘ঠিক তা নয়। স্টেজ স্টেশনটা যখন তৈরি হয় তখন বাবার সাথে ওয়াগনে করে আমি প্রথম এখানে আসি কিছু হাড় সংগ্রহ—’

‘হাড়?’

‘হ্যাঁ, পুরনো হাড়। ওয়াগন ভরলে বাবা সেগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করত।’

‘হর্গঙ্ক হাড় কিনে ওরা কি করবে?’

‘হর্গঙ্ক নয়, ওগুলো ছিল পুরনো হাড়। ওগুলো গুঁড়ো করে ওরা কি কি সব তৈরি করে।’



না।

‘হয়ত মিষ্টার ইয়াং এখানে এসেছিল।’

‘না, আমি জানি ওটা কার পায়ের ছাপ। নিকি ওয়ালটন।’

‘ওয়াট, চল আমরা বাড়ি ফিরি। আমার ভয় করছে।’ তারপর আবার বলল, ‘তুমি কি করে জানলে ওটা তার ট্রাক?’

‘ওর ট্রাক আমি অনেকবার দেখেছি। এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ যেখানে বুটে তালি দেয়া হয়েছে—ওটা সে নিজেই মেরামত করেছে।’

‘আমি জীবনেও ওকে দেখতে চাই না, চল বাড়ি ফেরা যাক।’

‘উহু’। অন্তত আমি তা পারি না। আমার দেখতেই হবে লোকটা কি করছে। নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে ওর। তোমার মায়ের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।’

‘আমরা কি করব এখন?’

‘কিছুদূর ওকে অনুসরণ করে দেখব কোন্‌দিকে যাচ্ছে। তারপর ভিক বা টেড বুনকে জানাব।’

আগাহের সাথে ট্রাক দেখে এগোল ওয়াট। ‘তুমি আমার পিছনে থাক। নিঃশব্দে এসো! আর কোন কথা বলো না!’

দ্রুত এগোচ্ছে ওয়াট। কেউ অনুসরণ করতে পারে ভাবেনি বলেই ট্রাক ঢাকার কোন চেষ্টা নিকি করেনি।

হঠাৎ খেনে টুইনির কানের কাছে ঠোট নিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘আমি পৌঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি!’

একটু এগিয়েই আবার থামল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে জানাল, ‘যদি দৌড়ানর প্রয়োজন হয় তবে ওই লম্বা টিলাটার চড়াই-এর দিকে ছুট দিও। ওটার ওপাশেই স্টেজ স্টেশন। লোকট

ভারি দেহ নিয়ে তোমাকে ধরতে পারবে না !’

আবার আগে বাড়ল ওরা। বালুর ওপর দিয়ে পা টিপেটিপে নিঃশব্দে চলছে দুজন। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে নীরবে এগোচ্ছে ওরা। টুইনির ভয় করছে, কিন্তু সেইসাথে উত্তেজনাও বোধ করছে সে। এমন তার আগে কখনও হয়নি। তার মা কি ভাববে ? আর নোরা ?

হঠাৎ হাত তুলে টুইনিকে থামার নির্দেশ দিল ওয়াট। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টুইনি খুব কাছাকাছি দূরত্বে ওর পিছুপিছু আসছিল। চট করে থামায় ওর দাক্ষায় টাল সামলাতে না পেরে ওয়াট একটা শুকনো ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল। নিকি ওয়ালটনের চোখ সোজা টুইনির ওপর পড়ল। আগুনের ওপর উবু হয়ে তাপ পোহাচ্ছিল সে। বিস্ময়িত চোখে সে তাকে দেখল। পরমুহূর্তেই লাথিয়ে উঠে ওর পিছু নিল। পিছনে নিকির বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু ভয়ে পিছন ফিরে চাইতে পারছে না। পাথর আর ঝোপের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে টুইনি। ভীত খরগোসের মত ছুটছে ও। ঝোপ আর পাথর কাটিয়ে চলছে।

ওর একটু বাম দিকে ওয়াটও একটা টাল বেয়ে উঠছে। টুইনির একটু উপরে রয়েছে ও, একটা বড় পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

ঝুঁকে একটা বড় পাথরের পিছনে বসল ওয়াট। পাথরটাকে ঠেলে নিচে গড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু শক্তিতে কুলাচ্ছে না। টিংকার করে টুইনিকে ডাকল ওয়াট। ‘আমাকে একটু সাহায্য কর টুইনি।’

একটা ডাল এনে সাহায্য করল টুইনি। পাথরটা নড়ে উঠল—  
তারপরেই নিচের দিকে রওনা হল। ওয়াটের দাক্ষায় ওটা ঠিক গুটতরাজ

দিকেই গেল। পড়ন্ত পাথর ওর দিকেই আসছে দেখে নিকি এক-পাশে ঝাঁপ দিল। তারপর বেকায়দা অবস্থায় ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ল।

টুইনির একটু বায়েই উপরে উঠছে ওয়াট। নিকি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু আবার পিছলে নাটিতে পড়ল সে।

‘জলদি। এবার অন্যটা!’ বলল ওয়াট। ছুটল সে।

ওর পিছনেই রয়েছে টুইনি। এবার একটা আগেরটার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর গড়িয়ে ফেলল ওরা। ওটার সাথে কিছু ছোট পাথরও নিচের দিকে লাফিয়ে রওনা হল।

‘চল, এবার দৌড়াই!’ কোনমতে ওরা টিলার উপরে উঠল। দুজনেরই দম কুরিয়ে এসেছে। ওখানে দাঁড়াল ওরা। হাতে-হাত ধরে পিছনে ফিরে দেখল, নিকিকে দেখা যাচ্ছে না—কেবল ধুলো উড়ছে।

‘চল যাই,’ ওয়াট বলল। ‘তোমাকে এখানে আনাই আমার উচিত হয়নি।’

‘মা রাগ করবে।’

‘আমাদের তাকে জানানো উচিত যে লোকটা এদিকে এসেছে,’ বলল ওয়াট।

ওরা উঠানে পৌঁছে দেখল নোরা স্লেট আর ডিশ ধোওয়া পানি ফেলতে বাইরে বেরিয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।

‘তোমরা তাহলে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলে?’

‘তুমি কি করে জানলে?’ প্রশ্ন করল টুইনি।

‘তোমাদের চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারছি! অন্ধ মানুষও



বুঝবে। এদিকে এসো, বল, কি ঘটছে?’

ওর বলার মাঝেই ডিক ইয়াং দরজায় উপস্থিত হল। ওর হাতে এক টুকরো এপ্লু পাই। ‘ওহ, ঘটনাটা দেখতে পেলো বড় মজা হতো!’ হাসছে সে। ‘নিকি ব্যাটা নিজের জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল!’ পাইটা মুখে পুরে নিজের উত্তেজিত একটা খাপড় দিল সে। আবার কথা বলার মত অবস্থা এলে বলল, ‘ছঃখের বিষয় পাথর-গুলোর একটাও ওর মাথার ওপর পড়েনি!’

টেরেসা সাব্রাই লিস্ট তৈরি করতে করতে সব কথাই শুনল, কিছুটা রাগ আর কিছুটা অস্থিরির সাথে। ‘ওয়াট, আমি তোমাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার মেয়েকে তুমি নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছ। তবে আমাকে না জানিয়ে কাজটা করা ঠিক হয়নি। তোমরা জান, ওই পাজি লোকটার হাতে তোমরা হুজুনেই মারা পড়তে পারতে?’

‘হ্যাঁ, মাম,’ নরম সুরে বলল ওয়াট। ‘আমরা ভাবিনি এতো কাছে শত্রুর সাথে দেখা হয়ে যাবে।’

‘এখন শুকে আর ওখানে পাওয়া যাবে না,’ বলল ইয়াং। ‘আমরা ওর অবস্থান জেনে গেছি। ও জানে যে বুন এদিকেই কোথাও আছে। হাতের কাছে পেলো টেড শুকে গুলি করে শেষ করবে। ভাবছি আমি একটু ঘুরেফিরে দেখে আসবো কিনা।’

‘আমি চাই না তুমি ওর পিছনে ধাওয়া কর,’ বলল টেরেসা। ‘তোমাকে আশপাশে দেখলে আমার সাহস বাড়ে।’

‘তুমি চিন্তা কর না, ম্যাম। পাহাড়ে ওর পিছু নেয়ার ভেমন জোর ইচ্ছা আমার নেই। যদি সে এদিকে আসে, তবে সে যে ভাষা

বোকে, সেই ভাষাতেই আমি ওর জবাব দেব।’

‘কিন্তু আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে,’ বলল টিরেসা।  
‘আমরা এখন জানি লোকটা কাছেই কোথাও আছে। ওয়াট, ওকে  
আধিকার করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘ও খুব কান্নেয় হচ্ছে,’ ভিতরে ঢোকান পর বলল নোরা।  
‘ওদের ঠিক দোব দেয়া যায় না। ছোটকালে ছেনেমেয়েরা এমনই  
হয়, কৌতূহলী হয়ে বাইরে ঘোরাই চাই। আমি নিজেও ওই বয়সে  
তাই করেছি। তবে আমাদের ওখানে আউটল বা ইন্ডিয়ান ছিল না।’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## আঠারো

টিমথি হোয়াইটের মাথায় প্রথম ধাক্কাতেই চিন্তা এসেছিল যে  
পালান দরকার। অথচ সে অনেক খেটে নিজেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত  
করেছে। আগেকার সেই পালিয়ে বেড়ান জীবনে ফিরে যাওয়ার  
কোন ইচ্ছা তার নেই। ভেনভারে পৌঁছে নিজের বর্তমান পরি-  
স্থিতিটা বিচার করে দেখল সে।

একটা সামান্য মেয়েই কেবল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।  
এটা ঠিক, এখন লিঙ্কন আপটন এবং তার বন্ধুদের সমর্থন সে আর

পাবে না। কারণ, যার চরিত্র কলঙ্কিত, তাকে সমর্থন করে কেউ নিজের সম্মান আর সুনাম হারাতে রাজি হবে না। কিন্তু আপটনের শত্রু কারা ?

টিমথি জানে, যারা ভাল পোশাক পরে, আর মাজিত কথা-বার্তা বলে, লোকে সহজে তাদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে না। গানে গুর গলা ভাল, নিয়মিত চার্চে গিয়ে গানও গায়। প্রায় সব ধর্মীয় গানই গুর জানা আছে। তবে আসলে সে গির্জায় যায় সুন্দরী মেয়েদের সাথে আলাপ করার জন্যে।

কেবল সম্ভ্রান্ত লোকজনের সাথে মিশে সে আগের প্ল্যান মতই কাজ চালিয়ে যাবে। তার একটা মাইন বা ব্যাকও করতে হবে—ওখানে কারও সন্দেহ না জাগিয়ে যে কোন লোকের সাথে দেখা করতে পারবে ও।

টিরেসা জেমসকে অবশ্যই তার সরাতে হবে—কোনো ছুঁটনা ঘটতে হবে বা ইন্ডিয়ানদের দিয়ে কাজটা করাতে হবে।

নিকি ওয়ালটন ? সে যদি টিরেসার ওপর প্রতিশোধ নেয় তবে কেউ অবাক হবে না। ঘটনার জন্যে হোয়াইটকে কেউ দায়ী করবে না।

নিকি...ইন্ডিয়ান...অ্যাক্সিডেন্ট।

এগুলোর কোন একটায় ফল হবেই। গুর দিক দিয়ে বা অভিযোগ তা লোকজন টিরেসার মৃত্যুর পর সহজেই ভুলে যাবে। এখন চিন্তা করে ওকে একটা পথ বের করতে হবে—ওকে একটা প্ল্যান করতে হবে।

অবশ্য উইলবার স্টোন আছে, তবে গভর্নর না হওয়া পর্যন্ত স্টোনকে দৃশ্যে অন্তর্ভুক্ত চায় না সে। স্টোন বোকা নয়, ওকে সে

পরে কাজে লাগাবে। বয়ং ট্যাফি জন এ কাজের জন্য ভাল হবে।

কয়েকদিন পর, রাস্তায় জনের পাশে থেমে ওর দিকে না তাকিয়ে টিমথি বলল, ‘নিকির কি খবর? একটা মেয়ের হাতে চাবুক পেটা খেয়ে সে কি তা হজম করবে?’

শব্দ করে হাসল জন। ‘ব্যাপারটা ভোলেনি নিকি। সব সময়েই বিড়বিড় করে তার হুমকির কথা উচ্চারণ করে।’

‘লোকটা আমাদের অনেক সময়ের সহজ সমাধান করতে পারে। শুকে একটু খোঁচাও।’

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল হোয়াইট। এখান থেকে কিছুটা দূরেই একটা ছোট রাস্তা আছে। হয়ত মালিকের সাথে কথা বলে তাকে ওটা বিক্রি করায় রাজি করাতে পারবে সে। ভায়পাটা নিদ্রিবিলা। ট্রেইল থেকেও কাছে, আবার পিছন দিকে পাহাড়ে যাওয়ারও একটা পথ আছে। দরকার হলে ওই পথে পালান সম্ভব।

ওর সমস্ত সন্তা বলছে এখনই তার পালান উচিত। কানেক সময়ে অনেক জায়গাতে সে তা করেছে। কিন্তু একটা মেয়ের কাছে হার স্বীকার করে পালাতে সে চায় না। তার মনে হচ্ছে এমন চমৎকার সুযোগ সে আর দ্বিতীয়বার পাবে না।

এমন সামিক কেউ সে নয়—তবে সমাদৃত। বেশ কয়েকবার তাকে অনুরোধ করে একা গাইতে বলা হয়েছে। খুব একটা ভাল গায়ক না হলেও সে এমন পরিবার থেকে এসেছে যেখানে সবাই গাইতে পারে। লিঙ্কন আপটনের সমর্থন সে পাবে না বটে, কিন্তু তার দরকার নেই ওকে। খবরের কাগজে এখনও ওর নাম ওঠেনি; তাই টিরেসাকে মারতে পারলেই তার কাজ উদ্ধার হবে। সাবধানে

পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করছে সে।

এখন যা দরকার সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। ছ'এক কোঁটা নয়, কমকম বৃষ্টি। এতে চেন্নোকী স্টেশনের প্রধান শত্রু ধুলো মিশে যাবে মাটির সাথে—তাতে গুদের কাজ অনেকটা কমবে। যে কোন আরোহী বা স্টেজ এলেই ধুলো উড়ে এসে সবকিছু ধুলোময় করে কাজ বাড়ায়।

নোরা বেক্ করছে। কুকিজ, পাই আর ডোনাট বানাতে খুব পছন্দ করে সে। ডোনাট তার কাছে নতুন—এদেশে আসার আগে সে ডোনাট কি, তা জানতই না।

টিরেসা লাপোট গেছে। গুথান থেকে কিছু সাপ্লাই আনা দরকার। ডিক ইয়াং শিকারে গেছে।

নাশতা খেতে বসে সে বলেছিল, ‘বুনো মাংসের জন্য আমার মনটা যেন কেমন করছে। আমি কিছু শিকার করে আনব। হয়ত হরিণ, যদিও হরিণের মাংস আমার বিশেষ পছন্দ নয়—ঘোষের মাংসই আমার দরকার। তবে টাটকা পাহাড়ী সিংহ বা কুগার (আমেরিকান পাহাড়ী বাঘ) হলে আরও ভাল। কুগারের সাথে অন্য মাংসের কোন তুলনাই হয় না।’

টুইনির দিকে তাকাল সে। বলল, ‘কুগার পেলে দারুণ হয়। এত সুখাচ্ যে খুব পর্যন্ত খেয়ে ফেলা যায়।’

‘কুগারের কি খুব থাকে নাকি?’ প্রতিবাদ করল টুইনি। ‘গুদের তো থাকে খাবা।’

‘অবশ্যই। তবে বুনো মাংসের জন্যে আমার এত ঘিদে যে খাবা আর নয় শুধু খেয়ে ফেলতে পারি আমি।’ চেয়ারটা পিছনে ঠেলে টেবিল ছেড়ে উঠল সে। ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি ঘোড়া নিয়ে

বেরোচ্ছি, একটা মোষ বা হরিণ শিকার করে আনব। হয়ত একটা গ্রিজলি ভালুককেও কোণঠাসা করতে পারি।’

‘গ্রিজলি!’ বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকাল ওয়াট। ‘মাঝা ঠিক থাকলে কেউ কখনও গ্রিজলিকে কোণঠাসা করতে চাইবে না!’

‘এটা করতে আমারও খারাপ লাগে,’ ব্যাখ্যা দিল সে। ‘সত্যিই তাই। ওই গ্রিজলিগুলো আমাকে চেনে। আমাকে দেখলেই ওরা বোঝে যে ওদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কেউ আমাকে আর্থারের পিঠে চেপে আসতে দেখলেই ছোট বাদ্যের মত কাঁদে।’

‘ওরা জানে ওদের স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর দিন ফুরিয়েছে, এবং শিগগিরই ওরা স্টেক বা কিম্বায় পরিণত হবে। গ্রিজলির মাংসের কিমা কাঁচাব খেয়েছ কখনও? এরচেয়ে মজার জিনিস আর হয় না।’

‘গ্রীষ্মে ওদের শরীরে চর্বি জন্মায়। বানাম আর জাম খেয়ে ওরা মোটা হয়। হুঁ একটা ছোট মোক্ষও খায়—অর্থাৎ তখন সে তৈরি। মানে, খাবার জন্য।’

‘অবশ্য আমি কখনও দেখে চর্বি নেই এমন গ্রিজলি মারি না। নাকেমনে ওরা ছুটে পালানোর সময়ে আর্থারের পিঠে দাওয়া করে আমি ওদের পাশে গিয়ে পাঞ্জর খুঁচিয়ে দেখেছি কতটা চর্বি আছে। ওরা বোঝে কেন আমি চিমটি কেটে ওদের পরীক্ষা করছি। ওরা হয়তো তখন ভাবে, এত খাওয়া-দাওয়া করে মোটা না হলেই ভাল করত।’

‘বিশ্বাস কর না, টুইনি,’ বলল ওয়াট। ‘ও বাড়িয়ে বলছে।’

কটমট করে ওয়াটের দিকে তাকাল ডিক। ‘বাড়িয়ে বলছি, না? তোমাকে আমার সাথে একদিন শিকারে নিয়ে যাব। তুমি নিজের

চোখেই দেখতে পারে আমি বড়াই করছি কিনা।

‘কখনও বীরের লেজ গোয়েছ ? কুগারের পড়েই ওটা স্বাদে ভাল। কিংবা ঘোষের জিহ্বা ? দাক্ষণ স্বাদ।’

ডিক ইয়াং চলে যাওয়ার একঘণ্টা পর ইন্ডিয়ানরা এল। চৌথের কোনে নড়াচড়া করা পড়াতেই জানালার কাছে এগিয়ে গেল ওয়াট। দেখল অসংখ্য তিরিশজন রয়েছে। বেশিও হতে পারে। অসংখ্য আট-জন পুরুষ, বারোজন মহিলা আর কিছু বাচ্চা রয়েছে।

নোরা হতভম্ব আর বিস্মিত হয়েছে। চোরাকীড়ে আসার পর থেকে সে ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে অনেক গল্পই শুনেছে—ওরা কতটা খেতে পারে ইত্যাদি। ওদের সবাইকে যাওয়াতে ভাল মৌজে দ্বারা আসবে তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কি করবে সে ?

ওরা করালের পাশে থেমেছে—তখন ইন্ডিয়ান স্টেশনের দিকে এগিরে আসছে। খটখানটা নিয়ে দরজার পাশে রাখল নোরা।

‘ওরা বাইসকে স্বাগত করে,’ বলেছিল একজন, ‘তাহ কিছুই ওরা মানে না।’ সাহসের কোন অভাব নেই নোরার। সিঁড়ি গোড়ায় ওরা গৌছার আগেই হঠাৎ এক ঝাঁকিতে দরজা খুলল সে।

ঘটনাটা এতই অকস্মাৎ ঘটল যে লোক দুটো থমকে দাঁড়াল। ‘তোমরা কি চাও ?’ ব্যাখ্যা দাবি করল নোরা। খটখানটা দরজার পাশে থাকলেও ওর হাতে এখন রয়েছে একটা লম্বা কাঠের হাতল-জুলা বাঁড়ু।

‘স্বাগত,’ একজন বলিষ্ঠ ইন্ডিয়ান জবাব দিল। ‘আমরা কুদার্ত।’

‘তাহলে যাও শিকার কর,’ বলল নোরা। ‘একটা মোটাসোটা ব্রিজলি শিকার কর—কিন্তু ওর পায়ের টিপে আগেই দেখে নিও

যথেষ্ট চবি আছে কিনা।’

অবাক চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে ওরা। নোরা যে ভয় পেয়েছে, এটা ওর মুখ দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। একটু আগে ডিক ইয়াং বাচ্চাদের কি বলেছে এটা ওর খেয়াল আছে। ‘যদি দেখ বেশি চবি নেই, ওকে নিজের পাখে যেতে দিও।’

ইণ্ডিয়ানদের একজন অন্যজনকে নিজের ভাষায় কি যেন বলল। ছুজনেই নোরার দিকে চেয়ে আছে। সেও সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘আমরা কুদার্ত,’ পুনরাবৃত্তি করল ওদের একজন।

‘তাহলে মোটা ভানুক বা মোষ শিকার কর।’ ওদের পিছন দিকে নোরার চোখ গেল। ইণ্ডিয়ান বাচ্চাগুলো গোলগোল চোখে চেয়ে আছে, ওদের চেহাৰায় স্পষ্ট হতাশার ছাপ।

‘তোমাদের আমি খেতে দিতে পারব না—এত খাবার আমার নেই। কিন্তু ওই ছোট বাচ্চাগুলো—ওই পাপুসদের আমি খাওয়াব। কিন্তু তুমি অথবা তুমি,’ ছুজনের দিকেই জাঙুল ভুলে নির্দেশ করল নোরা, ‘তোমাদের জন্য কোন খাবার আমি দিতে পারব না। তোমরা শিকার করেই খেতে পারবে। বাচ্চাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’

ইণ্ডিয়ান ছুজন নিজের দলের কাছে ফিরে গেল। অনেক কথা হল—তারপর ছোট ছেলেমেয়েরা একে একে স্টেশনের দিকে এগোল।

ওরা নয়জন। একটু বড় একটা ছেলে এলো না। নিজেই সে পরিণত বয়স্ক পুরুষ বলেই মনে করে।

নবাইকে টেনিলে বসিয়ে সে স্ট্রা খেতে দিল। তাকে আবার



রাগী করতে হবে এটা ঠিক, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। ওরা সবাই নীরবেই খেল। নোরা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের পরিচর্যা করছে। ওরা খাওয়ার মাঝেমাঝে নোরার দিকে মুখ তুলে তাকান্ছে। বাইরে নিজেদের ঘোড়ার কাছে দাঁড়ান ইন্ডিয়ান পুরুষ আর যুবতী মেরেয়াও ওকে লক্ষ্য করছে। শেষ পর্যন্ত ওদের খাওয়া যখন প্রায় শেষ, রান্নাঘরে গিয়ে কুকি আর ডোনাট, ছোটো প্লেটে বেড়ে নিয়ে এল নোরা।

বাচ্চাগুলো সতৃষ্ণ নয়নে কুকির দিকে চেয়ে আছে। ‘একটা!’ বলল সে। ‘বেশি না!’ নোরার কণ্ঠ দৃঢ়, দুর্বলতার রেশমাত্র নেই।

পশ্চীর মুখেই সবাইকে সে একটা করে কুকি আর একটা ডোনাট পরিবেশন করল। লোভাতুর চোখে ওরা বাকিগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ ঘুরে সে বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের কাছে গেল। ওদের প্রত্যেকেই একটা করে কুকি আর ডোনাট নিল। পুরুষদের দেয়া হলে মেয়েদের কাছে গিয়ে ওদেরও দিল। ট্রেতে এখন কেবল একটাই কুকি রয়েছে। সে নিজেই ওটা খেল। একজন ইন্ডিয়ান হেসে উঠে কি যেন বলল, ওরা সবাই হাসল।

ছোট বাচ্চারা সবাই বেদিয়ে এসে নিজেদের টাট্রু বা ট্র্যাভয়তে (ঘোড়ার পিঠের ছ’পাশ থেকে ছোটো কাঠ মাটি পর্যন্ত এনে একসাথে বেঁধে, কাঠ ছ’টোর সাথে মোটা কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে ইন্ডিয়ানরা ছোট বাচ্চাদের নেয়ার জন্য ট্র্যাভয় তৈরি করে) উঠে বসল। রওনা হয়ে গেল ওরা। একটা হাত তুলে হাত নেড়ে বিদায় জানাল নোরা। এক মুহূর্ত পরে বাচ্চাদের একজন হাত নেড়ে জবাব দিল।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ধপাস করে একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল নোরা। কুস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। দারুণ ভয় পেয়েছিল সে—ভয়টা এখনও পুরো কাটেনি।

একটু পরেই উঠল নোরা। ‘ওধু’ এর জন্যেই আমাকে এখন পুরো সকালটা রান্নায় ব্যস্ত থাকতে হবে!’ বিড়বিড় করে বলল সে।

কয়েক ঘণ্টা পর ডিক ইয়ার কিরতি পথে ইন্ডিয়ানদের ট্রাকগুলো দেখে থমকে দাঁড়ান, তারপরেই উল্লসাসে স্টেজ স্টেশনের দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটল। প্রায় পৌঁছে গেছে, এইসময়ে নোরা দরজা খুলে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ান।

‘কি হল, ভয় পেয়েছ ? তাহলে সোজা ভিতরে চলে এস।’

‘কি হয়েছে ?’ জানতে চাইল ডিক। ‘বল কি ঘটেছে ?’

‘না, কিছুই ঘটেনি ! কিছু ইন্ডিয়ান এসেছিল, ওদের সাথে কিছু কথা হল—তারপর ওরা চলে গেল।’

‘ওরা কি না খেয়েই চলে গেছে ? এটা আমার বিশ্বাস হয় না।’

‘ওরা সবাই চমৎকার মানুষ,’ বলল সে, ‘আমি আজ পর্যন্ত যাদের দেখেছি তাদের অনেকের থেকেই ওদের ব্যবহার ভাল।’ একটু থামল নোরা। ‘আমি কেবল ওদের বলেছি যখন আমার চাবি ওয়ালো মাংসের প্রয়োজন হয়, গিজনি মারার আগে ওর সাথে কতটা চাবি আছে সেটা আমি টিমটি দিয়ে দেখে নিই।’

‘তুমি জানার সাথে ঠাট্টা করছ।’ বিস্ফারিত চোখে কতকণ চেয়ে থাকল ডিক। ‘শোন, মেয়ে, আমি—’

‘নিজের কাজে যাও,’ বলল নোরা। ‘এমনিতেই তুমি অনেক দেরি করেছ।’

চারদিন পর ছাঁজন ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে করে এল। টিরেন্স।  
গি'ডি ষাঁট দিচ্ছিল, অ্যাওয়ার্ড পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখল একটা  
ঘোড়ার পিঠে হরিণের চামড়ায় মোড়া একচাক তাক্সা মাংস রয়েছে।

দরজার কাছে রাশ টেনে দাঁড়াল ওরা। 'কোথায় সেই মেয়ে যে  
ভালুককে চিমটি কাটে?' প্রশ্ন করল একজন।

ওদের সাড়া পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল নোরা।

'পাপুসরা কোথায়?' গভীরভাবে জিজ্ঞেস করল একজন।

ঘুরে, টুইনি আর ওয়াটকে ডাকল নোরা।

ওরা দরজার কাছে এলে ইন্ডিয়ান লোকটা ভাব-গভীর মুখে  
ওয়াটের হাতে মাংসের ভাঁটটা তুলে দিল। তারপর স্বলন্ত দৃষ্টিতে  
নোরার দিকে তাকাল। 'তোমার জন্যে না! পাপুসদের।'

চলে গেল ওরা। ঝাস্কাটা সেখানে বাক নিরেছে, সেখানে  
পৌছে কিরে তাকাল। হাত নাড়ল নোরা—উত্তরে ওরাও হাত  
নাড়ল।

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

উন্নিশ

কাজ ছাড়া চেরোকী স্টেশনে একটা দিনও কাটে না। তবে কাজ-  
গুলো একটা নির্দিষ্ট ছকে পড়েছে এখন—প্রত্যেকেই জানে তাকে  
লুটভরাজ

কি করতে হবে।

‘ওই ওয়াট,’ একদিন সকালে বলল ডিক, ‘এই হারে এত কাজ করলে আমার চাকরি আর বেশিদিন থাকবে না!’

‘ছেলেটা তো কামার নয়, তাই না?’ নোরা বলল, ‘তবে সে মোড়ার কাজে খুব ভাল।’

‘কামারের কাজ জানে না বলছ? আমার কাজ সে সর্বশ্রম মনোযোগের সাথে খেয়াল করে। যখন সম্ভব আমাকে সে সাহায্যও করে। ছেলেটা ক্রত সব কাজ শিখে ফেলছে!’

পরে নোরা ওয়াটকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি আমার হতে চাও? মিস্টার ইয়াং বলল তুমি নাকি খুব জলদি সব কাজ শিখে ফেলছ?’

‘না, ম্যান। সবাইই কোনো না কোনো কাজ ভাল করে শিখে রাখা উচিত, যেন দরকার হলে ওই কাজ করে উপাধীন করতে পারে।’

‘তুমি তাহলে কি হতে চাও?’

লজ্জা-রাঙা হয়ে নিজের প্লেটের দিকে তাকাল ওয়াট। ‘আমি স্যার ওয়ালটার স্টের মত বিখ্যাত লেখক হতে চাই!’

‘এটা খুব কঠিন কাজ, ওয়াট। খুব কম লেখকই লেখার দোজ-গার থেকে চলতে পারে।’

‘ওই স্যার ওয়ালটার করেছিল। টেড বুন আমাকে বলেছে লোকটা নাকি খুব ভাল করেছে।’

‘টেড বুন একথা বলেছে তোমাকে?’ অবাক হল নোরা।

‘কথাটা সত্যি, তাই না?’

‘হ্যাঁ, সে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিল। চার্লস ডিকেন্স আর

উইলিয়াম শেক্সপিয়ারও তাই ।’

একটু থামল নোরা । ‘মিস্টার বুন এর সাথে তোমার এই আলোচনা কোন পরিপ্রেক্ষিতে হল ?’

‘স্যার ওয়ালটার স্কটের একটা বই পড়ছিল সে । খুব ধীরে পড়লেও, বুন বলল, সে ভবিষ্যতে আরও দ্রুত আর ভাল পড়তে পারবে । ও বলল এমন কোন কাজ নেই যা মানুষ পারে না ; তবে এজন্য কঠিন পরিশ্রম দরকার ।’

‘আর মিস্টার বুন কি হতে চায় ?’

‘চতুর দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল ওয়াট । ‘হয়ত সময় এলে সে নিজেই তোমাকে জানাবে ।’

এতক্ষণ কাজের ফাঁকে ওদের কথা শুনছিল টিরেসা । ‘আমরা সবাই নিজেদের উন্নতি সাধন করতে পারি, ওয়াট আজকাল এত সহজে বই পাওয়া যায় যে কারও শিক্ষা লাভ না করাই বোকামি । তুমি লেখক হতে চাইলে তোমাকে অনেক বই পড়তে হবে । যে বিষয়ে তুমি লিখতে চাও, শুধু সেই বিষয়ে পড়লেই চলবে না—অন্য বিষয়ও পড়তে হবে ।’

ওয়াট আস্তাপলে চলে যাওয়ার পর, নোরা বলল, ‘মিস্টার বুন একজন সত্যিকার উঁচু দরের মানুষ । যে কোন মেয়ে ওর ভালবাসা পেলে পন্থা হবে ।’

‘এত জলদি আমি ওসব কথা ভাবছি না, নোরা । মিস্টার জেমসকে আমি ভালবাসতাম, ওকে ভালতে পারি না, নোরা । তাছাড়া টুইনির ভবিষ্যৎও আমাকে দেখতে হবে ।’

‘আমিও এখান থেকে কিছু দোনার আছি, মাম । তুমি দিনদিন

আরও এয়েটার্ন হয়ে যাচ্ছে। জানি না তুমি এটা অনুভব করেছ কি না।’

‘হয়ত। আমার ইচ্ছা, যুদ্ধ শেষ হলেই আমি ভার্জিনিয়ায় ফেরত যাব।’

‘তবে, মাইকেল থর্পও আছে—সেও চমৎকার মানুষ। ভাল কাজে মেটিং অস্ত্রের টাকাও সে রোজগার করে। লোক-মুখে শুনেছি, রেল-রাস্তার কাজও সে বেশ কিছু করেছে। যুদ্ধ শেষ হলেই সে পুরোদমে রেল-রাস্তা গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সে-ও এই কাজের সাথে জড়িত।’

ওগ্যাস বেসিনে কাপড় ধোয়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ট্রেস। ‘আমি একটা ভিনিস খুঁদ পছন্দ করি—সেটা হচ্ছে এখানে কেউ কোন কাজই অসম্ভব বলে মনে করে না। এটা অনুভব করে কাজটা করতে পারবে, এবং স্বভাবতই সেই কাজে এগিয়ে যাব।’

কয়েক মিনিট পানি ঢেলে কাপড় থেকে আর্দ্রান ধুয়ে ফেলার পর সে আবার বলল, ‘টেড বুন বলে, ট্রেন লাইন এলে আমাদের দেশটা আর আগের মত থাকবে না। আমারও তাই মত—দেশটা হয়ত টাকা-পয়সার দিক থেকে উন্নতি করবে, কিন্তু মানুষগুলো বদলে যাবে।’

‘এখন ওদের এদিকে আসতে যথেষ্ট সময় লাগে—আর পূনের লোকজন অনেক কথাই শোনে। ওদের চিন্তাবারার সাথে পশ্চিমের মেলে না। এখানে পশ্চিমের লোক মেয়েদের সাথে একরকম ব্যবহার করে, পুরুষদের সাথে ভিন্ন রকম। ওরা যদি কোন ব্যবসায়ী বিনিময়ে রাপ্তি হয়ে কথা দেয়, তবে ওদের মুখের কথাই যথেষ্ট—দলিলপত্রের দরকারই হয় না।’

‘যখন এদিকে রেল রাস্তা হবে, মিস্টার ব্রুনের দারোগা, তখন পশ্চিমের অনেক বদল হবে। ভিন্ন মতেও অনেক লোক তখন পশ্চিমে আসবে। আমার মনে হয় ওর কথাই ঠিক। পূর্বের কিছু লোককে আমি চিনি, যাদের আমি এখানে দেখতে চাই না।’

‘কিন্তু আমরা সবাই পূর্ব থেকেই এসেছি।’

‘হ্যাঁ, মাঝ। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা কেমন করে যেন দুই লোক, আর দুর্বল মানুষকে চিনে ফেলে। ওরা এখানে বেশিদিন বাঁচে না। অবশ্য সামান্য কিছু লোক এখানে আছে, যারা নিকি ওয়ালটনের মত। তবে, তারা সংখ্যায় খুবই কম।’

‘ওই টোনি, যে তার নতুন বুট জোড়া ওয়ালটনকে দিয়েছিল, সে আউটল হলেও কখনও কোন মহিলার থেকে কিছু লুট করেনি।’

কাপড় ইস্তিরি করা শেষ হলে টিরেসা জেমন বাইরে এল। বাতাসে একটা অন্য আবেগ—অন্য গন্ধ। বসন্তের হোঁচা।

উপত্যকার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ভাবছে, মানুষ কত জলদি ভুলে যায়! এখন তার বিশ্বাসই হয় না ওদিকে যুদ্ধ চলছে। যাদের সে চিনত তারা যুদ্ধ করে মরছে। এখন সবই কেমন দূরে মনে হয়। ওটা যেন অন্য পৃথিবী।

যারা পশ্চিমে আনে, তারা সবাই মনে অনেক আশা নিয়ে আসে। কেউ গড়তে আসে—কেউ বা জলদি টাকা বানিয়ে সরে পড়তে চায়। স্টেজ যাত্রীদের কথাবার্তা সে শুনেছে। ‘ওরা ইন্ডিয়ান, মরুভূমি, বন-জঙ্গল বা পাহাড় কিছুকেই ভয় পায় না।’

এটা ওদের স্বপ্নের জগত—যেখানে সব স্বপ্নই সফল হয়।

টুইনি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। ‘সুন্দর, তাই না, মা?’

‘ঠিকই বলেছ, টুইনি ।’

যুদ্ধ শেষ হতে কতদিন লাগবে ? যখন ওরা ফেরার চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে ? চেরোকী স্টেশন তখন তার মনে কেবল একটা পুরনো স্মৃতি হয়ে থাকবে । যখন সে কিরে তাকাবে—তখন সে কেবল এখানকার নীরব পাহাড়, কয়ে ঘাওয়া স্টেশন, নোরা, ওয়াট, আর বুনের কথাই ভাববে ।

নোরা বাইরে পানি ফেলতে এসেছিল টিরেসা বলল, ‘নোরা ? আমাদের নিজস্ব জমির খোঁজ করতেই হবে । যুদ্ধ শেষ হলে হাজার-হাজার মানুষ পশ্চিমে আসবে—সবাই ভাল জমি চাইবে ।’

‘হ্যাঁ, মাম ।’ আমি এক টুকরো জমি চাই, যেখানে, গাছ আর একটা ঘর থাকবে ।’

‘হয়ত আমাদের আরও পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে খোঁজা দরকার ।’

‘জ্বী, মাম । আর সবার মতই আমাদের মনে হবে, হয়ত আরও পশ্চিমে ভাল জমি পাওয়া যাবে ।’

কথাটা ঠিক । ওয়াইগমিঙের কথা টিরেসা অনেক শুনেছে । অবশ্য এদিকেও অনেক সবুজ মাঠ আর জমি আছে । তবে, চিনতে পারা-টাই কঠিন । তবে রক্তে একবার চেষ্টা চুকলে সবই পাওয়া যায় ।

এখানে সব কিছুই অদূত—কিন্তু তবু কেমন যেন পরিচিত । পশ্চিমে মেয়েদের চিন্তা করার কোন সময় নেই । সবাই বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে । নিজের কাজে বড় হতে চায় ওরা ।

‘পৃথিবীতে অনেক কিছুই বটছে নোরা, কিন্তু আমরা তার কোন খবরই রাখি না ।’

‘হ্যাঁ, মাম । কিন্তু নিজের চারপাশেই চেয়ে দেখ, এখানেও অনেক



কিছু আছে।' পশ্চিমের দিকে দেখাল সে। ওরা পাহাড়ে সোনা, রূপার খোজ পেয়েছে। সেদিন সকালে একজন একটা ঘোড়া, আর দুটো গাধা নিয়ে এসেছিল। লোকটা পশ্চিমে যাচ্ছে সোনার খোজে। পাথর ফাটানর বারুদ আর খাবার সাপ্লাই নিয়ে সে চিন্তায় ছিল।'

তোমালো নিঙড়ে পানি ফেলল নোরা। 'আমি ওকে "গ্রাবস্টেক" করেছি, মাম।'

'কি করেছ?'

'গ্রাবস্টেক—মানে ফাইনাল করেছি। সে যদি সোনা বা রূপা খুঁজে পায়, তাহলে আমাকে অংশ দেবে।'

'কত?'

'তিন ভাগের এক ভাগ, মাম।' হাত মুছে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। 'এটা মই করে দিয়েছে। লোকটা আইরিশ। সে যদি আমার কাছে ফিরে না আসে, তাহলে আমিই ওর কাছে যাব। আনাদের মধ্যেও ঠগ আছে, কিন্তু আমি ওকে বলেছি দরকার হলে আয়ারল্যান্ডের কর্ক গিয়ে ওর আত্মীয়-স্বজনের কাছে নালিশ জানাব। আইনের লোককেও ওর পিছনে লাগাব।' একটু হাসল সে। 'কিংবা হয়ত ডিক ইয়ং বা টেড বুনকে লাগাব।'

'ওকে কত দিয়েছ তুমি?'

'এতদিন যা জমিয়েছিলাম সবই দিয়েছি। কিন্তু এখানে আমি খাওয়া পাচ্ছি, শিগগিরই কিছু বেতনও পাব। কোথাও না বেরোলে আমার আর কোন পরচই নেই।'

গামলার পানি ফেলার জন্যে দরজার কাছে গেল নোরা। 'ওই যে, টেড বুন আসছে। তুমি তোমার চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নাও, মাম।'

বিরক্ত চোখে নোরার দিকে তাকাল টিরেসা। ‘ধন্যবাদ, আমি চুল ঠিক করে নিচ্ছি—কিন্তু ওর সাথে জোড়া বাধার কোন ইচ্ছা আমার নেই!’

‘পাত্র হিশেবে ও কিন্তু খারাপ নয়, মাম। একটু কক্ষ আর বুনে হলেও ওর মনটা ভাল। এমন মান্নব খুব বিরল।’

আয়নায় দেখল এখানে-ওখানে কিছু চুল এলোমেলো হয়ে রয়েছে। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত চুল ঠিক করে নিল টিরেসা। চৈত বুনের ব্যাপারে সে আগ্রহী নয়, কিন্তু তবু—

দরজা দিয়ে ঢুকে, একটু থেমে আড়চোখে প্রশংসার দৃষ্টিতে টিরেসার দিকে তাকাল বুন। নিজের চুল গুছিয়ে নেয়ার জন্য মনে-মনে খুশিই হল টিরেসা। ‘কিছু মনে না করলে আমি নিজের জন্যে কিছু কক্ষ ঢেলে নিতে চাই, মিসেস জেমস। তোমার ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, এদিক দিয়ে বাচ্চিলাম, তাই ঘামলাম।’

‘নিশ্চয়, যা দরকার ঢেলে নাও, মিস্টার বুন। নোর। কি তোমাকে বলেছে ছেলেমেয়েরা নিকি ওয়ালটনের পাল্লায় পড়েছিল?’

‘এদিকটা ভাল করে জরিপ করে দেখছে ওই লোক। এখান থেকে ওকে অন্য কোথাও পাঠানর ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।’

‘কোন দরকার নেই, মিস্টার বুন। আমার কাছে এখন নিস্তল আছে।’

হাসল বুন। ‘নিস্তল থাকা, তার কখন ওটা ব্যবহার করতে হবে জানা, হুঁটো হুঁরকম জিনিস। নিজের বিবেচনা মত ব্যবহার করে’, মাম। কিন্তু বেশি দেরি করো না। নিকির এখানে থাকার কোনো কারণ নেই—স্টেজ কোম্পানিও ওকে চায় না। নে যদি আসে,

ঝামেলা করার জন্যেই আসবে। ওকে ঘোঝাবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট ক'রো না। এই খেলা ও ভালই জানে। ওকে ফিরে সেতে ব'লো, সে এক পা আগে বাড়লেই গুলি ক'রো। সে তো অপরিচিত কেউ নয়, ওর স্বভাব তোমার জানাই আছে।'

কফি নিয়ে বসল বুন। 'এই স্টেশন সম্পর্কে অনেক সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ম্যাম। অনেকেই চাচ্ছে এখানে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হোক।'

'কিন্তু আমাদের তো জায়গা নেই।'

'ঠিক তাই। তবে ওরা আরও দালান তুলে ঘুমানর ব্যবস্থা করবে।' কফিতে চুমুক দিল সে। 'এতে তোমারও ভাল হবে, ম্যাম। তোমার দৈতন অনেক বাড়বে।'

এই কথা তার মনে আসেনি। দৈতন এমন কিছু না বাড়লেও কিছুটা সাহায্য হবে।

'আমার ধারণা এজন্য মাইকেল থর্পকে আমার ধন্যবাদ দিতে হবে।'

'না, ম্যাম। এটা তুমি নিজেই করেছ। তুমি, নোরা, আর অন্যান্যরা। বাতীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে—তুমি ভাল খাবার পরিবেশন কর। এখানকার পরিবেশনও ভাল। খারাপ স্টেশন সম্পর্কেও ওরা আলোচনা করে।'

নিজের কাপটা আবার ভরে নিল বুন। 'মামি ভাবছিলাম, ম্যাম। মানে তোমার বাপপারে ভাবছিলাম। এখন—'

'মাম, ট্যাফি জন লোকটা জানছে, ওর সাথে আরও দুজন লোক আছে।'

বাট করে উঠে রাস্তার দিকে চাইল টেড। তারপর হাত নাগিয়ে লুটতরাজ

পিস্তলের ওপরকার ফিভেটা খুলে ফেলল।

‘ওকে দেখতে পাচ্ছি।’ টিরেসা জেমসের মুখের ভাব কিছুটা বদলাল। ‘আমারই একটা ঘোড়াতে চড়ে আসছে লোকটা।’

The Online Library of Bangla Books

**BANGLA BOOK**.ORG

## বিশ

ট্যাফি জনকে ঘোড়ার গিঠ থেকে নামতে দেখল বুন। ওর চেহারা আড়ষ্ট আর কঠিন হয়ে উঠেছে। ‘মিসেস জেমস,’ ওর গলার স্বরও বদলে গেছে, তুমি কি গোলমালের জন্য প্রস্তুত?’

‘কেমন গোলমাল?’

‘গোলাগুলির,’ জবাব দিল সে।

‘একটু পরেই স্টেজ আসবে, তার আগে আমি গোলাগুলিতে নামতে চাই না।’

‘ওটা জনকে বল। অপেক্ষা করা সে পছন্দ করে না, বিশেষ করে খুনের ব্যাপারে। টুইনি কোথায়?’

‘রাস্তার ওপাশে আমাদের ঘরে রয়েছে। স্টেজ এলে আমাদের সাহায্য করতে আসবে।’

‘উচিত হবে না। ওকে ওখানেই থাকতে দাও।’ টিরেসা একটু

আগে বাড়তেই হাত তুলল বুন। ‘না। এখানেই থাক। ওর কপালে যা আছে তাই ঘটবে।’

‘তোমার কথার মানে ? গোলাগুলি কেন হবে ?’

‘হোয়াইট তোমাকে পৃথিবী থেকে সরাতে চায়। ট্যাফি জন তার ভাড়াটে খুনী। আর বঙ্কউইন—ওকে থামান অসম্ভব। কিছুতেই ঠেকান যাবে না।’

‘কিন্তু গ্রেজটা—’

নোরার দিকে ফিরল বুন। ‘ওদের সার্ভ কর—গ্রেজের যাত্রী-দেরও খাবার দিও।’

টিরেসা জেমস জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। ‘ওই ঘোড়াটা আমার!’ হঠাৎ খেনে উঠল সে। ‘ওরা যদি কামেনাই চায়, তবে তাই হোক!’

‘টিরেসা! মিসেস জেমস, তুমি কি করছ ভেবে দেখ। তোমার সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছ ওরা, ভয়ানক লোক। ওদের মত কাউকে আগে তুমি দেখনি!’

‘নিশ্চয় দেখেছি! ওরা হারলেকুইন ওক্স আক্রমণ করেছিল। আমাদের কয়েকজন লোককে হত্যা করে গরু ঘোড়া লুট করেছিল।’

জবাক চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে রইল বুন। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না তিনজনের বিরুদ্ধে বুন একা ?

ডিক ইয়াং গেল কোথায় ? এই সময়ে ডিক কই ?

হয়ত ট্যাফি জনকে সে সামলাতে পারবে, কিন্তু আর দুজন ?

‘মিসেস জেমস,’ নরম স্বরে বলল টেড। ‘দৈশরের দেংহাই, ওই ঘোড়া সম্পর্কে কিছু বলো না! এখন না!’

‘আমি কিছুতেই তা—’

‘ওই যে স্টেজ আসছে,’ বলল নোরা। এপ্রোনে হাত মুছে নিজের পোশাক একটু ঠিক-ঠাক করে নিল সে।

বাক ঘুরে স্টেজটা ক্ষতগতিতে এসে দরজার সামনে থামল। ট্যাফি জন আর তার ছই সঙ্গী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল—ওরা ফিরে তাকাল।

‘নোরা!’ ফিসফিস করে বুন জিজ্ঞেস করল, ‘শটগানটা কোথায়?’

নিজের শোবার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ‘দরজার পাশেই বাম দিকে।’

কফি কাপটা বাম হাতে নিয়ে দরজার দিকে পিছিয়ে গেল বুন। প্রথমে ট্যাফি... সে-ই ওদের মধ্যে সবথেকে কাঁট, তারপর বসুউইন আর করডেট।

পিস্তলে ওর হাত ভাল, টেড বুন নিজেও তা জানে। কিন্তু ওরা তিনজন!

টেরেন্স জেগসকে মারার জন্য এটা চেষ্টার একটা সূচনা। গোলাগুলিতে মহিয়ার মৃত্যু হলে, তা দুর্ঘটনার মতই দেখানো।

ট্যাফি তার সঙ্গীদের নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের অত্র আগেই স্টেজ স্টেশনে ঢুকল। টেলিলের ওপাশে টেড বুনের দিকে তাকাল সে। ‘ভাল, ভাল। টেড বুন!’

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে—মুখে বুঝকি হাসি। ‘তুমি জো টানারকে হত্যা করেছিলে, তাই না? ও ছিল আমার বন্ধু।’

‘সে ছিল একটা চোর। মৃত্যুর দিকে ওকে নিয়তিই টেনেছে।’

হাসল ট্যাফি। ‘অবশ্যই, সে অনেক কিছুই করেছে! মাদ্র-

হত্যা, এমনকি অনেক মহিলা আর শিশুকেও সে খুন করেছে। কিন্তু ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল—আমরা একসাথেই রাইড করেছি।’

যাত্রীরা ভিতরে ঢুকল। মোট নয়জন। ছ’জন শক্তিশালী চেহারা লোক। ওদের মধ্যে অন্তত চারজন ওয়েস্টার্ন লোক। ছ’জন ব্যবসায়ী লোকও রয়েছে—কিন্তু সবাই সশস্ত্র।

নোরা নীরবে ওদের খাবার পরিবেশন করল। এল্‌ক-এর মাংস—খুই সুস্বাদু।

একজন যাত্রী ট্যাফি আর বুনকে লক্ষ্য করে তার দঙ্গীকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল। লোকটা ‘লাইন অব ফায়ার’ এর আওতা থেকে একটু সরে বসল।

ট্যাফি জন কাঁটা চামচে গোঁথে এক টুকরো মাংস মুখে পুরল। ঠিক এই সময়েই টিরেসা জেমস বলল, ‘মিস্টার জন, তুমি একটা চুরি করা ঘোড়া চালাচ্ছ!’

মাংসে ওর মুখ ভটি ; চিবাচ্ছে সে। কাঁটায় বিঁধিয়ে আর একটুকরো মাংস মুখে পুরতে যাচ্ছিল সে। ওর চোখ দুটো জ্বর হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল।

কাঁটা নামিয়ে রেখে মুখে পোরা মাংস চিবিয়ে গিলে ফেলল সে। ‘ম্যাগ, তুমি মেয়ে তাই—’

‘মিস্টার জন, আমি বলেছি তুমি একটা চোরাই ঘোড়া চড়ছ। ওটা আমার ঘোড়া। ওটা আমার প্ল্যানটেশনে গেরিলা রেইডের সময়ে চুরি করা হয়েছিল।’

ট্যাফি জনের মুখ একটু ক্যাকাসে হল। চট করে আশেপাশে বদা মানুষগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। ‘ঘোড়া এদেশে অনেকই আছে, ম্যাগ। ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। শোন,

আমি—

‘এতে কোন ভুল নেই, মিস্টার জন। ওই ঘোড়াটা চুরি করা হয়েছে। ওটা আমারই ঘোড়া!’ পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজ বের করল সে। ‘এটা শেরিফের কাছে জমা দেয়ার ইচ্ছা ছিল আমার; কিন্তু তুমি যখন একটা ঘোড়া নিয়েই এনেছ, এই কাগজটার আর দরকার পড়বে না।’

একটু থেমে সে আবার বলল, ‘এই কাগজে তুমি যে ঘোড়াটা এনেছ তার বংশ পরিচয়ও লেখা আছে। ওটা আমার।’

ট্যাফি জনের মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। সবার চোখ ওর ওপর। মেয়েটা নিজেকে কি ভাবে? সবার সামনে তাকে এভাবে অপমান করেছে? ‘তুমি ভুল করেছ, লেডি,’ সে বলল, ‘ওই ঘোড়াটা আমার।’

‘স্যার?’ টেবিলে বসে একজন স্টেজ যাত্রীর উদ্দেশে বলল সে। ‘তোমাকে খাওয়ার মাংস বিক্রয় করার জন্য মাক চাইছি—কিন্তু তুমি উঠে এসে ঘোড়াটার ঝুঁটির উপর দিকে একটা এম লেখা আছে কিনা দেখ। আমার বাবার নাম ছিল মেলবর্ন—সেই থেকেই এম। প্রমাণ হোক ঘোড়াটা কার। ওটা ছিল আমার প্রিয় ঘোড়া।’

‘ম্যাম, তুমি কি আমার বিরুদ্ধে ঘোড়া চুরির অভিযোগ আনছ?’

‘না, তা নয়। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে ঘোড়াটা আমার, এবং লুটতরাজ করে ওকেও নেয়া হয়েছিল আমাদের প্র্যানটেশন থেকে। আমার কাছে ওর কাগজপত্র আছে। তোমার কাছে বিক্রির কোন কাগজ আছে?’

ওর চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল। ভালমতই ফেঁসেছে সে। বুঝতে পারছে না কিভাবে এটার মোকাবিলা করবে। এখন পিস্তল বের



করলে সে নিজেই নারা পড়তে পারে। কারণ যাত্রীরাও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। বন্ডউইন আর করবেট তার সাথে আছে বটে, কিন্তু শুদিকে আছে টেড বুন, আর স্টেজের কিছু যাত্রী কঠিন পশ্চিমের লোক।

করবেট খুব ধীরে বেঞ্চটা পিছনে ঠেলে উঠে বলল, ‘কত দিল হয়েছে, বিশ সেন্ট ৭ আমি তা দিয়ে দিচ্ছি।’

সবাই যেন শুনতে পায় তা নিশ্চিত করে কথাগুলো বলল সে। যেন কেউ ভুল না বোঝে। এবার সাবধানে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর দরজার দিকে এগোল। বন্ডউইনও পয়সা দিয়ে ওর পিছু নিল।

বাইরে থেকে লোকটা ভিতরে এল। ‘হ্যাঁ, ওখানে ঠিকই “এম” জ্যাঙ করা আছে। মনে হচ্ছে বোড়াটা আসলেই তোমার।’

‘এখানে কাগজপত্র রয়েছে আমার,’ টিরেসা বলল, ‘বোড়াটার বিবরণও আছে।’

বোড়া ছুরি করলে চোরকে পশ্চিমে ফাঁসি দেয়া হয়। বাইরে স্টেজ ড্রাইভার আর আস্তাবল রক্ষক, ভিতরে রয়েছে বুন আর কঠিন কিছু যাত্রী। গলায় দড়ির ফাঁসটা প্রায় অনুভব করতে পারছে জন।

‘আমি দুঃখিত, ম্যাম! জানতাম না ওটা চোরাই বোড়া। ওর পিঠে শহর পর্যন্ত যেতে পারব আমি?’

‘নিশ্চয় না। বোড়াটা এখানেই থাকবে। তুমি তোমার জিন আর মাথার সাজ নিয়ে যেতে পার। স্টেজে চড়ে তুমি শহরে যেতে পার।’ একটু থামল সে। ‘অবশ্য তোমার কাছে ভাড়া দেয়ার মত টাকা থাকলে তুমি স্টেজে যেতে পারবে।’

ওর চোখ দুটো কুৎসিত হয়ে উঠল। ‘তুমি যদি পক্ষ-

বাক্যকে খুলে এনে

‘আমি পুরুষ,’ হালকা সুরে বলল বুন।

‘এখানে না।’ নোরার হাতে শটগান। ‘তোমরা তিনজনই এখান থেকে বেরোও। এখনই।’

ওরা বেরিয়ে গেল। যাত্রীরাও একে একে স্টেজে উঠছে। বস্ট-উইন আর করবেট একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাফি জন বার্নের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘুরল সে—স্টেজ স্টেশনের দিকে ওর মুখ।

ওদের সামনে দিয়েই টিরেসা স্টেজ কোচের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ‘মিস্টার স্টেনি? যাত্রীরা সবাই উঠে বসলেই তুমি গাড়ি চালান শুরু করো?’ ঘুরে সে ট্যাফি জনের দিকে চাইল। ‘তুমি চাইলে খোড়ার জিন আর নিজের জিনিষপত্র নিয়ে এখনই স্টেজে উঠতে পার। তুমি যদি হাঁটতে না চাও, তাহলে এটাই সহজ পথ।’

‘এখানে আমার কিছু কাজ বাকি আছে,’ জবাব দিল সে। ওর চোখ দরজার দিকে। টেড বুন ওখানে দাঁড়িয়ে।

সেখান থেকে ও বলল, ‘ম্যাম, কেন বোক না, তোমাকেই ওরা মারতে চায়। এজন্যই হোয়াইট ওদের পাঠিয়েছে।’

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল টিরেসা। এমন বোকানি সে কেমন করে করল? এখন কি সে ভিতরে যেতে পারবে? এর আগেই ওরা তাকে গুলি করবে। ওদিকে স্টেজটা চলতে শুরু করেছে। এখন নড়লেই গুলি করবে ওরা।

ধুলো উড়ছে। স্টেজ চলার শব্দ ধীরেধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন কি করবে সে? মাথা উঁচু করে স্থির দাঁড়িয়ে একটা উপায়

ওর চোখ চেপ্টা করেছে টিরেসা।

বুঝতে পারছে না কি ৩৪ নাকি সোজা ওদের দিকে? দরজার কাছ

থেকে একটা নরম স্বর শোনা গেল। ‘আমি বেরিয়ে এলেই তুমি বট করে মাটিতে শুয়ে পড়ো, ম্যাম। ওটাই তোমার বাচার একমাত্র সুযোগ।’

জানালার দিকে এগোল নোরা। ‘মিস্টার বুন, আমার হাতে শটগান রয়েছে, আমি করবেটকে সামলাব।’

অপেক্ষা করছে বুন। ঘিভ দিয়ে ঠোট চাটল নে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থেকে ট্যাফি জনকে দেখা যাচ্ছে না। এতে জনেরই সুবিধা। টেড জানে, যে মুহূর্তে ওর দেহ দেখা যাবে, তখনই জন গুলি ছুঁড়বে।

মনেমনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল টেড বুন। গুলি খেতে হবে এতে সন্দেহ নেই—কিন্তু ওকে শেষ করতেই হবে। এই মেয়েদের সে ওর হাতে একা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। যা ই ঘটুক ওকে সে শেষ করবে।

বার্ন থেকে হঠাৎ আর একটা স্বর শোনা গেল। ‘ঠিক আছে, নোরা, তুমি করবেটকে কাতার কর, আমার বাকেলো গানটা বন্ডউই-নের বুক লফা করে তাক করা আছে।’

আর একটা অচেনা কণ্ঠ শোনা গেল। ‘আমরা তিনজন। আম-রাও গুলি করব।’

করাল বারের পাশ থেকে তিনটে রাইফেলের নল দেখা গেল।

ট্যাফি জন পিস্তল বের করার জন্যে তৈরি হয়েছিল—হাত থেমে গেল। ওর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। খুব সতর্কভাবে ধীরে হাত নামিয়ে নিল সে। ‘তোমার ঘোড়াটা আন, ওটাই সব-থেকে বড়। ওর পিঠেই আমাদের একসাথে যেতে হবে।’

বন্ডউইম উঠান পার হয়ে বাঁধা ঘোড়া ছটোকে খুলে এনে

ট্রেইলের পথে দাঁড় করান। করবেট ঘোড়ায় উঠে বসল। ওর চেহারা য় হতচকিত ভাব স্পষ্ট।

বল্ডউইন একটু ইতস্তত করে ঘোড়ায় চাপল। ওর পিছনে উঠল জন। ঘোড়াটা এত গুঞ্জন নেয়ার অভ্যস্ত নয়—সে একটু পাশের দিকে সরল। বোঝা যাচ্ছে ঘোড়াটা এতে খুশি না। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত বগুনা হয়ে গেল।

ফিরে তাকাল ট্যাফি জন। ‘আমি একেবারে বিদায় নিচ্ছি না, বুন—আশেপাশেই থাকব! আবার আমাকে তুমি আশা করতে পার!’

ওরা চলে গেলে টিরেসা স্টেশনে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল। ‘ধন্যবাদ, মিস্টার বুন। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

নোরা দরজার কাছে গিয়ে একহাতে চোখ ঢেকে বাইরে তাকাল। ‘অনা লোক-তিনজন কে ছিল? কে—?’

করালের পিছন থেকে তিনজন ইণ্ডিয়ান বেরিয়ে এল। দরজার কাছে এসে ওরা থামল।

‘ওহ্, তোমরা, ধন্যবাদ!’

ওদের চেহারা গভীর। ‘তোমার জন্যে নয়,’ একজন বলল, ‘শুধু পাপুতদের জন্যে!’

হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## প্রকৃশ

‘আমি খোষণা করছি ; ম্যাম,’ ডিক ইয়াং বলল, ‘তোমার আশেপাশে বাস করা, যুদ্ধক্ষেত্রে বাস করারই সামিল। আমি বুড়ো মানুষ, এত উত্তেজনা আমার সহ্য হয় না। চেয়েছিলাম শান্ত হয়ে ধীরে স্ত্রে প্রেঁচয়ে প্রবেশ করব।’

‘দনাবাদ, মিস্টার ইয়াং। আমি তোমার গলার স্বর শুনেই বুঝেছি, ওদের একজন ফাইটে যোগ দিতে পারবে না।’

‘হয়ত, আমি সাধারণত টারগেট মিস করি না। আর এত কাছে থেকে ? লোকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। নিশ্চয় কর, ওকে কোন দয়া আমি দেখাতাম না।’

‘ঘটনার শেষ এখানেই নয়,’ বলল বুন। ‘আমার মনে হয় এখনই শহরে গিয়ে ট্যাকি জনের মোকাবিলা করা আমার উচিত।’

‘প্লীজ, ওকে ছেড়ে দাও।’

টেড বুন টিরেসার দিকে ফিরল। ‘আমার কোন উপায় নেই, ম্যাম। এটা আমার দেশ—এখানেই আমার বাস করতে হবে। আমি ক্যামেলা চাই না। কিন্তু কিছু আছে যা এড়িয়ে যাওয়ার লুটতরাজ

উপায় নেই।

‘আমি এখন যেখানেই যাই না কেন, হয়ত ওখানে লুকিয়ে আমার জন্যে সে অপেক্ষা করবে। তাই এটা যত জ্বলদি সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই ভাল।’

‘ও ঠিকই বলছে, ম্যাম। সরাসরি মোকাবিলা ওকে করতেই হবে। লোকটা বুনকে মারতে চায়। এটা সেও জানে, দেখা হলে বুনও ওকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই অ্যামবুশ করে মারার চেষ্টাই সে করবে।’

স্টেজ আসে, যায়। যাত্রীদের খাবার তৈরির কাজটা বিরতি-হীন। বিভিন্ন ধরনের যাত্রী আসে; অভিনেতা, প্রসপেক্টর, জুরাঙ্গী, শিকারী, সাংবাদিক, বেশী, সব রকম মানুষ।

কাজ একটা ছকে পড়ায় এখন একটু সহজতর হলেও কঠিন। ওখানে ওই সময়ে মেয়ের কমতি থাকায় ওরা ছজনেই গড়ে তিন-দিনে একটা করে বিয়ের প্রস্তাব পায়।

‘কেউকেউ সত্যিই মন থেকেই প্রস্তাব দেয়,’ নোরা বলল, ‘তবে কিছু লোক শুধু কথার কথা বলে। হঠাৎ রাজি হয়ে গেলে ওরা ভয়ে মিটিয়ে যাবে!’ টিরেনাকে বলছিল সে, বুন এসে স্টেশনে ঢুকল।

একটু পরেই স্টেজ আসবে। বুনকে কফি ঢেলে দিয়ে নিজেও এককাপ কফি নিয়ে টেবিলে বসল। ‘শুনলাম তুমি নাকি স্যার ওয়ালটার স্কটের ভক্ত?’

কফি কাপ থেকে মুখ তুলে চাইল সে। ‘ওর লেখা আমি পড়েছি, তবে এখনও দ্রুত পড়ার ক্ষমতা আমার হয়নি। সে যাদের সম্পর্কে লেখে, তারা অনেকটা আমাদেরই মত—আমার তাই মনে হয়। হ্যাঁ, স্কটকে আমি পছন্দ করি।’

‘আমি ওয়াটে আর টুইনিকে রোজ রাতে বই পড়ে শোনাই। আজ সন্টার একটা বই ধরব।’

‘সব ঠিক মত চললে আজ রাতে আমি শুনতে আসব।’ হ্যাট ছুঁয়ে টিবেসাকে বিদায় জানাল বুন। ‘এখন আমার কাজ আছে।’

‘মা ?’ টুইনি ওর হাত ধরল, বুনের হেঁটে যাওয়া দেখছে সে। ‘তুমি ওকে পছন্দ কর ?’

‘আমার ধারণা লোকটা ভাল।’

‘কিন্তু তোমার পছন্দ হয় কিনা বল ?’

হাসল টিবেসা। ‘জিদ করো না। ওই সম্পর্কে ভাবার জন্যে আমি এখনও তৈরি নই। তোমার বাবা এখনও আমার মন ভুড়ে রয়েছে। কোন পুরুষের কথা ভাবলে আমি তার কথাই ভাবি।’

‘তাছাড়া এখন আমার অনেক কাজ। এই স্টেশনটাকে আমার আরও ভাল করে তুলতে হবে। তোমার আর ওয়াটের জন্যে স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের বাসটাকেও সুন্দর করে তোলা দরকার।’

‘আমার মনে হয় তুমি মিস্টার থর্পকে পছন্দ কর।’

হাসল সে। ‘তুমি কি আমার একটা প্রেম ঘটানর চেষ্টা করছ ? আমার বিশ্বাস মাইকেল থর্পও একজন ভাল লোক। সে একজন সফল মানুষ—অনেক উন্নতি করবে।’

আর একটু কফি ঢেলে নিল টিবেসা। ‘তোমার মনে রাখতে হবে শুধু ভালবাসাই যথেষ্ট নয়। তুমি হয়ত কর্তব্য করছ কাউকে ভালবাস, কিন্তু ছেনো প্রতিদিন ওই লোকটার সাথে তোমাকে বাস করতে হবে। সুখের সময়ে, অসুখের সময়েও। পরে

নিজের মনের মত করে গড়ে নেবে ভেবে কাউকে বিয়ে করো না—  
পস্তাবে ।

‘বাক, এসব কথা বলার এখন সময় নেই, যাও নোরাকে টেবিল  
সাজাতে সাহায্য কর ।’

ওয়াট কোথায় ?

উঠান পেরিয়ে আস্তাবলে উকি দিল টিরেসা । ‘ওয়াট ?’ কোন  
জবাব এল না । পিছনে ট্যাক-রুমের দরজাটা খোলা, ওর বিছা-  
নাটা নিভাঁজভাবে পাতা রয়েছে—কিন্তু ওয়াটের কোন চিহ্ন নেই ।

বাইরে বেরিয়ে দেখল ডিক ইয়াং এক টুকরো চামড়া সেলাই  
করছে ।

‘মিস্টার ইয়াং, তুমি ওয়াটকে দেখেছ ?’

‘না, ম্যাম’, অনেকক্ষণ দেখিনি । হয়ত আশেপাশেই কোথাও  
আছে । বার্নে দেখেছ ?’

‘জ্ঞানে নেই ।’

‘মনে পড়েছে, তীরের ফলা খোঁজার কথা কি যেন বলছিল ।  
বলেছিল ওর কাজ সব শেষ, টুইনির জন্ম কোন বিশেষ উপহার  
খুঁজতে যাবে ।’

নিশ্চয় ! তার নিজেরই এই সম্ভাবনার কথাটা মনে আসা উচিত  
ছিল । বাক, জায়গাটা স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, তবে স্টেশন  
থেকে দেখা যায় না ।

এত চিন্তা করছে কেন সে ? ছেলেটা এখানে আসার আগে  
বুনো প্রাণীর মত বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছে । ওখানে কিভাবে  
টিকে থাকতে হয় তা সে টিরেসার থেকে ভাল জানে । হয়ত অন্যান্য-



দের থেকেও, একবার মন্তব্য করেছিল ডিক।

যাক, পড়া আরম্ভ করতে এখনও কিছুটা দেরি আছে। কিন্তু কখন শুরু করা হবে এটা ওকে জানান হয়নি।

সরু পথটা ধরে গাছের ভিতর দিয়ে এগোল সে। অল্পই পথ, কিন্তু তবু টিরেসাকে একটু ভাঁড়াহুড়ো করতে হবে, কারণ টেড বুন শিগগিরই ফিরবে।

চারদিক একেবারে স্তব্ধ। তিবির ওপর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে নিচে নামছে টিরেসা। ওদিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে নিচে।

ঝোপের ভিতর থেকে একটা চিংকার শোনা গেল। ‘ম্যাম! ফিরে যাও! দৌড়াও!’

গাছ আর ঝোপের মধ্যে দিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগোল টিরেসা। নিকি ওয়ালটন ওখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। কাছেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ওয়াট।

‘ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয় ওকে খুঁজতে বেরোবে,’ বলল নিকি। অন্য কেউ এলে আমি দেখা দিতাম না—কিন্তু তুমি, আমি চাই তুমি বোক কার দিককে তুমি লড়তে নেমেছ।’

‘মিস্টার ওয়ালটন, তুমি বোকামি করছ। সুযোগ থাকতে এখান থেকে চলে যাওয়াই তোমার উচিত। মিস্টার বুন আর মিস্টার ইয়াং, দুজনেই অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে খুঁজতে বেরোবে। ওদের দুজনের ধৈর্য একটু কম।’

‘তাই নাকি?’ কৌতুকবিহীন হাসি হাসল সে। ‘আমার মনে হয় এখানে বসে ওদের দুজনকেই আমি সামলাতে পারব।’

‘আমার মনে হয় আমাদের সাথে তোমার প্রথম অভিজ্ঞতাই যেকোন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য যথেষ্ট। বুদ্ধি থাকলে ঘে কেউ দূরে থাকত।’

‘আমি এই ছেনোটাকে দিয়ে শুরু করব, তারপর দেখো আমি তোমার কি অনুহা করি।’

আশ্চর্য! একটু ভয় লাগছে না ওর। টিরেসা জানে তাকে কি করতে হবে। আর কোন উপায় নেই ওর।

‘মিস্টার ওয়ালটন, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়!’

‘নাক-উচু মেয়েটা বলে কি! আর অপেক্ষা করতে পারবে না! চেষ্টাও তোমার কোন লাভ হবে না—তোমার চিংকার কেউ শুনতে পাবে না। আমি জানি ওই চিহিটার ওপাশে কোন শব্দই পৌঁছবে না। এখানে তুমি আর আমি একা।’

মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছে ওয়াটা। শেষ পর্যন্ত অর্ধেক উঠে বসতে সক্ষম হল সে। তারপরেই নিকির পা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

বিরক্ত আর উদ্দাসীন ভাব নিয়ে শুকে লাথি মারল নিকি। তারপর আবার।

‘মিস্টার ওয়ালটন! তোমাকে আবারও সাবধান করছি।’ ওর চেহারা গভীর, স্থির। ভিতরে-ভিতরে ঝুঁকি। ঘটনা যে এভাবে মোড় নেবে এটা সে মোটেও আশা করতে পারেনি। কিন্তু—

লোকটা এবার ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বিশাল দেহ ওর। সহজ গতিতে পকেট থেকে ডেরিঙ্গারটা বের করে শুকে গুলি করল টিরেসা।

নিকি নিশ্চিত ছিল, সাথে অস্ত্র থাকলেও গুলি করার সাহস

অর হবে না। মেয়েদের সহজাত নমনীয় স্বভাবই তাকে গুলি করা থেকে বিরত রাখবে।

ডেরিঞ্জারের দুটো ব্যারেল—দুটোই .৪৪ ক্যালিবারের।

মাত্র পনের ফুট দূরে ছিল নিকি। ডেরিঞ্জারের গুলির ধাক্কায় সে টলতে টলতে হ'কদম পিছিয়ে গেল। তুগি, 'তুমি—'

ডেরিঞ্জারটা হাতে নিয়েই সে দূরে ওয়াটের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'মিস্টার ওয়ালটন, আমি বলছি তোমার ক্ষতটা ডাক্তারকে দেখান দরকার—যদি মরতে না চাও। এখনও একটা গুলি রয়েছে এতে।'

'ভায় ইউ! তুমি—!'

মেয়েটার গলা শুকিয়ে এসেছে। ধড়াস-ধড়াস করছে বুক। চোক গিলতে পারছে না—কিন্তু ওর হাতের গান্টা এখনও নিকির দিকেই তাক করা রয়েছে।

'মিস্টার ওয়ালটন,' বলল টিরেসা। 'এখানে কিন্তু এখনও একটা গুলি রয়েছে—যদি দরকার পড়ে আমি আবার গুলি করব।'

কতক্ষণ তাকিয়ে রইল নিকি। ওর চোখ দুটো নীচ, আর কুৎসিত। তারপর, তার চেহারা বদলে গেল। চোখগুলো বিস্ফারিত হল, ওর মুখের চামড়াটা ধূসর দেখাচ্ছে। খাবি খাচ্ছে সে।

'জলদি ফিরে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করাও।'

একটু পিছু হটল নিকি। তারপর হেঁচট খেতেখেতে কোপের ভিতর দিয়ে ছুটল। ওদিকে কোপের আড়ালে বাঁধা ওর ধোড়াটাকে এক ঝলক দেখতে পেল টিরেসা।

নার্সাস কাঁপা আঙুলে ওয়াটের হাতের গিট খুলতে চেষ্টা করছে মেয়েটা। খুব এঁটে বাঁধা হয়েছে ওগুলো।

মাম ! আমার হিপ পকেটে একটা জ্যাক-নাইফ আছে ।’  
ছুরিটা বের করে রেড খুলে বানান কাটল টিরেন।। খেলেটা উঠে  
দাঁড়ালে ছুরিটা ওকে ফেরত দিল সে ।

‘ওহ, মাম, তুমি নিকিকে আচ্ছা জব্দ করেছ ! এমনটা আমি  
আর কখনও দেখিনি!’

‘চল বাড়ি কিরি, ওয়াট ! আমি - আমি ভাল বোধ করছি  
না ।’

স্টেশনের দিকে ফেরার পথে দেখল ডিক রাইফেল হাতে ছুটে  
ওদের দিকে আসছে । নোরা স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়ান ।

‘আমরা একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম,’ বলল ডিক । তার-  
পর টিরেসার ভাবভঙ্গি দেখে প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি অসুস্থ বোধ  
করছ, মাম ?’

‘ও নিকি ওয়ালটনকে গুলি করেছে!’ বলে উঠল ওয়াট ।  
‘সিধে পাঁজরের ভেতর !’

‘তুমি নিকিকে গুলি করেছ ?’ অস্বাভূত হল ডিক । ‘কি—?’

‘প্লীজ, মিস্টার ইয়ার, এখন না । আমি একটু বিশ্রাম নিতে  
চাই । নোরা—?’

‘নিশ্চয়, মাম ।’ হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ভিতরে  
নিম্নে গেল নোরা । ‘তুমি আমার সাথে এসো । এখানে বসে এক  
কাপ চা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছ  
তুমি ।’

প্রথম চুমুক চা খাওয়ার সময়ে কাপটা পিরিচের সাথে শব্দ  
তুলে বাড়ি খেল । দ্বিতীয় চুমুকের আগেও তাই ।

‘নোরা, ব্যাপারটা জঘন্য! জঘন্য! ওই লোকটা—ওয়র্টিকে বেধে রেখেছিল। আমাকে হত্যা করার প্রাণ ছিল ওর। প্রথমে ওয়র্টিকে মেরে তারপর—’

‘ওই ব্যাপারে এখন আর কথা বলো না, মাম। যা ঘটান তা ঘটে গেছে।’ টিরেসার কাপে আরও চা ঢেলে দিল নোরা। তারপর বলল, ‘এটার আরও একটা দিক আছে, মাম।’

‘সেটা কি?’

‘তুমি তোমার যোগ্য কাজই করেছ, মাম। তুমি স্তর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ। নিজেকে রক্ষা করার সময় এলে সেটাও তুমি করেছ। নিজেকে একা ওর মোকাবিলা করেছ—যখন আর কোন উপায় ছিল না, তখনই ওকে গুলি করেছ। কোন মেয়ের পক্ষে একা থাকা খুবই কঠিন, মাম, কিন্তু যা করা দরকার ছিল তা তুমি ঠিকই করেছ। বিশ্বাস করো, তুমি নিকি ওয়ালটনকে গুলি করায় কেউ দুঃখ পাবে না।’

টিরেসার দেহ শিউরে উঠল। ‘আনি—আমি একটু শুতে চাই, নোরা। তোমার ওপর সব কাজের বোঝা চাপিয়ে যেতে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু—’

‘তুমি সোজা গিয়ে শুয়ে পড়। টুইনি আর আমি মিলে এদিকটা নামলাতে পারব। কি বল, টুইনি? পারব না?’

‘নিশ্চয়।’ সাইডবোর্ডের কাছে ছুটে গেল টুইনি। ‘আমি টেবিল সাজাচ্ছি।’

নোরার পাশাপাশি হেঁটে নিজের গরে এল টিরেসা। ওকে জানায় শুইয়ে দিয়ে আবার স্টেশনে ফিরল নোরা। বিছানায় শুয়ে নেকক্ষণ ছাদের দিকে চেয়ে রইল টিরেসা। নিজের সাথে বোঝা-

পড়া চলছে ওর মনে ।

সে একটা মানুষকে গুলি করেছে ।

নিজের কাছেই ওর এটা বিশ্বাস হচ্ছে না । সে, টিরেসা ওলিভ জেমস, সত্যিসত্যি একটা লোককে পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে ।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অনেক কণ পর ওর ঘুম ভাঙল । স্থির হয়ে কিছুকণ শুয়ে রইল সে । স্টেশনে আলো ঝলছে । করালৈ কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে ।

ম্যাচ জ্বলে চিমনি উঠিয়ে সলতে ধরিয়ে আবার চিমনি ন মাল সে । তারপর আয়নায় নিজের চেহারা দেখল । বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে । ওদিকে স্টেশনে কিছু লোকজন এসেছে । হঠাৎ তার মনে পড়ল পিস্তলটা আর লোড করা হয়নি । বাবা ওকে শিখিয়েছিল ওটা—টেড বুনও একই মস্তব্য করেছিল । একটা কাতুর্জ নিয়ে ডেরিজারে ভরে নিল সে ।

রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনে গেল টিরেসা । মাইকেল থর্প আর লিঙ্কন আপটন টেবিলে বস । ওকে দেখে হুজনেই উঠে দাঁড়াল ।

টেড বুনও এখানে রয়েছে ; লম্বা, মেদহীন আর কম কথাবান্ধু । ওর চোখ দুটো টিরেসার চেহারা খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখছে ।

‘মিসেস জেমস !’ বলল থর্প, ‘আমরা শুনেছি কি ঘটেছে। স্লীজ, আমাদের সাথে বস । আমরা তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম—অত্যন্ত চিন্তিত ।’

‘কেন ? গোলমাল তো শেষ হয়ে গেছে ।’

‘সেটা হলে তো ভালই ছিল,’ বলল আপটন । ‘কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি সামনে আরও গোলমাল আসছে—বিরিট কামেলা ।’

হঠাৎ হাসল টিরেসা । ‘আমাদের এখানে আগেও কামেলা

এসেছে, আমরা তা সামলেছি। যে মুশকিলই আসুক আমরা তার মোকাবিলা করতে পারব।’

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## বাইশ

‘মিসেস জেমস, টেড বুন আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তুমি সহজে ভয় পাওয়ার মেয়ে নও, তাই ব্যাপারটা তোমাকে সরাসরিই খুলে বলছি।

‘আজ সোমবার। আগামী শনিবারে একটা স্টেজ আসবে, ওতে ডেনভার থেকে কমপক্ষে ছয়জন লোক থাকবে। ওরা ভাড়া আগেই দিয়েছে—ব্যবসা সেরে লারামি যাবে।’

‘আমরা জেনেছি যে আরও লোক এই খবর পেয়েছে। ওদের সাথে অনেক টাকা থাকবে। ওরা সাধারণ স্টেজের সাথে একটা বিশেষ কোচে আসবে।

‘খবর পেলাম, উইলবার স্টোনও এই ব্যাপারটা জানে—এবং সে ছোট্ট স্টেজই লুট করার প্ল্যান করেছে। আর সেটা চেরোকী স্টেশনেই ঘটবে। আমাদের বিশ্বাস, একটা অসমাপ্ত কাজও ওরা সেই সাথে সেরে যাবে।’

‘ওদের সাথে কতজন লোক থাকবে ? উইলবার স্টোনের কথা বলছি আমি।’

‘আমরা জেনেছি হুয়জেন লোক নিয়ে আসবে সে। আমরা ওদের জন্য প্রস্তুত থাকব।’

‘আমার মনে হয় এর দ্বিগুণ লোক নিয়ে আসবে ও,’ মন্তব্য করল টিরেসা।

আপটন হাসল, মাথা নাড়ল সে। ‘কে-কে আসছে তাও আমরা জানি। করণ্ডেট আসবে, শুনেছি ট্যাফি জনও থাকবে ওদের সাথে।’

‘সে থাকবে না,’ বলল বুন। ‘ওর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না।’

দুজনেই অবাক চোখে বুনের দিকে তাকাল। ‘না, সে আর আসতে পারবে না। ও এখানে নেই।’ সাদামাঠা কণ্ঠে বললো বুন।

‘তাই ?’ অবাক হল আপটন। ‘যাহোক, আমরা পবন পেয়েছি ওরা হুয়জেন আসবে।’ আড়চোখে টিরেসার দিকে তাকাল সে। ‘আমি বিশেষভাবে চিন্তিত, কারণ যারা যাচ্ছে তাদের দুজন আমার পরিচিত, এবং বন্ধু। আমি চাই না ওদের কিছু হোক।’

‘আমি চাই না আমার স্টেশনে কারও কিছু ঘটুক।’

‘অবশ্যই,’ স্বীকার করল আপটন। ‘আমি চাই তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে লাপোর্ট চলে যাও।’

‘না।’

‘কী ?’

‘না,’ বলল টিরেসা। ‘আপনারা জানেন এটা বর্তমানে আমার বাসস্থান। কামেলা হলেও আমি এটা ছেড়ে যেতে চাই না। যেকোন মুশকিল আসুক না কেন, তার মোকাবিলা আমি করব।’

‘আমরা চাই না তোমার বা ছোট মেয়েটার কোন ক্ষতি হোক।’



‘আমিও তা চাই না, কিন্তু আমার জায়গা এখানেই। আমি থাকব। হয়ত আমরা কেউ নিহত হব, তবু আমরা এখানেই থাকব। এই স্টেশনের দায়িত্ব আমার—দায়িত্ব ছেড়ে আমি পালান না। তাছাড়া, আমি না থাকলে আউটলিরা সন্দেহ করবে কিছু ঘাপলা আছে। আরও কথা আছে, কোন অপারেশন করার আগে ওরা চাইবে স্টেশনে ওদের কোন লোক থাকুক।’

‘চিন্তাধারাটা চমৎকার, মিসেস জেমস।’ ফিরে আপটনের দিকে তাকাল থর্প। ‘নিশ্চয়, ও ঠিকই বলেছে। মিসেস জেমস চেনে না এমন অন্তত দুজন লোককে ওরা এখানে রাখবে, যারা তাকে ব্যস্ত রাখবে।’

এবার বুন মুখ খুলল। ‘আমার মনে হয় মিসেস জেমসের কথাই ঠিক। ওরা ঘোড়ার পিঠে চার্জ করে স্টেশনে ঢুকে সবাইকে জানাতে চাইবে না যে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ধর এখানে ওরা দুজন লোক রাখল, যারা নিষ্পাপ শিশুর মত যাওয়ায় ব্যস্ত। বাইরেও একজন থাকবে, যে ডিক ইয়ার্কে ঘোড়ার নাল লাগান, বা ওই ধরনের কোন কাজে ব্যস্ত রাখবে। ডিকের কথা ওরা জানে। লোকটা মনে শান্তির কথা বললেও ফাইটে ওর জুড়ি নেই। তাই ওকে ঠেকানর জন্যে একজন বা দুজন লোক ওরা রাখবে। হয়ত স্টেজ আসার অল্প আগে আরও দু’তিনজন দীর পায়ে ঘোড়া চালিয়ে করালে এসে হাজির হবে।

‘মিসেস জেমস আর নোরাকে স্টেশনে বন্দী রেখে ওরা তিন দিক থেকে স্টেজের ওপর গুলি চালাবে।’

‘গুলি চালাবে?’ অবাক হল আপটন। ‘এটা তো হোল্ড-আপ

হওয়ার কথা। তুমি ছুঁড়বে কেন?’

‘মিস্টার বুন ঠিকই বলেছে,’ বলে উঠল টিরেসা। ‘আমরা জানি ওই লোকগুলো কে। ওরা আগে গেরিলো ছিল। তারা ছেলে মেয়ে বুড়ো নিঃশিখায় খুন করে। সাক্ষী দেয়ার মত কাউকেই ওরা জীবিত রাখবে না।

‘মিসেস জেমস,’ আপটন বলল, ‘আমি ছোর দিয়ে বলছি তোমার এখানে থাকা চলবে না। তুমি আমার ব্যাঞ্চে থাকতে পার। ওটা তোমার জন্য নিরাপদ -’

‘না, মিস্টার আপটন। এক বছর আগে হলে আমি হয়ত ঠিক তাই করতাম। কিন্তু এর মাকে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। আমি এখানে আনার আগে এবং পরে। দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন দরকারের সময়ে আমাকে এখানেই থাকতে হবে।’

মাইকেল থর্প বাধা দিল। ‘মিসেস জেমস? তুমি যদি চাও এখানে থাক, তবে বলব স্টেজ কম্পানি তোমার থেকে এতটা আশা করে না। তোমার যদি থাকতেই হয়, তবে আমাকে কথা দাও উঠানে স্টেজ পৌছানর সাথে সাথে তোমরা সবাই নোরার কামরায় ঢুকে দরজা আটকে দেবে। কথা হচ্ছে,’ বলে চলল সে, ‘স্টেজে ডেলিউটি ওরা থাকবে, যেকোন ঝামেলা মোকাবিলা করার জন্য ওদের সুবার কাছেই শটগান আর অন্যান্য অস্ত্রসম্পদ থাকবে।’

‘লাপোটে স্টেজে কে কে উঠল এদিকে ওরা নিশ্চয় নজর রাখবে?’ বলল বুন।

হাসল আপটন। ‘নিশ্চয়, কিন্তু ওরা যাদের দেখবে তারা ভিন্ন লোক। শহর থেকে বেরোনের পর ওদের বদলে অন্য লোক ওরা হবে। চিন্তা ক’রো না বুন, ওদের সবাইকে এবার চমকে দেব।’

বৃষ্ণবার নীরবেই কাটল, বৃহস্পতিও । তবু টিরেসার উৎকর্ষ বেড়েই চলেছে । সে কি ঘোঁসামি করছে ? টুইনি, ওয়াট আর নোরার জীবন কি সে বিপর্যয় করছে না ? এরকম একটা ঘটনা বাচ্চাদের দেখতে দেয়া কি ঠিক হবে ? যাই ঘটুক, লোকজন মারা পড়বে বা জখম হবে । কে বা কারা মারা পড়বে কে জানে ?

‘নোরা ?’ ওরা একা হলে বলল টিরেসা । ‘আমার ভয় করছে !’

‘জানি, মাম, আমারও একই অবস্থা । পৃথিবীর অশুভ শক্তি হামলা চালাবেই । আর সেটা তোমার আনার মত মানুষের উপরই কামেলা ডেকে আনবে ।’

শুক্রবার স্টেজে কিছু বদ্ধশূলভ লোকজন এসে । নড়াই হাসি-খুশি ! ওরা ডেনভারে হচ্ছে শো দেখাবে ।

‘তোমার খাবার খুব ভাল, মিস,’ শো-এর ম্যানেজার বলল । ‘এত ভাল খাবার স্টেজ লাইনে আমি কখনও খাইনি । রাতটা এখানে থেকে যেতে পারলে ভাল হত ।’

‘আমাকে জানানো হয়েছে সামনের বছর এর ব্যবস্থা করা হবে । তখন খাত্রীদের অনেক সুবিধে হবে ।’

‘ভাল, জানরা আবার আসব । কিন্তু রান্না কে করে ?’ টিরেসার থেকে নোরার দিকে চোখ ফেরাল সে । ‘তুমি না তুমি ?’

‘ছজনই ।’ জবাব দিল নোরা । তারপর জিজ্ঞেস করলো, ‘ডেনভারে গেলে আমরা তোমাদের শো দেখতে পাব ?’

‘নিশ্চয়ই । আমি নিজে তোমাদের বসাব !’

পরদিন সকালেই টেডবুন এসে হাজির হল । একটা কাপে কফি নিয়ে বসল টেবিলে । ‘তোমাকে কিছুতেই স্টেশন ছেড়ে যেতে রাজি করানো যাবে না !’

না, বলল সে।

ওয়াট একটা ভোনট খাচ্ছিল, সে মুখ তুলে চেয়ে কিছু বলার উদ্যোগ নিল। কিন্তু নোরা বাদ সাংল।

‘তুমি বলেছিলে ট্যাফি জন আর আসতে পারবে না—তার মানে? তুমি এটা কিভাবে জানলে?’

বুন তার কফিতে চুমুক দিল। ‘যতই খড়াই করুক, ট্যাফি এমন কিছু ওস্তাদ লোক না। তবে ধূর্ত। ঠিক জঙ্গুর যতই। কিন্তু আর এদিকে পা বাড়াবে না।’

‘কিন্তু আমার ধারণা এসবে কোন কাজ হবে না,’ মন্তব্য করল ওয়াট। ‘ওই মিস্টার আপটন এদের চেনে না।’

ওয়াট যেভাবে কথাটা বলল, তাতে টিরেসা আর বুন, দুজনেই স্তব্ধ হয়ে উঠল।

‘এমন কথা বলছ কেন, ওয়াট?’ প্রশ্ন করল টিরেসা।

‘ওই লোকগুলো বছরের পর বছর এইসব কাজ করে আসছে। তুমি কি মনে কর ওরা থর্পের সাথে স্টেনিকে কথা বলতে দেখেনি? ওরা জানবে এর মাঝে কিছু গোলমাল আছে। ওরা বাতাস ভুঁকেই কামেলা টের পায়। তোমরা কি বুঝতে পারছ না উইলবার স্টোন বা তার বস এভাবে কাজ করে না? সে অন্তত বিশজ্ঞ লোক নিয়ে আসবে—হয়ত বেশিও আনতে পারে।’

‘বিশজ্ঞ? কিন্তু মিস্টার আপটন বলল হয়—’

‘খবরটা সে কোথায় পেয়েছে বলে তোমার ধারণা? কে তাকে আগাম খবরটা দিয়েছে? ওদের কেউ নয়?’

‘ওয়াট? তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে?’ প্রশ্ন করল টিরেসা।

‘অ’নি জানি আমার উচিত হয়নি, কিন্তু সেদিন রাতে তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমি বসেবসে ভাবছিলাম বয়স্ক মানুষ কিভাবে এত বোকা হয়! আমি আন্দাজ করতে পারছি কে কে ওদের এই টিপ সরবরাহ করেছে। আমি জানি ওদের সাথে বিশজন থাকবে—বেশিও থাকতে পারে।’

‘তুমি কিভাবে জান?’ জিজ্ঞেস করল টিরেসা।

‘তোমরা সবাই জানতে চাও আমি কোথা থেকে এসেছি। ওই আউটলগুলো “বনার স্প্রিংসে” আমার বাবার ব্যাক ওদের গুপ্ত আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমি ওদের দেখেছি, ওরা কেবল জুয়া খেলে সময় কাটায়, একটা বড় দাঁও মারার অপেক্ষায় আছে ওরা।’

‘ওখানে কিছু লোক আগেই ছিল, কিন্তু হোয়াইট তোমার স্বামীকে হত্যা করার পর আরও লোক এসেছে।’

‘লোকগুলো যা করছে, এতে ওরা অভ্যস্ত। ওরা এসব অনেক বারই করেছে। ওদের কথা আমি শুনেছি, ওরা জানে এদিক থেকে সব ব্যবস্থাই নেয়া হবে। তাই ওরা তৈরি হয়েই আসবে।’

‘ওরা ভীষণ, মাম, আমি জানি, হয়জন আসার খবরটা ওরা নিজেরাই জানিয়েছে। এর আগে ওদের অভিযুক্ত করতে সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে—ওরা জানে কি করতে হবে।’

‘নোরা ভাল লোক, কিন্তু কয়জনকে মারতে পারবে সে? একজন? দুজন? কিন্তু তারপর সবাই মারা পড়বে। তবে প্রথম যে গুলি করবে তাকে ঠিকই শেষ করবে ও। অপটনকেও ওরা শেষ করবে।’

‘ওয়াট, তুমি কিভাবে এত শিগর হচ্ছে?’

‘মাম, আমি ওদের কথা বলতে শুনেছি। ওরা আমাকে ছোট ভেলে বলে অবজ্ঞা করেছে—কিন্তু তবু আমি দেখেছি—শুনেছি।’

‘ওরা কি করবে, ওয়াট?’

‘এ ব্যাপারে আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, এমন কিছু করবে যা কেউ আশা করবে না। মেহন মিস্টার আপটনকে হত্যা। এটা সে আশা করেছে না—ভুগিও না।’

‘কিন্তু ওকে মারতে যাবে কেন?’

জবাবটা দিল বুন। ‘হোয়াইটের যদি এখনও ইলেকশনে দাঁড়ানর ইচ্ছা থাকে, আপটন তাতে বাদ সাধবে। আর ওখানে ওর অনেক ক্ষমতা।’

‘ওরা তাহলে কি করবে? ওয়াটের ধারণা যদি সত্যি—’

‘আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ওর কথাই ঠিক। ছেনেটা ওদের সাথে বছরখানেক বা তারচেয়েও বেশি সময় কাটিয়েছে—ওদের কথাবার্তা, প্লান শুনেছে, ওদের নাড়ির খবর আমাদের থেকে বেশি জানবে।’

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যখন আলো কনিয়ে খুঁ দিয়ে নেভাল তখনও সমস্যার কোন সমাধান মাথায় এল না টিরেসার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেখানে স্টেজটা এসে থামবে, সেই ধূসর জায়গাটার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। কি করবে ওরা? কি করতে পারে?

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুনোর দিকে চেয়ে বাবার সাথে অন্যান্য আমি অফিসারের কথাবার্তাগুলো মনে করান চেষ্টা করল সে। যুদ্ধের ট্যাংকটিকস, অপ্রত্যাশিত চমক—ওসব থেকে কি

কোন ইচ্ছিত পাওয়া যাবে ?

অতর্কিতে আক্রমণ করলে ব্যাপারটা ওদের অমূল্যকূলেই যেত ; কিন্তু তাহলে ঋণ বা আপটনকে ‘টিপ-অফ’ করা হল কেন ?

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল টিরেসা । নিশ্চয় ! ওদের বিভ্রান্ত করার জন্যেই খবরটা দেয়া হয়েছে ! আসলে আক্রমণটা আসবে অন্য কোথাও ।

কিন্তু কোথায় ? এখানে না হলে কোথায় ?

ওয়ার্টের কথা যদি ঠিক হয়, ওরা যদি আপটনকেই মারতে চায়, তাহলে ঘটনা ট্রেইলে কোথাও ঘটবে না—কারণ সে ট্রেইলে বা স্টেজে থাকবে না । সে থাকবে তার ব্যাঞ্চে ।

নিশ্চয় ।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে । তাড়াতাড়ি উঠে ছায়া পরে নিল টিরেসা । এখনও ভাবছে সে । গেরিলাদের প্লান সফল হতে হলে আপটনের ব্যাঞ্চে ওদের আকস্মিক আক্রমণ চালাতে হবে ।

ওরা দূর থেকে নজর রাখবে, অস্ত্রে সজ্জিত লোকগুলো স্টেজে উঠে ব্যাঞ্চ ত্যাগ করার পরই ওরা আক্রমণ চালাবে । স্টেজটা আপটনের ওখানে থাকবে, যাত্রীদের সে আপ্যায়ন করবে—ডেপিউটিরা ওখান থেকে স্টেজে চড়ে রওনা হবে । অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ব্যাপারে আগে থেকে খবর না পেলে আপটনের বাঁচার কোন আশা নেই । স্টেজ যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা ত্যাগ ছিনিয়ে নেয়া হবেই, আপটনকে মেরে ব্যাঞ্চও লুট করা হবে ।

The Online Library of Bangla Books  
**BANGLA BOOK**.ORG

## ওইশ

---

স্টেশনে ঢুকে নিজের জন্য এক কাপ কফি টেলে মিল টিরেসা। সময় খুব কম। ডিক ইয়াং স্টেশনে ঢুকল।

‘মিস্টার ইয়াং, তুমি আমার একটা উপকার করবে? ট্যাক্সি জনের যে ঘোড়াটা উদ্ধার করা হয়েছে, ওটায় জিন বসিয়ে দরজার কাছে নিয়ে আসবে?’

কোন জবাব না দিয়ে, একবার আড়চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে বার্নের দিকে গেল ডিক। যখন ফিরে এল তখন টেড বুনও এল ওর সাথে।

‘মিস্টার বুন? সারারাত অনেক চিন্তা করেছি, আমার বিশ্বাস এখানে তোমাকে আর ডিক ইয়াংকে হত্যা করার একটা চেষ্টা নেবে ওরা।’

মাথা ঝাঁকাল বুন। ‘আমিও তোমার সাথে একমত। ঘোড়াটা কিসের জন্য?’

‘ভেবে দেখলাম, এখানে আসার আগে ওরা মিস্টার আপটনের ন্যাক আক্রমণ করবে। আমি ওখানে গিয়ে ওদের সাবধান করতে



চাই।’

‘কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটা ওরা কিতাবে জানবে?’

‘ওরা ঠিকই জানবে। যা করা হচ্ছে এটা ওরা ঝাট করবে, কিংবা ভাববে স্টেজের চারপাশে ঘাঁড় থাকবে। ওরা নিশ্চয় এসব চিন্তা করেই প্রাণ কববে।’

‘ওরা কয়েকজন সৈনিক এনেছে, এদিক দিয়েই গেছে, ম্যাম। মাঝরাতেই পরে। ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে। একজন বলল সে তোমাকে চেনে। ওর নাম হ্যারি ওব্রায়েন।’

‘ভাল। লোকটা ওদের অনেকেরই চেহারা চেনে, আমার বিশ্বাস টিমটি হোয়াইটকেও সে চেনে।’

‘ওর সাথে সাতজন লোক ছিল, সবাই ফাইটিঙে বার। ওরা ইন্ডিয়ানদের সাথেও অনেকবার লড়েছে। ওদের দেখে মনে হল ভীষণ শক্ত লোক।’

‘চমৎকার! এপ্রোন খুলে ফেলল টিরেসা।

‘প্লীজ, ম্যাম? আমি গেলেই ভাল হবে।’

‘না, তোমাকে আমার এখানেই দরকার। তুমি আর ডিক ইটাং—তোমরা গেলে টুইনিকে দেখার আর লোক থাকবে না।’

‘ওয়াটও ওখানে যেতে পারে।’

‘হ্যাঁ, পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ওয়াটের কথা ওরা কতটা বিশ্বাস করবে।’

‘এক মিনিট, ম্যাম। ট্যাফি জো ট্রেইল ধরে আসছে!’ বুন রিভের ওপরটা, আশপাশ আর করালটা ভাল করে নিরীক্ষ করে দেখল।

‘ডিক, আমি ওর মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। আমি জানি ওর লুটতরাজ

সাথে আরও একজন লোক রয়েছে—ওকে তুমি দায়িও ।’

‘আমি কি এইসব ঝোপের ভিতর ওকে দেখতে পার ?’

‘তুমি সওক লোক, নিশ্চয় দেখতে পাবে । ওখানে যদি কেউ থাকে সেটা তোমার দায়িও ।’

‘তুমি আমাকে কি মনে কর ? আমি কি ফেরেস্তা ?’

‘না, কিন্তু তুমি একজন ভাল লোক । ঢালাকও বটে—ওখানে যদি কেউ থাকে, সে তোমার ।’

ট্যাফি জন করালে ঘোড়া বেঁধে স্টেশনের দিকে এগোল । কিন্তু ততক্ষণে বুন বেরিয়ে এসেছে । ‘জো, তুমি কি আমাকে খুঁজছ ?’ প্রশ্ন করল সে ।

টিরেন্সা জেমস গোলাগুলি অনেক দেখেছে, কিন্তু এমনটা আর কখনও দেখেনি ।

চমকে উঠল জন । সে আশা করেছিল কেউ টের পাওয়ার আগেই আরও কাছে ভিড়তে পারবে । চেষ্টাছিল, বুনকে কাছে এসে ডাকবে—ভারপর ওকে মারার আগে কিছু নাটকীয় কথা বলবে ।

বুনকে বুন করতে চায় ও । পারলে অনেক নাম হবে ওর । স্টেশনের দিকে আসার পথে এইসবই চিন্তা করছিল সে । কিন্তু ওর উচিত ছিল বুন সম্পর্কে ভাবা ।

কিছু বলার চেষ্টায় সে মুখ খুলল । নাটকীয় কথাগুলো বলার জন্য কথা খুঁজছে সে—এই সময়ে ওর উচিত ছিল নিজের পিস্তল বের করা ।

অনেকটা নিজের অজান্তেই ওর হাত নিচের দিকে নামল, পিস্তলের বাঁটটা ধরল সে । ভারপরেই কি যেন ওর বুকে আঘাত করল । থাকায় ছ’পা পিছিয়ে গেল জন । ওর পিস্তলটা কোমর সমান উঠেছে

—বুড়ো আঙুল দিয়ে হামার কক করল সে ।

দ্বিতীয় বুলেটটা কনুইয়ে লেগে দেহের ডান পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল । ওর নিজের বুলেটটা বূনের পাশে মাটিতে ঢুকল ।

‘বর্ডার সুইচ’ করল জন—অর্থাৎ ডান হাত থেকে পিস্তলটা শূন্যে ছুঁড়ে দক্ষভাবে বাম হাতে ধরল । পিছন দিক থেকে একটা বাফেলো গানের আওয়াজ এল । এখন ট্যাফি জনের মাথা পরিকার কাজ করছে । সে জানে ছোটো বুলেট ওর দেহে আঘাত হেনেছে । দ্বিতীয় গুলিতে তার কনুইও ভেঙেছে । বাম হাতেই গুলি ছুঁড়ল সে । বুন একটু কঁপে উঠল—আবার হামার কক করল ট্যাফি ।

ক্রত ছোঁড়া ছোটো বুলেট ট্যাফি জনের বুকে গিয়ে বিধল । শব্দ শুনে মনে হল যেন একটাই গুলি করা হয়েছে । পিস্তল ছেড়ে দিয়ে উল্টে পড়ল জন ।

গড়িয়ে উপর হয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে । হাত বাড়িয়ে নাগালের বাইরে পড়ে থাকা পিস্তলটা ধরার জন্যে বৃথা মাটি খামচাচ্ছে ট্যাফি । অথম হাতটা আর ওর দেহের তার রাখতে পারল না । গড়িয়ে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল সে ।

এখানে গুলে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না । অন্ধকার হয়ে আসছে—বৃষ্টি পড়বে । এখানে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে কেন সে ? গালের ওপর একটা বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল ; তারপর কয়েক ফোঁটা ওর চোখে । চোখ দুটো বিক্ষারিত—আকাশের দিকে চেয়ে আছে । কিন্তু ওর চোখের পাতা পড়ছে না ।

টরেন্সা জেমস জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চোখে আছে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে । অথচ খেলা শেষ হয়ে গেছে, কেবাবে শেষ । কতক্ষণ ? এক মিনিট ? দু’মিনিট ?

খুন করেছে টেড বুন—কিন্তু ওই লোকটাই টেডকে মারতে এসেছিল। এটা তার মনে রাখা উচিত। আর তাদের বাড়ি কালিয়ে দিয়ে যারা লুটতরাজ করেছে, লোকটা তাদেরই একজন।

‘আমনি যেতে হবে,’ বলল টিৱেসা। ‘নইলে দেরি হয়ে যাবে।’ নোরার দিকে ফিরল সে। ‘টুইনিকে এই দৃশ্য দেখতে দিও না। প্লীজ না।’

ডিক ইয়াং দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ‘চিন্তা ক’রো না, আমরা নিমেয়ে ওর লাশ সরিয়ে ফেলব। স্টেজের লোকজনের জন্যেও এই দৃশ্য প্রীতিকর হবে না।’

আবার টিৱেসার দিকে তাকাল ডিক। ‘ওদের খবরটা দেয়ার পর কি তুমি ফিরে আসছ, ম্যাম?’

‘পারলে আসব, মিস্টার ইয়াং, পারলে আসব।’

টিৱেসা ভুলেই গেছিল ব্রাউনি কি মানের ঘোড়া। এতদিন পরেও নিজের নাম শুনে ঘোড়াটা কান খাড়া করে টিৱেসার দিকে ফিরল। মনে হল ওকেও সে চিনতে পেরেছে।

স্টেশন ছেড়ে বেরোতে যাবে, এই সময়ে ওয়াট এসে হাজির হল। ‘ম্যাম, বনের মনো দিয়ে একটা ট্রেইল আছে। ওই পথে গেলে ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না। ওটা শর্ট-কাট—তোমার অশুভ পনের মিনিট সময় বাঁচবে।’

রওনা হল টিৱেসা। ট্রেইল ছেড়ে বাক নিয়ে ওয়াট যে পথের কথা বলেছিল, সেই পথেই রওনা হল সে। আসলে ওয়াট যাকে বন বলেছিল, সেটা ঠিক তা নয়। ছড়ান ছিটান কিছু গাছ, আর কিছু কোপঝাড় রয়েছে ওখানে। গাছের ফাঁকেফাঁকে নিচু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল টিৱেসা। পুরনো ট্রেইলটা ভাল, ব্রাউনিরও

এটা পছন্দ হয়েছে। একটা ব্যাপারে ট্যাফি জনের কাছে সে কৃতজ্ঞ—লোকটা ঘোড়া চিনত, তেমনি যত্নও নিচ্ছে।

বাড়ির পিছনে ঘোড়াটা বেঁধে সিঁড়ির দিকে এগোল টিরেসা। প্রথমেই গুলিভিয়ার মুখোমুখি পড়ল সে।

‘তুমি ? কি ব্যাপার !’

‘তোমার বাবা কোথায় ? তার সাথে আমার এই মুহূর্তে দেখা করা দরকার।’

নীরবে লাইব্রেরীর দিকে আগুল দেখিয়ে সে সরে দাঁড়াল।

মাইকেল থর্প, লিঙ্কন আপটন আর হ্যারি ওলায়েন আছে ওখানে। যত সংক্ষেপে সম্ভব, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল টিরেসা।

‘তুমি বলতে চাও ওরা এখানে আক্রমণ করবে ?’ আপটনের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

‘ওদের কাজই এরকম, স্যার,’ সার্জেন্ট ওলায়েন বলল। ‘আমার মত মিসেস জেমসও ওদের ভাল করেই চেনে, স্যার। অত্যন্ত খারাপ লোক ওরা।’

স্টেজটা এসে হাজির হল। খাত্তীরা নামল। চারজন সৈনিক স্টেজে উঠল। ‘বাকি সবাই এখানেই থাকো, আমরা বাকটা পেরিয়ে পাহাড়ের খাজে নেমে ফিরে আসব। হয়ত এখানেই ব্যাপারটার ফায়সলা হয়ে যাবে।’

বাড়ির ভিতর আপটন তার গান-কেসগুলো খুলল। বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র আছে ওর কাছে। শিকারের রাইফেল, শটগান, আরও অনেক কিছু। ওগুলো সবার মধ্যে বেঁটে দিল সে—উপযুক্ত কাউকেও দিল। ‘ওদের জীবিত ধরব আমরা, কিন্তু তা সম্ভব হলে, ভবেই।’

স্টেজটা চোখের আড়াল হতেই তিনজন আরোহীকে দেখা গেল ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে র্যাক হাউসের দিকে এগোচ্ছে। আরও দুজন চুড়ার পুর দিক দিয়ে এগোচ্ছে। তারপর আরও দুজন। ওরা প্রথমে বাড়িটা পার হয়ে গেল, তারপর হঠাৎ ঘুরে ঘোড়া ছুটিয়ে দুজন বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওরা দরজায় নক করল।

এবার আরও অনেকগুলো আরোহী দৃশ্যে এলো।

লিঙ্কন আপটন বরজা খুলল। পিস্তল হাতে দুজন ঘরে ঢুকল। কিন্তু দেখল, চারটে ডাবল ব্যারেল শটগান ওদের দিকে তাক করা রয়েছে। ‘বাঁচতে চাইলে তোমাদের পিস্তলগুলো ফেলে দেয়াই উচিত হবে,’ বলল থর্প।

উন্মাদ ছাড়া কেউ চারটে শটগানের বিরুদ্ধে পিস্তল হাতে চাপ নেবে না। শটগানের প্রত্যেকটাই ওদের দিকে তাক করা রয়েছে। ওরা বোকা নয়।

‘এখন চুপচাপ ভিতরে চলে এসো। দরজাটা অন্যদের জন্য খোলাই থাক।’

পরের তিনজন ছুটে ভিতরে ঢুকল, কিন্তু চারটে শটগান দেখতে পেল ওরাও। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করল তিনজন।

উইলবার স্টোন লাগাম টেনে র্যাক হাউসের সামনে ঘোড়া থামাল। কিন্তু ভিতরটা একেবারে নীরব। ভিতরে মেয়েরা রয়েছে—এতক্ষণে ওদের চিৎকার শুরু করা উচিত। নিজের লোকজনকে সে ভাল করেই চেনে। আরও ডজনখানেক আরোহী ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ‘বল্টউইন তুমি ভিতরে খোঁজ নাও। আমার মনে হয় সব আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কিন্তু সময় নষ্ট করো না—

—‘আমাদের ওই স্টেজ কোচটাকে বরতে হবে।’

বন্ডউইন আড়চোখে স্টোনের দিকে তাকাল। লোকটা নিজে কেন যাচ্ছে না? কান পেতে শুনে দেখল সব চুপচাপ। মাঝানে এগিয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখল, ওব্রায়েন ওদের দিকে চেয়ে আছে। অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে, একা সে-ই ওকে দেখতে পাচ্ছে।

‘এখন নীরবে ঘোড়া থেকে নেমে কোন চালাকী না করে এদিকে এগিয়ে এস।’

‘অসম্ভব।’ ঘোড়াটা ঘুরিয়ে পিছল বের করল সে। কিন্তু ছুটে; রাইফেলের গুলি ওকে মারাত্মকভাবে বিধে ফেলল। কিছুক্ষণ ঘোড়ার পিঠে টিকে থেকে সে মাটিতে পড়ল। ঘোড়াটা মৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটা গাল বকে উইলবার স্টোন স্পারের খোঁচা দিয়ে নিজের ঘোড়াটা ছুটিয়ে নিয়ে চলল। লোকজনকে কি যেন নির্দেশও দিল সে।

বাড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলিতে তিনটে জিন খালি হল। কিন্তু স্টোন ছুটে এগিয়ে গেল।

নোয়া স্টেমি স্টেজের মাথা থেকে বাঁকের মাথায় শটগান দিয়ে ওকে গুলি করল।

‘চমৎকার,’ বলল আপটন। ‘খুবই চমৎকার—মিসেস জেমসকে অন্যবাদ।’ আগে থেকে সতর্কতা করাতো আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তোমার কাছে আমি চির ঋণী হয়ে থাকলাম।’

এক ঘণ্টা কেটে গেল, সার্জেন্ট ওব্রায়েনের নেতৃত্বে বন্দীদের সবাই—

কে নিয়ে যাওয়া হল। পাঁচাত্তরের গোড়ায় ছুঁজনকে কবরও দেয়া  
হল। স্টোন এখনও জঁখিত, কিন্তু শাহত।

‘এগুলো কিছুই আমরা হোয়াইটের বিক্রেত দাঁড় করাতে পারব  
না, যদি বন্দীরা কেউ কথা না বলে। তাদের কেউ মুখ খুললে সেটা  
তবে আমাদের আশীর্বাদ।’

জাপটন বলল, ‘গাথার মনে হয় মিসেস জেমস যা বলেছে,  
আর ওব্রায়েন যা বলল, সেটাই যথেষ্ট। টিরেসা গাথার খবর নিয়ে  
আজ আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে—এর প্রতিদান দিতেই হবে।’

‘কিন্তু বন্দীদের কেউ কথা না খুললে কিছু প্রমাণ করা কঠিন  
হবে,’ বলল থর্ন।

‘আমি নিশ্চিত,’ বলল জাপটন। ‘মিসেস জেমস আর মার্জেন্ট  
ওব্রায়েনের কথা অনুযায়ী আজ এখানে যা ঘটল তার সাথে  
হোয়াইটের ঠিকই সম্পর্ক আছে।’ একটা সিগার বের করল সে।  
‘মিসেস জেমস, তুমি কিছু মনে না করলে আমি এটা ধরাতে চাই।’  
একটা ম্যানের কাঠি ছালাল লোকটা, ‘ওই লোকটা, সে তোমার  
খোড়া চালাচ্ছিল, ওকে কথা বলান যায় না? বেশিরভাগ লোকই  
ফাঁসি এড়াতে কথা বলবে।’

‘কিন্তু সেটা এখন আর সম্ভব নয়,’ বলল টিরেসা। ‘টেক বুনকে  
মারার জন্য ওকে প্রাঠান হয়েছিল। চেষ্টা করেছিল জাঁকি জন,  
কিন্তু বিফল হয়েছে।’

‘বুন ওকে মেয়ে কেলেঙ্কারী মন্তব্য করল থর্ন। ‘অবাক হবার  
কিছু নেই—বুন সাম্রাজ্যিক লোক।’

‘এবং উদ্বলোক,’ বলল টিরেসা। উঠে দাঁড়াল সে। ‘আমাকে  
স্টেশনে ফিরতে হবে—নইলে ওরা চিন্তা করবে।’



আপটনও উঠে দাঁড়াল। ‘অতিবেশী হিসেবে তোমাকে পেয়ে আমরা সুখী। মিসেস জেমস, গ্লীজ পর হয়ে না।’

‘তোমাকে ধন্যবাদ।’

মাইকেল থর্পও উঠল। ‘স্টেজ তেও উলো গেছে। তুমি আমাকে একটা ঘোড়া পার দেনে? স্টেশনে গিয়ে মিসেস জেমসের সাথে আমার কিছু ব্যবসায়িক আলোচ করতে হবে।’

মিডের রাইফেলটা তুলে নিল থর্প। ‘ওখানে বাতী দেয় থাক’র একটা ব্যবস্থা করা দরকার, সবাই তাই চাইছে।’

হাউসের পিঠে বসে থর্পের জন্য অপেক্ষা করছে টিরেন্স। ‘কিছু বৃষ্টি যা পড়ছিল তা এখনে গেছে।’

থর্প বাগান হাউসের পাশ থেকে ঘোড়ার পিঠে উড়ে বেদিয়ে এসে। বাতাসটা টাটকা। পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

‘তুমি চমৎকার কাজ করেছ,’ বলল থর্প। ‘সত্যি কথাই আমি বলছি, আমার সন্দেহ ছিল একটি মেয়ে স্টেশন চালাতে পারবে কিনা। কিন্তু তুমি প্রমাণ করেছ এটা সম্ভব। হাসল সে, ‘এই ক্যালিকোনিয়াতে কেউ বিশ্বাস করবে না এটা হতে পারে। তোমার ধারাই ভালো।’

‘কেমন ধারা, মিস্টার থর্প?’

কাগ ধাক্কা দে। ‘জায়গা মতই বরোছ--তুমি একজন লেডী।’

‘আমি আশা করি তাই। ধন্যবাদ। কখনও একে জীবনে প্রতি-বন্ধক বলে মনে করব না।’ আবার হাসল টিরেন্স।

দূরে স্টেশনটি দেখা যাচ্ছে। জটা অর্ধদিনের মধ্যেই অতীত হয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হলেই এদিকে রেল রাস্তা তান্না হলে। স্টেজ কিছুদিন কাজ করবে, তারপর সরে যাবে।

‘কতদিন ? কতদিন পরে রেল বাস্তা পশ্চিমে আসবে ?’ প্রশ্ন করল টিরেসা ।

‘তিন, বা চার বছর । স্টাড পোলি, আমার বস, এই ব্যাপারে চিন্তা করছে । আমিও । কিন্তু ওটাই আমাদের ভবিষ্যৎ ।’

কিছুক্ষণ নীরবে চলার পরে সে আবার বলল, ‘প্রবর্তীতে তোমার কি প্ল্যান ?’

‘আপাতত চেরোকী স্টেশন যতটা সম্ভব ভালভাবে চালাবার চেষ্টা করব । তারপর যুদ্ধ শেষ হলে হয়ত আমি ভার্জিনিয়ায় ফিরে যেতে পারি । ওখানে আমার কিছু সম্পত্তি আছে ।’

‘আমরা কেউকেউ চাই তুমি এখানেই থাক । দূরদূর্গি সম্পন্ন পুরুষ এবং মহিলা’র আমাদের প্রয়োজন আছে ।’

‘ধন্যবাদ, কিন্তু অমাকে কিছুদিন টুইনির কথাও ভাবতে হবে । ওয়াটও আছে । ও আমাদের পরিবারেরই একজন । আমি দিন এনে দিন খাব বটে, কিন্তু এখানে কিছুদিন থাকব । ওরা এখানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে--আমিও কিছুটা হয়েছি । পরে হয়ত অন্য কথা ভাবব ।’

‘যদি ভাব ত’হলে আশা করব তুমি আমার কথা মনে রাখবে ।’

‘অবশ্যই মিস্টার থর্প, তোমাকে কিভাবে ডুলব ?’

একটু উচ্চ কণ্ঠেই সে বলল, ‘ওখানে বুন আছে না ?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি ? নোরা বলে সে একজন চমৎকার মানুষ ।’

স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নোরা এপ্রোনে হাত মুছছে । টেড বুন আর ডিক ইয়াং বার্ন থেকে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে । ওয়াট এক হাতে চোখ ঢেকে টিরেসা আর থর্পকে দেখছে ।

ওরা সবাই রয়েছে তেরোকী স্টেশনে। বাড়ি ফিরে টরেন্সার ভাল লাগছে।

কয়েক ঘণ্টা পর প্রকাশ মাইল দূরে টিমথি হোয়াইট দক্ষিণ-পূবে রওনা হল। ট্রেল এড়িয়ে চলছে ও। ওর কোমরে জড়ান টাকার সেন্টটা ভারি। ঘোড়ার গিঠে সাভল-বাগগুলোও তাই। কলোরাডোতে তার খেলা শেষ—কিন্তু দক্ষিণে নিউ মেক্সিকো রয়েছে। একটু পশ্চিমে নতুন দেশ। জীবনের জুয়ায় কখন অফ যেতে হয় তা সে জানে। সময় মত ক্যালিফোর্নিয়ায় সে আবার সব গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অদিসে জানালায় পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন কি বলছে শুনতে পেয়েছে সে। উইলবার নটোন মারা গেছে, তার দলের বেশিরভাগ লোকই মারা পড়েছে। আর দূর্য্য বন্দী হয়েছে, তারা কাসির দড়ি এড়াতে যা জানেন সবাই বলবে।

তিরিশ মিনিট পর ঘোড়ায় চেপে পিছনের দাস্তা বরে শহর ছাড়ল।

অনেক মাইল দূরে গিয়ে নিজের মনেই হাসল টিমথি। এখন সে নিরাপদ। ভালই হয়েছে, অস্বীকার করা টাকার ভাগ এখন তার কাউকে দিতে হবে না। সবটাই সে একা উপভোগ করবে। কলোরাডোতে সে যে সম্মান আর প্রতিপত্তি পেয়েছিল সেটা অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে পড়ে ভুলবে ও। একটা কিছু পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গাছে ঘেরা ছোট ক্রীকটার কাছে পৌঁছল হোয়াইট। ওখানে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে একটু বিশ্রাম নেবে।

কোমাকি ওরার পার্টির দলটার মেজাজ তিরিকি হয়ে আছে।

একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়েও কাউকে হত্যা করতে পারেনি ওরা।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ওরা কব্জার ধারে খেমে দাঁড়াল। সহজ গতিতে এগিয়ে আসছে আরোহী।

অর্ধেক বৃত্ত করে ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গাছের কাঁক দিয়ে আরোহী বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে। চট করে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল হোয়াইট।

বারোজন ইণ্ডিয়ান রয়েছে ওখানে। এই প্রথম কোমাকি ওয়ার পার্টি দেখল টিমথি হোয়াইট, এবং এটাই শেষ। পিস্তল বের করতে গেল সে—কিন্তু কোমরে জড়ান মোটা বেন্টটা বাধার সৃষ্টি করল। কোমাকিদের ভেতর কোন সমস্যা ছিল না।

একজন যোদ্ধা যখন ছুরি হাতে টিমথির ওপর ঝুঁকে পড়ল তখনও ওর দেহে প্রাণ আছে।

কেউ তাকে একটা কালো ছই বেঁটে দিয়েছে—ভাবল সে।

—ঃ শেষ ঃ—